স্মরণিকা

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ১৯৯৯

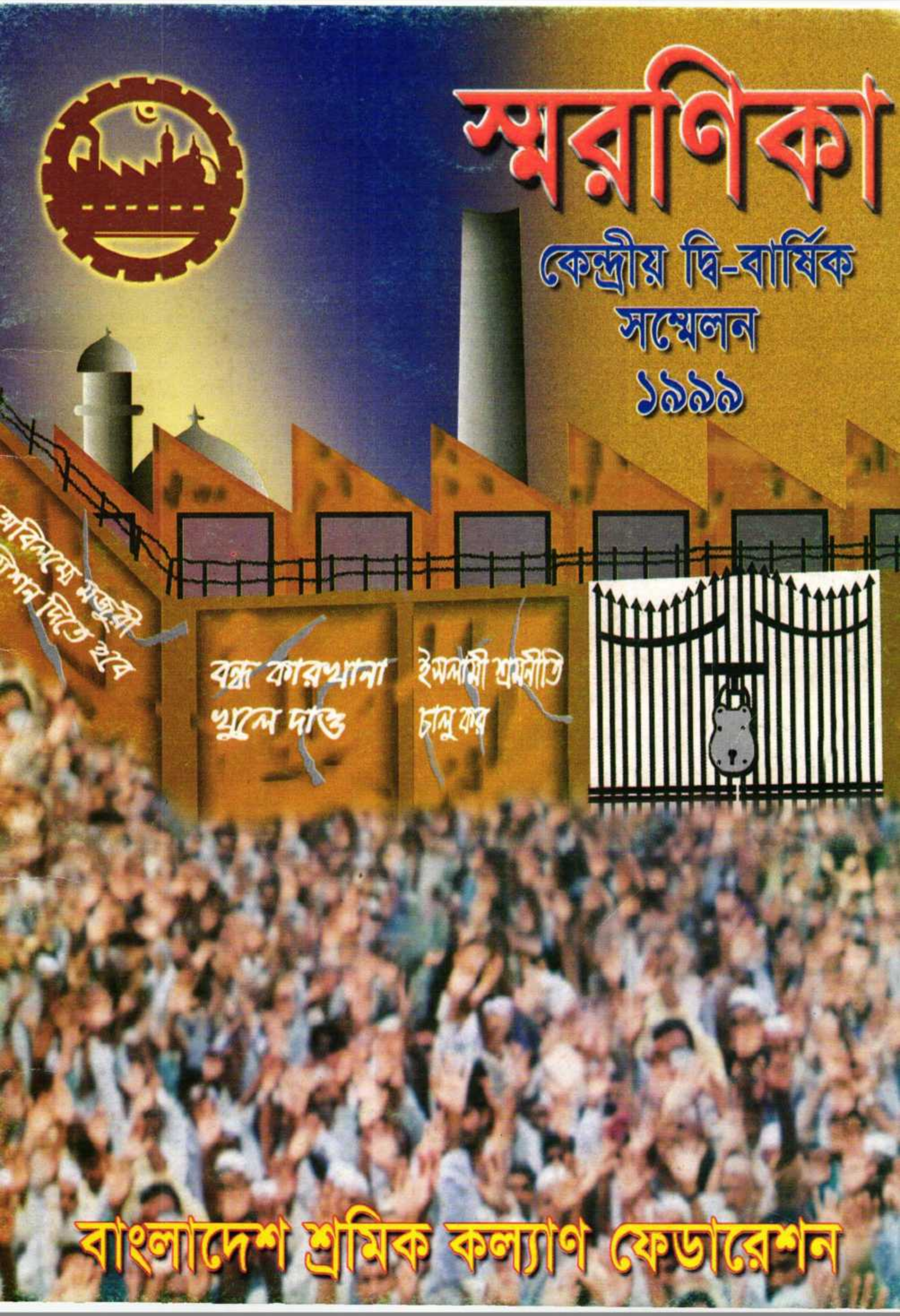

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

"দারুল আমিন হজ্জ কাফেলার পক্ষ থেকে নন-ব্যালটি হজ্ব গমনেচ্ছুকদের জন্য খোশ-খবর,খোশ আমদেদ"

মোহ্‌তারাম হজ্ব যাত্রী ভাই ও বোনেরা, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ্‌,

দারুল আমিন হজ্ব কাফেলায় রয়েছে নিম্ন লিখিত সুবিধাদি

★ ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করে পুনরায় ঢাকা পৌছা পর্যন্ত থাকা-খাওয়া, যাতায়াত সহ আমাদের তত্বাবধানে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের যাবতীয় কাজের সুষ্ঠু তত্বাবধান।

★ অভিজ্ঞ মোয়াল্লিম দ্বারা বিশেষ প্রশিক্ষণ দান।

★ হাজীদের ভিসা, টিকেট, সিট কনফার্ম, রিকনফার্ম, ডলার-রিয়াল এনডোর্সমেন্ট, ট্রাভেল ট্যাক্স, হেল্‌থ কার্ড, মোয়াল্লিম কার্ড সংগ্রহ ও উন্নত এ.সি গাড়ীতে যাতায়াত সহ যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে করে দেওয়া।

★ থাকার প্রতি রুমে এ.সি থাকবে। থাকার রুম থেকে পাঁয়ে হেটে ৫ থেকে ১০ মিনিটের ভিতরে বায়তুল্লাহ শরীফে পৌছে জামায়াতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার ব্যবস্থা।

★ মহিলাদের ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞ মহিলা মুয়াল্লিমা কর্তৃক সার্বক্ষনিক গাইড দান।

★ মক্কা শরীফ, মীনা, মোজদালিফা ও আরাফাহর ময়দানে যাতায়াতের জন্য গাড়ী, কংকর মারা ও কোরবানী করার কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করা।

★ দারুল আমিন এর পক্ষ থেকে মুয়াল্লিম, প্রতিনিধি ও খাদেমগণ সার্বক্ষনিক হাজী সাহেবানদের দেখা শুনা, তদারকী ও সেবা দান।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

আলহাজ্ব এম, এ ওহাব, চেয়ারম্যান।

আলহাজ্ব অধ্যাপক রেজাউল করিম, প্রধান উপদেষ্টা

আলহাজ্ব মাওঃ মফিজুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মক্কা অফিসঃ

দারুল আমিন
মেছফালা (এশিয়া হোটেলের নিকটে)
মক্কা আল্‌ মোকাররমা
ফোন ঃ ৫৭৪৮১৪১
ফ্যাক্স ঃ ০০৯৬৬-২-৫৪৭০৪২২

হেড অফিসঃ

দারুল আমিন হজ্ব কাফেলা
১৬৫, পুরাতন, ৪৭ নতুন (৪র্থ তলা)
ডি.আই.টি. এক্সটেনশন রোড
ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ৯৩৫৩৪১৫

বিঃ দ্রঃ অগ্রীম ১০,০০০ দশ হাজার টাকা নিয়া তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

স্মরণিকা

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'৯৯

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

সম্মেলন স্মরণিকা–১৯৯৯

প্রধান পৃষ্ঠপোষক– এডভোকেট শেখ আনছার আলী (সাবেক এম.পি)
সভাপতি–বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

সম্পাদক : অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

সহযোগিতায় : কবির আহমদ মজুমদার
মাওঃ আনিছুর রহমান চৌধুরী
মোঃ আবুল হাশেম
এস, এম, আব্দুল হাই
মির্জা মিজানুর রহমান

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫/ক, এলিফ্যান্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯-৪৫

প্রকাশকাল : ২২শে অক্টোবর, শুক্রবার, ১৯৯৯

মুদ্রণে : **এস, এস, প্রিন্টার্স**
৪৩৫, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৫৩৪২৩

শুভেচ্ছা মূল্য : ২৫ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
◆ সম্পাদকীয়	৪
◆ বাণী	৫
◆ হাদীসের বাণী	৭
◆ উদ্বোধনী ভাষণ–কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	৮
◆ দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন জুলাই '৯৭–জুন '৯৯	১০
◆ তৈরী পোষাক শিল্পে শ্রমিক–কবির আহমদ মজুমদার	১৬
◆ কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '৯৭ এ ভাষণ-হোসাইন তান্দ্রিভার্দি, তুরস্ক	২০
◆ অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক অপরিহার্য-শেখ আনছার আলী	২৩
◆ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্রমবিকাশ – কাজী জাহাঙ্গীর হোসাইন	২৬
◆ আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রম সংস্থা (আই, আই, সি, এল)-অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	২৯
◆ অবিস্মরণীয় একটি জীবন-মরহুম আব্বাস আলী খান	৩১
◆ বিশ্বজুড়ে বিকাশমান পরিবহন রেলওয়ে ঃ বাংলাদেশের করণীয়	৩৪
◆ ঢাকা মহানগরীর প্রচার সম্পাদকের ইন্তেকাল	৩৯
◆ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের তালিকা ১৯৯৭–৯৯	৪০
◆ সংবাদ পরিক্রমা	৪১
◆ এলবাম	৫৬
◆ কবিতা	৫৯
◆ বিজ্ঞাপন	৬০

সম্পাদকীয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আল্‌হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন-এর কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশের এ ঐতিহ্য অব্যাহত রেখেছি। এবারেও অনুরূপভাবে একটি স্মরণিকা প্রকাশের তাওফিক লাভ করায় আল্লাহ রাহমানুর রহীমের দরবারে আমরা শুকরিয়ায় সিজাদাবনত।

দুনিয়ার সব সভ্যতা ও সমৃদ্ধির চাকা ঘুরছে যাদের রক্ত-ঘামকে পুঁজি করে তারাই হচ্ছে শ্রমিক। সবচেয়ে অবহেলিত অথচ সভ্যতার নির্মাতা এ শ্রমিক সমাজ আধুনিক বিশ্বে একটি পৃথক শ্রেণী হিসেবে স্বীকৃতি পেল অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের পর। কিন্তু তাতে কি হবে? সমাজবাদ, পুঁজিবাদ তথা মানব রচিত মতবাদের মরণখেলায় সবকিছু শেষ হয়ে গেল। একদিকে চলল সীমাহীন ব্যক্তি-মালিকানা ও অবাধ পুঁজির অপরিণামদর্শী শোষণ। অন্যদিকে বন্ধ হল ব্যক্তি, মালিকানা, বাক-স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার, ধর্মীয় অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার। রইল শুধু দুনিয়া জোড়া নিষ্পিষ্ট মজুরের আর্ত চিৎকার।

মুক্তিকামী শ্রমিক মজুর আজ মানবীয় দাসত্বের জিঞ্জির ছিঁড়ে ফেলতে চায়। নতুন এক সুব্‌হে সাদিকের আশায় তারা ব্যাকুল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার আইন ও সৎলোকের নেতৃত্বের ভিত্তিতে নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (দঃ) এক অনুপম-সমাজ বিপ্লব সাধন করেছিলেন। শ্রমজীবী মানুষের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও অধিকারের জন্য আজ সেই ইসলামী আদর্শের বিজয় অনিবার্য। যেখানে থাকবে না মালিক-শ্রমিক ধনী গরীবের ভেদাভেদ, নিরাশ্রয়ের আকুতি ক্ষুধিতের কান্না ও বস্ত্রহীনের মর্মব্যথা।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দেশের শিল্প ও শ্রম সেক্টরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এক নবতর ধারা। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা, মালিক শ্রমিক সুসম্পর্ক, অধিক উৎপাদন ইনসাফপূর্ণ বন্টন ব্যবস্থা এবং সৎ নেতৃত্ব তৈরীর মহান প্রচেষ্টায় এক আদর্শ ও বলিষ্ঠ কাফেলা।

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন স্মরণিকা তারই স্মৃতিময় প্রেরণা। এ স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছে যে সব বরেণ্য ব্যক্তিত্বের মূল্যবান প্রবন্ধ ও শুভেচ্ছা বাণী তাদের জন্য আমাদের হৃদয় নিংড়ানো কৃতজ্ঞতা। সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতা শুভাকাংখী ও সংশ্লিষ্ট সকল সহযোগীদের জন্য রইল আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুভকামনা।

প্রতিকূল পরিবেশের উদ্বেগাকুল পরিস্থিতিতে স্মরনিকা বের করতে হয়েছে সীমিত সহায় সম্বল নিয়ে। এর অবয়বে তাই অসম্পূর্ণতা বা মুদ্রণ জনিত ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। এজন্য সবার ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি একান্ত কাম্য। শত দুর্বলতার মধ্যেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সম্মেলন স্মরনিকা '৯৯ সমস্যা বিজরিত মুক্তি পাগল মেহনতি মানুষের মধ্যে আশার আলো ও নতুন প্রেরণা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

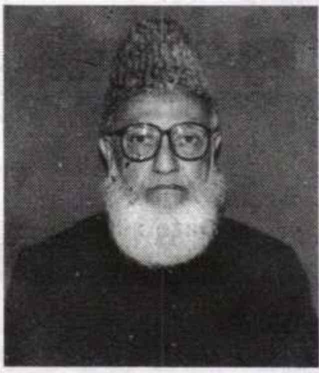

শুভেচ্ছা বাণী

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '৯৯ উপলক্ষে একটি স্মরনিকা প্রকাশ হচ্ছে জেনে অমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। তাদের এই মহতী উদ্যোগকে আমি মোবারকবাদ জানাই।

বাংলাদেশের শ্রমজীবি মেহনতী মানুষ আজ চরমভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা, অযোগ্যতা, ভারত তোষণ নীতি, দলীয় করণ ও দূর্ণীতির কারণে দেশের শিল্প কারখানা ও অর্থনীতি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের পাট ও গার্মেন্টসসহ হাজার হাজার শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সরকার কর্মসংস্থানে দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে কর্মচ্যুতি ঘটাচ্ছে। শ্রমিক ছাঁটাই ও শ্রমিক নির্যাতন বেড়েই চলেছে। বন্দুকের নল দিয়ে অনাহারী শ্রমিকদের বুক ঝাঁঝরা করে দেয়া হচ্ছে। এতে করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আজ বেকার অবস্থায় অসহায় পরিবার পরিজন নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে মানবেতর জীবন যাপন করছে। বর্তমান সরকার ওয়াদা করেও অসহায় শ্রমজীবি মানুষের প্রাণের দাবী মজুরী কমিশন রিপোর্ট ঘোষণা করে তাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে পারেনি। স্বাধীনতার দীর্ঘ ২৯ বছর পরেও শ্রমিকদের সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। বরং সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

শ্রমিকদের সমস্যার সত্যিকার সমাধান করতে হলে বর্তমান তাগুতী সমাজ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে হবে। কারণ আল্লাহর আইনেই সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দেশে ইসলামী শ্রমনীতি ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আমি সকল শ্রমজীবি মানুষকে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামী শ্রমনীতি ও ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '৯৯ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(গোলাম আযম)
আমীর
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

INTERNATIONAL LABOUR OFFCIE
ILO AREA OFFICE
DHAKA, BANGLADESH
HOUSE NO.12 ROAD NO.12
DHANMONDI R/A DHAKA

আন্তর্জাতিক শ্রম অফিস
আঞ্চলিক অফিসঃ ঢাকা বাংলাদেশ

Ref: 309-RL/W/1599

Date : 18-10-99

Message by

M. A. Hassanein,
Director, ILO Dhaka

I am happy to learn that Bangladesh Sramik Kalyan Federation is going to held its biennial conference on October 22,1999 and publish a mgazine to mark the occasion.

Bangladesh Sramik Kalyan Federation is a national workers' front registared with the Government of the People's Republic of Bangladesh and has been striving to protect the rights and interest of the Workers since its inception. I am hopeful that Bangladesh Sramik Kalyan Federation will be able to make substantial contribution towards the realisation of the rights and benefits of the working people of Bangladesh in the days to come.

I wish every success to the biennial conference.

হাদীসের বাণী

মোমীনের গুনাবলী,

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (ছ) বলেছেনঃ

আমার প্রতিপালক আমাকে ন'টি কাজের হুকুম দিয়েছেন।

(১) প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় যেন আমি আল্লাহকে ভয় করতে থাকি।

(২) ক্রোধ ও সন্তুষ্টি সর্বাবস্থায় ইনসাফের কথা বলি।

(৩) দারিদ্র ও বিত্তশীলতা যে কোন অবস্থায়ই যেন আমি সততা ও মধ্যম পন্থার উপর কায়েম থাকি।

(৪) যে আমার থেকে কেটে গেছে, তাকে যেন আমি জুড়ে নেই।

(৫) যে আমাকে বঞ্চিত করে, তাকে আমি দান করি।

(৬) আমার উপর যে জুলুম করে, তাকে যেন আমি মাফ করি।

(৭) আমার নীরবতা যেন চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়

(৮) আমার কথাবার্তা যেন খোদার স্মরণ মুলক হয়।

(৯) এবং আমার দৃষ্টি যেন উপদেশ গ্রহণের দৃষ্টি হয়। অতঃপর বললেনঃ সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিবৃত্ত করবে। (মিশকাত)

উদ্বোধনী ভাষণ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সম্মানিত প্রধান অতিথি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল, সাবেক সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, বিদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, আমন্ত্রিত মেহমানবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুগণ, সুধীমন্ডলী এবং আমার সাথী সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ভাইয়েরা-

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আজকের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের শুরুতেই আমি আসমান-জমিনের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি যার একান্ত মেহেরবানী ছাড়া এ ধরনের একটি কেন্দ্রীয় সম্মেলন আয়োজন করা কিছুতেই সম্ভব ছিলনা। লাখো দরুদ ও সালাম পেশ করছি মুক্তিকামী মানুষের মহান নেতা, নিপীড়িত, বঞ্চিত শ্রমিক মেহনতি মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু এবং রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি যিনি তার সংগ্রামী জীবনের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্যে একমাত্র কল্যাণকর জীবন বিধান আল-ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় এনেছিলেন। সম্মেলনের শুরুতে ইসলামী আন্দোলনের মহান নেতা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর মরহুম আব্বাস আলী খান এবং ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী প্রচার সম্পাদক, ইসলামী ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ আনিসুর রহমানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি ও তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। দোয়া করছি ঐ সকল মর্দে মুজাহিদদের জন্যে যারা যুগে যুগে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে গিয়ে নিজেদের অমূল্য জীবনকে আল্লাহর রাহে কুরবান করে দিয়েছেন। আজকের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে কষ্ট স্বীকার করে যারা উপস্থিত হয়েছেন এবং সম্মেলনকে সফল করার জন্যে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে প্রাণ খুলে দোয়া করছি।

সম্মানিত সুধী মন্ডলী ও ডেলিগেট ভাইয়েরা

দেশ আজ এক গভীর রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সরকারের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাস দূর্নীতি বেড়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে ভারতীয় পণ্যের অবাধ আমদানী এবং বর্ডারে কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অবাধ চোরাচালানের ফলে বাংলাদেশের পাট, বস্ত্র, চিনি, চামড়া এবং ঔষধ শিল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ভারতের টাটা কোম্পানীর গাড়ী আমদানীর পথ সুগম এবং পেট্রোল ও অক্‌টেনের মূল্য বৃদ্ধি করে ভারতের ডিজেল চালিত গাড়ী আমদানীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ট্রানজিটের নামে ভারতকে করিডোর দিলে দেশে ভারতীয় সন্ত্রাসী এবং ভারতীয় অস্ত্র অবাধে আসার সুযোগ হবে এবং আইন শৃংখলার চরম অবনতি ঘটবে। তাই এই মূহুর্তে এই সম্মেলন থেকে আমাদের দৃপ্ত শপথ নিতে হবে দেশকে বাঁচাতে হলে শিল্প কারখানা বাঁচাতে হবে এবং ভারতীয় থাবা থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে।

ভারতীয় নীলনক্সা বাস্তবায়নকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সংগ্রামী বন্ধুগণ

"ভুল-চুক মাফ চেয়ে দেশ বাঁচাও, শিল্প বাঁচাও" শ্লোগান দিয়ে, ১৮ জন শ্রমিকের রক্তের সিঁড়ি বেয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে বর্তমান সরকার ১৯৭১-৭৫ এর পথ অনুসরণ করছে। ফলে আজ শ্রমিক অংগনে বিরাজ করছে চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থা। সমাজে শ্রমিকদের কোন মর্যাদা নেই, বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকু থেকেও তারা বঞ্চিত। চাকুরীর নেই কোন নিরাপত্তা। গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত লাখ লাখ শ্রমিক সামান্য বেতনে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শ্রম দিয়েও জীবন নিয়ে বাড়ী ফেরার অনিশ্চয়তা, হোটেল ও দোকান কর্মচারীরা ন্যূনতম শ্রম আইনের অধিকার থেকে বঞ্চিত। ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ, শ্রমিক ছাঁটাই, শ্রমিক নির্যাতন ও হয়রানি নিত্য দিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাথা ভারী প্রশাসন, দুর্নীতি, অদক্ষতা ও অব্যবস্থার ফলে মিলকারখানাগুলো একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত হয়ে অসহায় পরিবার পরিজন নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে মানবেতর জীবন যাপন করছে। সরকার ধোঁকা প্রতারণার পথ বেছে নিয়েছে। ক্ষমতায় আসার পূর্বে মজুরী কমিশন ঘোষণার ওয়াদা করলেও আজ ওয়াদা খেলাপ করছে। কর্মচারীদের আন্দোলনের মুখে-পে-কমিশন ঘোষণা করলেও তার সুপারিশ বাস্তবায়ন করছেনা। রাষ্ট্রায়াত্ত্ব মিল কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণ করে একের পর এক শ্রমিকদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে।

শিল্পাংগনে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে শ্রমিক ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্য সৃষ্টি হচ্ছে। তথাকথিত শ্রমিক নেতারা সাধারণ শ্রমিকদের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে নিজেরা রাতারাতি বাড়ী গাড়ীর মালিক হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্কের পরিবর্তে শ্রমিক নেতাদের মাথা কেনা-বেচার রাজনীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আজ এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ধোঁকাবাজ রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তে নৈতিকতা সম্পন্ন ইসলামী নেতৃত্ব ও ইসলামী সমাজ ছাড়া শ্রমিক সমাজের মুক্তি আসবেনা। তাই ইসলামী সমাজ ও ইসলামী শ্রমনীতি কায়েমের সংগ্রামে শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে। আজকের এই সম্মেলনে কষ্ট স্বীকার করে আসার জন্যে আমন্ত্রিত মেহমান, সুধীবৃন্দ ও উপস্থিত ডেলিগেট ভাইদেরকে আবারও আমার সংগ্রামী সালাম ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আল্লাহ হাফেজ।

এডভোকেট শেখ আনছার আলী (সাবেক এম, পি)
কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই '৯৭ থেকে জুন '৯৯

আল-হামদুল্লিাহি রাব্বিল আলামীন ওয়াসসালাতু ওয়াস্‌সালামু আল্লা সাইয়েদুল মুরসালিন ওয়ালা আলিহি আযমাঈন।

সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল, সাবেক সংসদীয় দলনেতা মুহতারাম মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সুদুর মরক্কো থেকে আগত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার এর সেক্রেটারী জেনারেল সাঈদ, আল-হাসান পাকিস্তান থেকে আগত বিশেষ অতিথি বৃন্দ, সম্মানিত মেহমানবৃন্দ, আমন্ত্রিত সুধী মন্ডলী, জাগ্রত বিবেক সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং প্রাণপ্রিয় ডেলিগেট ভায়েরা।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আমি এই পবিত্র মুহূর্তে লাখো কোটি শোকর আদায় করছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে। যিনি তাঁর অসীম অনুগ্রহে আমাদেরকে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের আন্দোলনে শামিল হবার তাওফিক দান করেছেন। দরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক ও বন্ধু রাসূলে করীম (সঃ) এর প্রতি যিনি তাঁর সংগ্রামী জীবনের মধ্য দিয়ে মানুষের জন্য একমাত্র কল্যাণকর বিধান আল-ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় এনেছিলেন এবং যার আবির্ভাবে অসহায়, নিপড়ীত, শোষিত, শ্রমজীবি ও দাস শ্রেণীর মানুষ পেয়েছিল মুক্তির দিশা। আমি আজ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে জীবন দানকারী শহীদদের, যারা বুকের তপ্ত তাজাখুন ঢেলে দিয়ে ইসলামের গৌরবোজ্জল ইতিহাস রচনা করেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশে ইসলামের গনজোয়ার সৃষ্টির লক্ষ্যে যে সব ছাত্র যুবক মায়ের বুক খালি করে শহীদের মিছিলে শামিল হয়েছে তাদেরকে প্রাণভরে স্মরণ করছি এবং আল্লাহপাকের দরবারে তাঁদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস কামনা করছি।

সম্মানিত সুধী মন্ডলী ও সাথী ভায়েরা

আজ সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার যুগে সভ্যতাগর্বী মানুষ মহাশূন্য পরিভ্রমণ করছে। চাঁদে বসবাস এবং মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার অভিযান শুরু করেছে। অথচ মাটির পৃথিবীর কোটি কোটি শ্রমজীবি বনি-আদম অনাহারে অর্ধাহারে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। বেঁচে থাকার সংগ্রামে ডাষ্টবিনে কুকুরের সাথে সভ্যতাগর্বী মানুষের উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। আধুনিক সভ্যতার নতুন নতুন পদ্ধতি ও কলাকৌশল আবিষ্কার করে অসহায় শ্রমজীবি মানুষকে তিলে তিলে শোষণ করে স্বার্থপর শাসক ও পুঁজিপতিরা প্রমোদ বিহার তৈরী করছে। মানবতাবিবর্জিত পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের মধ্যে অসহায় শ্রমিক শ্রেণীর জন্য রয়েছে ঘৃণা, অবহেলা , বঞ্চনা, জুলুম ও নির্যাতন। মানব রচিত কুফুরী মতবাদ, সমাজে শান্তির ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে আজ পরিত্যক্ত এবং প্রত্যাখ্যাত। রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের অব্যাহত ধ্বংসলীলা এবং মার্কিন মুল্লুকে নৈতিক অবক্ষয় দুনিয়ার সামনে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের প্রত্যয়কে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সংগ্রামী ভায়েরা

শ্রমিক কৃষক ও ছাত্রজনতার রক্ত দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র আজ রাহু গ্রাসে আক্রান্ত। স্বাধীনতাও গণতন্ত্রের জন্য জীবন দানকারী শ্রমজীবি মানুষ আজও তাদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকু লাভ করতে পারেনি। বিগত ২৯ বছরে সুবিধাবাদী এবং প্রতিবেশী দেশের সেবাদাস সরকারগুলো শ্রমিকদেরকে ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে, তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে। সরকার কর্মসংস্থানের পরিবর্তে আজ চাকুরীখাদকে পরিণত হয়েছে। ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ, শ্রমিক ছাঁটাই ও শিল্প-কলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে সরকার অসহায় শ্রমজীবি মানুষের মুখের

গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে। খাদ্য ও কাজের দাবীতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের বুক বন্দুকের গুলি দিয়ে ঝাঁঝরা করা হচ্ছে। ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে ইতোমধ্যে আহমদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস্ এবং খুলনার এজাক্স, সোনালী ও আফিল জুটমিলের কয়েকজন শ্রমিক ও তাদের পোষ্যরা মারা গিয়েছে। একদিকে সরকারের শতশত কোটি টাকা খরচ করে মূর্তি তৈয়ার এবং একটি পরিবারকে পূর্নবাসিত করছে অপর দিকে লক্ষ লক্ষ বনি আদম অসহায় অর্ধাহারে মানবেতর জীবন যাপন করছে। আর তথাকথিত শ্রমিক নেতারা। শ্রমিকদের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে নিজেদের হীনস্বার্থ, চরিতার্থ করছে। অপর দিকে মুক্ত বাজার অর্থনীতি, বিশ্ব ব্যাংক ও আই এম এফ এর ফর্মূলায় দেশীয় শিল্প ভারতের হাতে তুলে দিচ্ছে।

দেশ প্রেমিক শ্রমিক জনতা

একথা শ্বাশত সত্য যে, বর্তমান সামাজিক দুর্ভোগ, অন্যায় ও জুলুমের মূল কারণ হচ্ছে-আল্লাহর আইন ও সৎ যোগ্য এবং খোদাভীরু লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতা না থাকা। মানব রচিত মতবাদের ব্যর্থতা আজ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণ করছে যে, আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনই কেবলমাত্র অসহায় শ্রমজীবি মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। পৃথিবীর জীবনে ও আখিরাতে আল্লাহর কঠিন পাকড়াও থেকে রেহাই পেতে বিশ্ব মানবতাকে আজ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ফিরে আসতে হবে।

এ মহান লক্ষ্যে শ্রমিকঅংগনে ইসলামের পতাকাবাহী একমাত্র শ্রমিক সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন অসহায় শ্রমজীবি মানুষের দ্বারে ইসলামের অমীয়বাণী পৌঁছে দেয়ার বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে ১৯৬৮ সালের ২৩শে মে থেকে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। সংগঠন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আই এল ও (ILO) এবং আই, আই, সি এলের (IICL) সদস্য পদ লাভ করেছে।

শত প্রতিকূল পরিবেশ ও ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের মাঝেও ফেডারেশন বিগত জুলাই '৯৭ থেকে জুলাই '৯৯ পর্যন্ত দু'বছরে যতটুকু কাজ করেছে তার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন আপনাদের সামনে পেশ করছি।

দাওয়াতঃ

শ্রমজীবি খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের মাঝে ইসলামের সুমহান আহ্বান ব্যাপক ভাবে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। বিগত সেশনে ১৪৪৩ টি গ্রুপ দাওয়াতী অভিযান, ২টি দাওয়াতী পক্ষ পালন, ২১২০৪টি পরিচিতি ও ১৮০৮৫২টি লিফলেট বিলি, ৩৭৮০৩ টি পোষ্টিরিং, ২৯৮টি ইফতার মাহফিল, ৩৫টি সিরাতুন্নবী (সঃ) মাহফিল, ২টি সেমিনার, ১৪৮১টি সাধারণ সভা, ২৭টি চা-চক্র, ৯৪টি কুরআন ক্লাস, ৪০টি পাঠাগার ও ৩৫৯টি বিলি কেন্দ্র থেকে ১২০৯৭টি বই ইস্যুর মাধ্যমে শ্রমজীবি মানুষের নিকট ফেডারেশনের দাওয়াত পৌঁছাবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এসব দাওয়াতী কার্যক্রমের ফলে ৩৪৯৫ জন মেহনতি মানুষ ফেডারেশনের দাওয়াত গ্রহণ করে ফরম পূরণ করেছে।

সংগঠনঃ

ফেডারেশনের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা শ্রমজীবি মানুষের মাঝে পরিকল্পিতভাবে প্রতিনিয়তই চলছে। সাংগঠনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে সাংগঠনিক কাঠামোকে কেন্দ্র, বিভাগ, জেলা, অঞ্চল ও ইউনিটে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সাংগঠনিক বিভাগের সভাপতিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ, ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে নির্বাচিত হয়। এছাড়া বিভাগীয় উপদেষ্টা পরিষদ পরামর্শ পরিষদ, কার্যকরী কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি ও ইউনিট ইনচার্জগন প্রায় ৩০ হাজার জনশক্তি নিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ফেডারেশনের কাজের সহযোগিতার জন্য প্রত্যেক জেলায় শ্রম সম্পাদক নিয়োগ করা হয়েছে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

শ্রমিকদের স্বাভাবিক জ্ঞান অর্জন ও শুদ্ধরূপে কুরআন পাঠ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিভাগ ও অঞ্চলের সম্ভাব্যস্থানে সহীহ কুরআন শিক্ষা কোর্স এবং গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। জাহেলিয়াতের সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে ইসলামী সমাজ গড়ার সংগ্রামে উজ্জীবিত এ কাফেলায় শামীল কর্মী বাহিনীর মধ্যে ইসলামী আখলাক, যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি,

আল্লাহ ভীতি এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বিগত সেশনে কেন্দ্রের উদ্যোগে ২টি শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিভাগীয় ভাবে ৪১ শিক্ষা শিবির, ৮৮ টি শিক্ষা বৈঠক, ৬৫টি শব্বেদারী, ৯৬৬২টি সামষ্টিক পাঠ, ৬৫০টি আলোচনা সভা, ৪০৫০টি কর্মী বৈঠক এবং ৩২টি পাঠচক্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সুষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম, মালিক শ্রমিকের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ফেডারেশন তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কাজ করে আসছে। বিগত সেশনে ফেডারেশন তার সীমিত শক্তি দিয়ে যে সব ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে তা নিম্নরূপঃ

৩২০০ টাকা ন্যূনতম মজুরী ধার্যকরণ, স্থায়ী মজুরী কমিশন গঠন, সরকারের প্রতিশ্রুত মজুরী কমিশন ঘোষণা করে তা সরকারী বেসরকারী নির্বিশেষে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন, বন্ধকৃত কলকারখানা চালু করা, শ্রমিক ছাঁটাই ও নির্যাতন বন্ধ করা, রমযান মাসে হোটেল শ্রমিকদের পূর্ণ একমাসের বেতন ও ঈদবোনাস প্রদান, ৩০% মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, দোকান কর্মচারীদের সাপ্তাহিক দেড় দিন ছুটি প্রদান, গার্মেন্টস শ্রমিকদের শ্রম আইনের আওতায় আনা ও তাদের নিরাপত্তা বিধান করা, ব্যাংকে ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধের ষড়যন্ত্রের নিন্দা, বিজেএমসির ঘোষিত এক হাজার ও পাঁচশত টাকা সকল বেসরকারী জুটমিলে বাস্তবায়ন, চাকুরীচ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ, ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ বন্ধ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক কর্মচারীদের দুই মাসের বেতনের সমপরিমাণ অনুদান প্রদান, অবসর প্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীদের গ্রাচ্যুইটি এবং প্রভিডেন্ডফান্ড সহ যাবতীয় বকেয়া পাওনা অনতিবিলম্বে পরিশোধ, জুটমিল শ্রমিকদের চাকুরীর বয়স ৬০ বছর দেখিয়ে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের নিন্দা, বেসরকারী মিলে ১২-২৪ ঘন্টা খাটানোর নিন্দা, চট্টগ্রাম ষ্টীল মিলের অন্যায়ভাবে ঘোষিত পে-অফ ও লে অফ প্রত্যাহারের দাবী, পাট ও বস্ত্র কল শ্রমিকদের ১১ দফা বাস্তবায়নের দাবী বিদ্যুৎ ও টি এন্ড টি শ্রমিকদের ন্যায় সংগত দাবী আদায় ইত্যাদি ব্যাপারে বিগত সেশনে ২টি দাবী দিবস পালন, পাট ও বস্ত্র কল শ্রমিকদের সিবিএ প্রতিনিধি সম্মেলন, বিদ্যুৎ এবং টি এন্ড টিতে ইউনিয়ন করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ এবং টি এন্ড টি শ্রমিক প্রতিনিধি সম্মেলনে করা হয়েছে। এছাড়া বিগত দু'বছরে ২২২ টি গেট মিটিং, ৩২১টি মিছিল, ৩১টি সিবিএ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে ৬১ জনের বিজয়, ৮৭টি দাবীনামা পেশ, ৭৯০ বার ডেপুটেশন, ২৯৬৪টি দরখাস্ত এবং চার্জসিটের জবাব লিখে দেয়া, ২৭টি মামলায় সহযোগিতা, ২৪১জন মালিকও প্রশাসন কর্মকতার সাথে যোগাযোগ, ১৯৪ জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার সাথে যোগযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। এ সমস্ত কার্যক্রমের ফলে ৬টি অনুমোদিত ইউনিয়ন এবং ১টি নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়ন বৃদ্ধি সহ বর্তমানে ৩১টি অনুমোদিত ইউনিয়ন এবং ২৭টি নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাথে কাজ করছে।

টি, সি, সি (T, C, C)

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর টি, সি, সির (ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ) পূর্ণগঠিত হওয়ার পরও ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি পূনরায় টি,সি, সি সদস্য মনোনীত হন। এখানে উল্লেখ্য যে, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ১৯৯২ সাল থেকেই টি, সি, সি এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। প্রথমে টি, সি, সি বৈঠকের দাওয়াত পত্র ষড়যন্ত্রমুলক ভাবে বৈঠকের ১/২ দিন পরে আসত। সরকারের সাথে যোগাযোগের পর একটা বৈঠকের চিঠি পাওয়া যায় এবং ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসের ২৭ তারিখের উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় সভাপতি যোগাদান করে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। মিলকারখানা বন্ধ, মজুরী কমিশন ঘোষণা, শ্রম আদালতে সদস্য নিয়োগে অনিয়ম, ব্যাংকে ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধের ঘোষণার প্রতিবাদ করে তিনি টি, সি, সি বৈঠকে বক্তব্য রাখেন যা সরকারী গেজেট ভূক্ত করা হয়েছে।

বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নয়নে ফেডারেশনের ভূমিকা

দেশে প্রচলিত শ্রমনীতি পরিবর্তন করে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পাশাপাশি ফেডারেশন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ফেডারেশন মুসলিম দেশ গুলোর শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। কেন্দ্রীয় সভাপতির পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান এবং জেনেভায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ। ফেডারেশন তার সম্মেলন উপলক্ষ্যে মিসর, তুরস্ক, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া,সুদান, ইরান ও মরক্কোকে দাওয়াত দিয়েছে। ১৯৯৮ সনের ভয়াবহ

বন্যায় তুরস্কের শ্রমিক সংগঠন HAK-IS এর পক্ষ থেকে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশী ভাই বোনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে। সম্প্রতি তুরস্কের ভূমিকম্পে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিতে গভীর সমবেদনা জানিয়ে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে তুরস্কের শ্রমিক সংগঠন HAK-IS পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের জবাবে তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তুরস্কের অসহায় ভাই-বোনদের জন্য সহযোগিতা চেয়েছেন। আমরা ইনশাল্লাহ তাদেরকে সহযোগিতার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব।

ফেডারেশন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার (ILO) ঢাকাস্থ পরিচালকের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। বিগত দুই বৎসরে ফেডারেশন আন্তর্জাতিক ভাবে পত্র লিখেছে ২০টি, ২৫টি পত্র পেয়েছে । বর্তমানে পাকিস্তান ও তুরস্কে দু'টো সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য দাওয়াতী পত্র এসেছে।

আন্তর্জাতিক সেমিনার

পাকিস্তান NATIONAL LABOUR FEDERATION এর ব্যবস্থাপনায় ১৯৯৭ সনের ৯-১২ই মার্চ করাচীতে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিষয় বস্তুছিল GLOBALISA TION AND FUNCTIONS OF TRADE UNIONS উক্ত সেমিনারে স্বাগতিক পাকিস্তান সহ মালয়েশিয়া, তুরস্ক, ইরান, সুদান, মিসর, জর্দান, বাংলাদেশ প্রভৃতি মুসলিম দেশের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী অংশ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১৯৯৭ সনের ২৭ শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় প্রেসক্লাবে আন্তর্জাতিক সেমিনারে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিষয় বাংলাদেশ বস্তু ছিল **"অর্থনৈতিক উন্নয়নে মালিক-শ্রমিকের সুস্পর্ক অপরিহার্য্য।"** প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফেডারেশনের সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী। প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মোফাসেরে কুরআন মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি, সেমিনারে পাকিস্তানের ছিলেন ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসার শফি মালিক ও তুরস্কের HAK-IS ফেডারেশনের সহ-সভাপতি তান্দিভান্দ্রি। উক্ত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন সাপ্তাহিক সোনার বাংলার এবং নতুন পত্রের সম্পাদক মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মজিবুর রহমান।

আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রম সংস্থা

ইসলামী বিশ্বের মেহনতী মানুষের মনের একান্ত আকাংখা ছিল আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রমিক সংস্থা গঠন। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এ লক্ষ্যে ঢাকায় একটি এবং পাকিস্তানে দু'টি আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রমিক সংস্থা গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আল্লাহর অসীম রহমতে গত ১০ ও ১১ই জুন '৯৯ জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার এর জেনারেল কাউন্সিল। উক্ত কাউন্সিলে বিশ্বের ২০টি দেশের প্রতিনিধিগণ অংশ গ্রহণ করেন। তাদের সর্মসম্মত সিদ্ধান্তে গঠিত হয় বিশ্বের মুসলমানদের দীর্ঘদিনের আকাংখিত সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার। (সংক্ষেপে আই, আই, সি, এস (IICL) আত্মপ্রকাশ করে। সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন মিশরের প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা জামালুল বান্না এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন মরক্কোর প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা সাঈদ আল-হাসান, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী উক্ত সংস্থার অন্যতম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। আশা করি উক্ত সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্বের মুসলিম দেশের শ্রমজীবি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের অধিকার আদায় করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হব ইনশায়াল্লাহ। এবং সারা বিশ্বে ইসলামী শ্রমনীতির পতাকা উড্ডীন হবে। মুক্তি পাবে নির্যাতিত-শোষিত শ্রমজীবি মানুষ।

সাংবাদিক সম্মেলন

ভারতের ষড়যন্ত্রের কারণে বাংলাদেশের পাট, বস্ত্র শিল্প ধ্বংস প্রায় এবং হাজার হাজার শ্রমিক চাকুরী হারিয়েছে। যে পাট ছিল বাংলাদেশের সোনালী আঁশ তা আজ কৃষকের গলার ফাঁসে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের পাট ও বস্ত্র শিল্পকে রক্ষার জন্য ১৯৯৮ সালের পহেলা জুলাই ফেডারেশন কেন্দ্রীয় অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন ফেডারেশনের সম্মানিত সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী। এতে বিভিন্ন পাট ও বস্ত্রকলের সি বি এ নির্বাচিত (CBA) প্রায় ৪০ জন সভাপতি ও সেক্রেটারী উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকার সম্মানিত রিপোর্টারগণ উপস্থিত ছিলেন পাট ও বস্ত্রকলের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে খোলামেলা আলোচনা হয়। অতঃপর উক্ত শিল্পদ্বয়কে রক্ষা করার জন্য ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সরকার ও জনগণের নিকট ১১ দফা সুপারিশমালা পেশ করা হয় এবং উক্ত ১১ দফা সুপারিশ মালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫ই জুলাই ফেডারেশন দেশব্যাপী দাবী দিবস ঘোষণা করে।

দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

১৯৯৭ সনের ২৬শে সেপ্টেম্বর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ঢাকাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী মুহাম্মদ কামারুজ্জামান । উক্ত সম্মেলনে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল বিদেশী শ্রমিক নেতৃবৃন্দ মিলনায়তনে অংশ গ্রহণ করেন। তুরস্কের HAK-IS ফেডারেশনের সহ-সভাপতি তার্দি-ভার্দি ও পাকিস্তান ন্যাশনাল ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসর শফি মালিক।

১৯৯৮ সনে বিভিন্ন বিভাগেও দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে মে খুলনায় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি। ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকা মহানগরীতে দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। ১৬ই অক্টোবর চট্টগ্রাম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মুহাতারাম অধ্যাপক গোলাম আযম। ২৪ শে অক্টোবর রাজশাহী দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। ৪ঠা ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেন, প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। সিলেটে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯শে মার্চ '৯৯ প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

শ্রমিক সেবা

গরীব অসহায় রোগাক্রান্ত, পঙ্গু ও চাকুরীচ্যুত শ্রমিক কর্মচারীসহ আর্তপীড়িত মানবতার সেবার মহানব্রত নিয়ে ফেডারেশন তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই কাজ করে আসছে। মূলতঃ ফেডারেশন এ কাজকে এবাদত হিসাবে গ্রহণ করেছে। বিগত সেশনে কেন্দ্রীয় ভাবে চিকিৎসা সহায়তা, গণশিক্ষা, ২০০০ গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী ও রিলিফ বিতরণ করে অসহায় শ্রমিক-কর্মচারীদের সহযোগিতা ইত্যাদি খাতে প্রায় এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

এ ছাড়া বিভাগীয় ভাবে ৭৩৮৫জন রোগীর চিকিৎসা, ৮ জন দরিদ্র মেয়ের বিয়ে, ২৪টি লাশ দাফন, ১১ জন মুমূর্ষ রোগীকে রক্ত দান, ৪০ জনকে শীত বস্ত্র বিতরণ, ৪জন নওমুসলিমকে পুনবার্সন, ২৯৬৪ জনের দরখাস্ত ও চার্জ সিটের

জবাব লিখে দেয়া, ২৭টি মামলায় সহযোগিতা ৬১৮ জনকে কর্জে হাসনার বেওয়ারিশ লাশ দাফন ইত্যাদি সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসব সেবামূলক কার্যক্রমের ফলে দরিদ্র ও অসহায় শ্রমিক-কর্মচারীদের নিকট ফেডারেশনের ভাবমূর্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সফর

বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, শিক্ষা শিবির উপদেষ্টা ও কার্যকরী পরিষদ বৈঠক, দাওয়াতী ও সাংগঠনিক পক্ষ পালন, দাবী সপ্তাহ, শ্রমিক সমাবেশ ইত্যাদি উপলক্ষে এ সেশনে মুহাতারাম কেন্দ্রীয় সভাপতি ঢাকা-১০ চট্টগ্রাম-৮ খুলনা-১১ রাজশাহী-২ সিলেট-২ এবং ঢাকা মহানগরী ১৯ বার সফর করেন।

কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ঢাকা-২৪ মহানগরী-২৯ চট্টগ্রাম-১৪ খুলনা-১৫ রাজশাহী-৩ বরিশাল-২ এবং সিলেটে-১ বার সফর করেন। এছাড়া সম্মানীত বিভাগীয় নেতৃবৃন্দ ঢাকা-৪৬৯ ঢাকা মহানগরী-২৮৩ চট্টগ্রাম-১৫৮ খুলনা-৪৯১ রাজশাহী-২৫২ বার সফর করেন।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলন

সমাজের মেহনতী মানুষ তথা গোটা মানব জাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন নাজাতের লক্ষ্যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমিক অংগনে ইসলামী দাওয়াত সম্প্রসারণের পাশাপাশি সকল ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে ফেডারেশন আপোষহীন ভূমিকা পালন করে আসছে। বিগত সেশনে নাস্তিক মুরতাদদের প্ররোচনায় মাদ্রাসা বন্ধের ষড়যন্ত্রের নিন্দা, ফ্যাসীবাদী আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে রোডমার্চ এবং হরতাল পালনে সহযোগিতা। রাজশাহীতে শ্রমিক নেতা সাইফুল ইসলাম ও শিবির নেতাদের গ্রেফতারের নিন্দা ও মুক্তির দাবী, দৈনিক সংগ্রামে হামলার নিন্দা, মৌলবী বাজার ও যশোহরে জামায়াত শিবির নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের নিন্দা, সড়ক পরিবহন ধ্বংসকারী আত্মঘাতী অসম চুক্তির নিন্দা, মদ জুয়া নিষিদ্ধ করে সংসদে আইন পাশের দাবী এবং বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন ঘোষিত সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নে ফেডারেশন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। গত ১২ই সেপ্টেম্বর '৯৯ সচিবালয় ঘোরাও অভিযান কালে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট আনছার আলী এবং দপ্তর সম্পাদক মোঃ আবুল হাসেম পুলিশের ছররা গুলিতে মারাত্মক ভাবে আহত হন। যার সচিত্র নিউজ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়।

মন্তব্যঃ

আল-হামদুলিল্লাহ। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও বিগত দু'বছরে আমরা যেটুকু সফলতা অর্জন করতে পেরেছি তার জন্য আল্লাহপাকের শোকর আদায় করছি আর যতটুকু ভুলত্রুটি ও ঘাটতি রয়েছে তার জন্য আমাদের দুর্বলতাকে দায়ী করে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আজকের এ ঐতিহাসিক সম্মেলনে উপস্থিত সম্মানিত মেহমানবৃন্দ, সুধীমন্ডলী ও আমার প্রাণ প্রিয় মেহনতী সাথী-ভায়েরা এবং যাদের সহযোগিতায় এ সম্মেলন সফলতা লাভ করলো তাদের সকলের জন্য মহান আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম পুরস্কার কামনা করছি। আগামী দিনগুলোতে যাতে সংগঠনের কাজকে আরোও সুসংহত করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে একটি অন্যতম শ্রমিক সংগঠনে পরিণত করতে পারি তার জন্যে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা এবং মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্য কামনা করে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

তৈরী পোষাক শিল্পে শ্রমিক

-কবির আহমদ মজুমদার

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এই দেশকে এক সময় সোনার বাংলা বলা হতো আর পাটকে বলা হতো সোনালী আঁশ। কারণ পাট রপ্তানী করেই দেশ সর্বাধিক বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন করতো। পৃথিবীর ৮২% পাট বাংলাদেশেই উৎপাদিত হতো। তাই পাটকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর বৃহত্তম পাট কল আদমজী জুটমিল স্থাপিত হয় এই দেশে। কালের আবর্তনে আজ পাট প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী পণ্য নয়। বিগত ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানী আয় মাত্র ৭.০৭%।

গার্মেন্টস বা তৈরীপোষাক শিল্প

তৈরীপোষাক শিল্প একটি অত্যাধুনিক শিল্প। ১০০% রপ্তানি মুখী এ শিল্পটি বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন কারী খাত হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। এবং জাতীয় রপ্তানী আয়ের ৬৭% অর্জন করে। বর্তমানে এই শিল্পে ২৯৫০টি ফ্যাক্টরীতে ১৫ লাখের অধিক শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। যাদের ৪ লাখ পুরুষ ও ১১ লাখ মহিলা। রাজধানী ঢাকায় ১৫০০ ফ্যাক্টরীতে ১০ লাখ শ্রমিক কর্মরত (১) প্রসঙ্গতঃ বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী কর্মচারী সংখ্যা ৭,২৯,৩৪৪ জন। এদের প্রথম শ্রেণী-৬% দ্বিতীয় শ্রেণী২%, ৩য় শ্রেণী-৬১%ও ৪র্থ শ্রেণী-৩১% (২) মোট ২৬টি শিল্প সেক্টরে শ্রমিক সংখ্যা ৪৮,৫০,৬৭০ জন। মোট শিল্প শ্রমিক সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লাখের ওপর (৩)।

রপ্তানীমুখী তৈরীপোষাক শিল্প

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আমাদের শিল্প-বাণিজ্য কাঠামো বহুবিধ সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি হয়। স্বাধীনতা উত্তর ৭২ সালে প্রায় সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করে নেয়া হয়। এ সব শিল্প প্রতিষ্ঠান তখন পর্যন্ত লাভজনক ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন পরিচালকদের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা পরিচালনায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। পূর্ব থেকে বা দায়িত্ব প্রাপ্তির পর তাদের যোগ্য পরিচালক হিসেবে গড়ে তোলার তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। যার ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠানে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা লস্ হয়। (৪) এমতাবস্থায় এই প্রতিকূল পরিবেশে গার্মেন্টস বা তৈরী পোষাক শিল্প-আশার আলোকোজ্জ্বল শিখা জ্বালিয়ে ১৯৭৬ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ২০টির অধিক দেশে তৈরী পোষাক রপ্তানী করছে। ১৯৭৬ সালে মাত্র এককোটি টাকার পণ্য রফতানী দিয়ে শুরু করে বর্তমানে ২০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে এ যাবত রপ্তানির পরিমান ৪৩১.২৮ কোটি ডলার। এর মধ্যে তৈরী পোষাক রপ্তানি হয়েছে ৪০২.০১ কোটি ডলার-যা বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। বিগত ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছে ৩৭৮.৩৬ কোটি ডলার (৫) অবশ্য গত অর্থ বছরের ১ম পাঁচ মাসের তুলনায় এ অর্থবছরের ৫ মাসে ১১.১৪% রপ্তানী কম হয়। (৬) স্মরণ করা যেতে পারে যে, বিগত অর্থ বছরে রপ্তানি বাণিজ্যে একমাত্র গার্মেন্টিস ছাড়া অন্য কোনো আইটেম পৌছতে পারেনি। অধিকন্তু গার্মেন্টস শিল্প রপ্তানি টার্গেট থেকে ৮.৩০% বেশী হয়েছে। এমতাবস্থায় ৯৮-৯৯তে ওভেন আইটেম রপ্তানি হয়েছে ৬৮ কোটি ৭৮ লাখ ৭ হাজার ৬০ ডজন, নীটওয়্যার রপ্তানী হয়েছে ৩৬ কোটি ৬৫ লাখ ২ হাজার ৪ শত ৯০ ডজন। ওভেন আইটেম প্রতিডজন গড়ে ৪৬.০৭ এবং নীট ওয়্যার বিক্রি হয় প্রতি ডজন গড়ে ২৮.৮৪ ডলারে।

তৈরী পোষাক রপ্তানী হয় কোথায়

বাংলাদেশের তৈরী পোষাক রপ্তানি হয় প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্র ও ই, ই, সি ভূক্ত দেশ সমূহে। ১৯৯৮-৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মোট রপ্তানি হয়েছে ১৯৬৭.৫৪ মিলিয়ন ডলার মূল্যের। যা মোট রপ্তানীর ৩৭.৩%। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানীতে ১১-৭৭%। তাছাড়া ইংল্যান্ড, ইতালী, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ও কানাডা সহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হচ্ছে। উরুগুয়ে রাউন্ড (গ্যাট) বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র ওয়াদা করেছিল যে, গ্যাট চুক্তি ১২১ মাস অর্থ্যাৎ ২০05 সালের মধ্যে তাদের বাজার উন্মুক্ত করে দেবে। বাংলাদেশ সরকার এবং বিজেএম ই এ চেষ্টা করছেন ৩০% কোটি বাড়ানোর জন্য। তাহলে বাংলাদেশের আয় অনেক বেড়ে যাবে।

তৈরী পোষাক শিল্পের সমস্যা

সম্ভাবনাময় এই শিল্পটি অতি অল্পকালের মধ্যেই নানাবিধ সমস্যার আর্বতে পড়ে যায়। চলতি সালে এই শিল্পের প্রধান বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ই ই সি ভূক্ত দেশ সমূহে মন্দা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়ে। পাট, চামড়া, চা, হিমায়িত মাস সহ প্রায় সকল সেক্টরে লসের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে যে বাংলাদেশের এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী কোটা জালিয়াতি করে, চুক্তি মুতাবেক মাল সরবরাহ করা হয় না সময় মত। হরতাল, ধর্মঘট, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ইত্যাদি ও এর অন্যতম কারণ। ফলে তাদের অনেকেই বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যদেশে চলে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত পোষাক আমদানী কারক কোম্পানী ওয়ালমার্ট বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে ইন্দোনেশিয়া থেকে তৈরী পোষাক আমদানী শুরু করেছে।

শক্তিশালী প্রতিপক্ষ

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী শুধুমাত্র ইন্দোনেশিয়া নয়। ইন্দোনেশিয়া ছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, কম্পুচিয়া ও লাওস বাজার দখলে তৎপর। তৈরী পোষাক রপ্তানী বাণিজ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে আমাদের চেয়ে অনেক শক্তি-শালী শ্রীলংকা কাঁচামালের ওপর আমদানী শুল্ক প্রত্যাহার করেছে। ভারত ২৫ হাজার কোটি রূপীর ইনসেন্টিভ বোনাস দিয়েছে ১২ বছর মেয়াদে। এ ছাড়া মাত্র ৫% সূদে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ শিল্প গড়ে তুলেছে। তদুপরি ভারত, পাকিস্তান, এবং ইন্দোনেশিয়া উদ্যোগক্তাদের বাড়তি সুবিধা প্রদান করে। (৭) বিগত কোটা বছরে ৩৩৪, ৩৪০, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৪৫ ক্যাটাগরির পোষাক হটকেক এর মত বিক্রি হয়। বর্তমানে এই সুপারহিট তৈরী পোষাক রপ্তানী পরিমাণ অর্ধেকে নেমে আসে। এদিকে তৈরী পোষাকের দাম ও কমে গেছে। ইতিপূর্বে ১ ডজন সার্ট ৩২ ডলারে বিক্রি হতো। আর তার দাম বর্তমানে ২৭ থেকে ২২ ডলারে পতিত হয়েছে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ গার্মেন্টিস এর উন্নয়ন করে রপ্তানী বাড়ানোর লক্ষে-শুল্ক কাঠামোর পূর্ণর্বিন্যাস, মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও প্যাকেজ প্রোগ্রামসহ বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে ক্রেতারা তাদের দিকে মুখ ফিরায়। এতে তারা অনুকুল পরিবেশ পায়। তাদের রপ্তানী বাড়ে আর আমাদের কমে।

পশ্চাৎ সংযোগ বা ব্যাক ওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাষ্ট্রিজ

আগামী ১৯৯৯-২০০০ সালে আভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিমাণ হলো ২০ কোটি ৭০ লাখ কেজি। তৈরী পোষাক শিল্পে এর চাহিদা হলো ৪৩ কোটি ৪০ লাখ কেজি। ৯৫-৯৬ সালে বস্ত্রের চাহিদা ছিল ৩২৭ কোটি মিটার। পোষাক খাতে চাহিদা ছিল ১৮২ কোটি মিটার। এই সময় বস্ত্রের উৎপাদন ছিল ১০৪ কোটি ২০ লাখ মিটার। এর মাধ্যমে চাহিদার মাত্র ৩২% মিটানো সম্ভব হয়েছে। (৮) তৈরী পোষাক শিল্পে সহায়তার জন্যে প্রতিষ্ঠিত টেক্সটাইল মিলের কাপড়ের মান আন্তর্জাতিক বাজারের যে কোন কাপড়ের সাথে প্রতিযোগিতা করার যোগ্য। কিন্তু বাজারজাত করণে এই শিল্প নানাবিধ সমস্যা ভারে ন্যুজ্ব। দেশীয় উদ্যোক্তারা উইভিং, ডায়িং, ফিনিশিং ও তোয়ালে সহ তৈরী পোষাক শিল্প খাতকে সরকারী

সাহায্যের অপেক্ষায়। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান ও অন্যান্য সরকারী সহযোগিতা অপর্যাপ্ত।

তাই আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে সূতী, সূতীবস্ত্র, সিনথেটিক ও মিশ্রবস্ত্রসহ কাঁচা মাল ও অন্যান্য সামগ্রীতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া জরুরী। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের বাণিজ্য, শিল্প রপ্তানী ও শুল্কনীতি পূর্ণবিন্যাস করতে হবে।

সুযোগ বারবার আসেনা

যেহেতু বাংলাদেশ ইউরোপীয় ভূক্তদেশ সমূহ থেকে জি এস পি সুবিধা পাচ্ছে এবং ২০০৫ সালের দিকে এ সুবিধা থাকবেনা। যেহেতু আমাদের উৎপাদিত কাঁচামাল গার্মেন্টস এর চাহিদা পূরণ করতে পারেনা। তাই কাপড় ও একসেস্‌রীজ আমদানী করতে হয়। যাতে বৈদেশিক মুদ্রা ও সময় ব্যয় হয় সাধ্যাতীত কাষ্টম, পরিবহন, জাহাজীকরণ ও রপ্তানীতে হরতাল, ধর্মঘট সহ নানাবিধ সমস্যা পোহাতে হয়। এ জাতীয় সমস্যাবলীর আশু সমাধান করা জরুরী।

গার্মেন্টস ইনস্‌টিটিউশন স্থাপন

বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে উন্নয়ন ও সাফল্য অর্জন করতে হলে যোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ এই শিল্প বাণিজ্যে আমাদের দক্ষ অভিজ্ঞ লোকের যথেষ্ট অভাব। তাই আন্তর্জাতিক মার্কেটিং ও টেকনিক্যালি আরো যোগ্যতা অত্যাবশ্যক। তৈরী পোষাকের কাপড় একসেসরীজ, কোয়ালিটি, মার্কেটিং, আমদানী, রফতানী, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্যে আন্তর্জাতিক মানের গার্মেন্টস ইনস্‌টিটিউশন স্থাপন করা অত্যাবশ্যক।

গার্মেন্টস পল্লী

অধুনা বাংলাদেশে তৈরী পোষাক বা গার্মেন্টস একটি দ্রুত বর্ধিষ শিল্প। সুষ্ঠু ও সমন্বিত পরিকল্পনা না থাকায় রাজধানী ঢাকায় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। তাই সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত ইপিজেড এর মত গার্মেন্টস পল্লী পড়ে তোলা।

পেটে দিলে পিঠে সয়

অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে কঠোর শ্রম নির্ভর গার্মেন্টস শিল্প। দেশে শক্তিশালী কর্মঠ বেকার লাখ লাখ। এদের এক বিরাট সংখ্যা শিক্ষিত। দেশে বেকারের আধিক্য হেতু শ্রম সস্তা। এক দিকে গার্মেন্টস একটি লাভজনক শিল্প ব্যবসা। গেল কয় বছরেই অনেক গার্মেন্টস ব্যবসায়ী বহু বাড়ি গাড়ির মালিক হয়েছে। যে কোনো নাগরিকের সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকট অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই শিল্পের শ্রমিকের কি মালিকদের কাছ থেকে বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার পাচ্ছে? এমতাবস্থায় স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে যোগ্য জনশক্তি বাড়ানোর মাধ্যমে বেকার সমস্যা লাঘব হবে। সমাজে সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, মাস্তানী ও অপরাধ প্রবণতা রোধ হবে। দেশের উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। তৈরী পোষাক শিল্পে ৮৫% মহিলা ও ১৫% পুরুষ শ্রমিক। এদের দৈনিক গড়ে ১২ ঘন্টা ডিউটি করানো হয়। অথচ উপযুক্ত ও ন্যায্য মজুরী দেয়া হয়না। আশ্চর্যের বিষয় এ শিল্পটি সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ হওয়া সত্বেও এর শ্রমিকদের জন্য আজো কোনো নিম্নতম মজুরী কমিশন প্রদান করা হয়নি। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে ভারত পাকিস্তানের অর্ধেক মজুরীও দেয়া হয় না। এখানে একজন শ্রমিককে মজুরী দেয়া হয় মাত্র ০.২৫ মার্কিন ডলার, অথচ ভারতে ০.৬৬ ডলার আর জার্মানীতে ৮.৩৮ মার্কিন ডলার দেয়া হয়।

আবাসন যাতায়াত ও চিকিৎসা

গার্মেন্টস শ্রমিকেরা নামমাত্র মজুরীর চাকরীজীবি বিধায় তাদের নুন আনতে পানতা ফুরায়। গার্মের্ন্টস শ্রমিকেরা অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে, ডোবা-নালার পাশে রাত কাটায়। একরুমে গাদাগাদি করে ২০/৩০ জন থাকে। তাদের থাকার

জন্য কারখানার পাশে বা নির্ধারিত স্থানে কলোনী ও যাতায়াতের জন্য ট্রান্সপোর্ট সুবিধা থাকা একান্ত জরুরী। শ্রমিকদের সুচিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই তাই পেশাগত ব্যাধি বা অসুখে চিকিৎসার জন্য কারখানায়, কলোনীতে বা সুবিধাজনক স্থানে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক।

তৈরী পোষাক শিল্প শ্রমিকদের জন্য সুপারিশ

- অবিলম্বে গার্মেন্টস শিল্প শ্রমিকদের জন্যে শিল্প শ্রম আইন ও বিধিমালা প্রদান করা।
- নারীপুরুষ নির্বিশেষে চাকরীতে যোগদানের ৩ মাস পর প্রত্যেক শ্রমিককে স্থায়ী নিয়োগ পত্র প্রদান করা।
- অবিলম্বে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরী কমিশন প্রদান করা।
- আই এল ও এর ১লা কনভেনশন মুতাবিক চাকরীতে দৈনিক কর্মঘন্টা ৮ ঘন্টা নির্ধারণ করা।
- মহিলা শ্রমিকদের রাত্রিকালীন ডিউটি করানো যাবেনা। (৬৫ শ্রমিক নিয়োগ আইন ও ৪ নং কনভেশন। সাপ্তাহিক ছুটি দিতে হবে। নারী পুরুষ সবাইকে (১৪নং কনভেনশন)
- নারী ও শিশু শ্রমের ক্ষেত্রে (ন্যুনতম বয়সসহ) আইন মানতে হবে। কোনো কারখানায় ৫০ জন নারী শ্রমিক থাকলে ডে কেয়ার ইউনিট থাকতে হবে।
- সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন স্বাধীনতা এবং সাংগঠনিক ও সমবায় ভিত্তিক অধিকার প্রদান করা। (৮৭ ও ৯৮ নং কনভেনশন)।
- বিধি বহির্ভূত ভাবে কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেয়া যাবে না। বৈদ্যুতিক গোলযোগে আগুন লাগা সহ দূর্ঘটনা রোধের তড়িত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ফ্যাক্টরীতে কক্ষের প্রশস্ততা, কাজের ধরন অনুযায়ী স্থানায়োজন, পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা, যাতায়াত ও উঠা নামায় সিড়ির প্রশস্ততা থাকা অপরিহায্য।
- সম অংশীধারী ভিত্তিক প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্রুফবীমা, ন্যার্য মূল্যে রেশন সরবরাহ এবং চাকরী শেষে বিদায়কালে গ্রাচ্যুয়িটি প্রদান করা।

তথ্যসূত্রঃ

১। ১৪ ফেব্রুয়ারী দৈনিক জনকণ্ঠ ও ১১ অক্টোবর, চলতি পত্র '৯৯

২। ২২ শে জুন ৯৭ দৈনিক ইনকিলাব

৩। ৪ঠা নভেম্বর ৯৭ দৈনিক সংগ্রাম

৪। ৪ঠা মে ৯৭ দৈনিক সংগ্রাম

৫। ২৭শে ফেব্রুয়ারী ৯৯ জনকণ্ঠ ও ১১ই অক্টোবর ৯৯, চলতি পত্র

৬। প্রাগুপ্ত

৭। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ৯৯ জনকণ্ঠ।

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '৯৭

তুরস্কের প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা তান্দ্রি ভর্দির ভাষণ

প্রিয় সভাপতি, সম্মেলনের সম্মানিত ডেলিগেট বৃন্দ এবং সম্মানিত উপস্থিতি-

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাল্লাতুল্লাহ।

HAK-IS কনফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তুরস্কের শ্রমজীবি জনগণের বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

HAK-IS কনফেডারেশন বন্ধু প্রতিম ও ভ্রাতৃপ্রতিম বাংলাদেশ এবং এই সম্মেলনের মেহনতী জনগণের বিশিষ্ট প্রতিনিধি বৃন্দের নিকট খুবই কৃতজ্ঞ।

এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণের জন্য আমরা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি জনাব শেখ আনছার আলী এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব হারুনুর রশিদ খানের প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বর্তমান পৃথিবী দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, ছোট হয়ে আসছে এবং ভূ-মন্ডলীয় আকার ধারণ করছে।

সকল ভূমিকা, সম্পর্ক, আবেদন, নিবেদন, সমস্যা, সমাধান এবং ঘটনা প্রবাহ গভীরভাবে পরস্পর প্রভাব বিস্তার করছে ও এগুলো একটি অন্যটির উপর আন্তঃনির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

এই পৃথিবী হল তাদের যারা ধনী এবং সুখে আছে। যদিও এই পৃথিবীতে অগণিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যুদ্ধ, দরিদ্র, ধ্বংস, সন্ত্রাসবাদ, গৃহহীন আছে এবং আছে তারা যারা খাবার এবং পানি পান থেকে বঞ্চিত।

জাতিসংঘের সকল বিশ্ব সম্মেলন পৃথিবীর বিরাজমান নির্মম দৃশ্যাবলী উপস্থাপন করছে এভাবে-

প্রায় ১০০ কোটি লোক দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে

এবং ১০০ কোটি লোক আশ্রয় হীন

লাখ লাখ লোক শরনার্থী

লাখ লাখ লোকের জন্য কোন স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং পরিবহন সুবিধা নেই

তাছাড়া পল্লী এলাকার উন্নয়ন সমস্যা এবং সরকারী সেবা, নগরী সমূহ ইত্যাদি বঞ্চনা ও সংকটের মধ্যে রয়েছে।

একইভাবে অর্থনৈতিক গ্লোবালাইযেশনের নামে একবিংশ শতাব্দীর সবচাইতে বেশী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন।

এই অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের প্রভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং অপেক্ষমান জনতাকে নিম্নোক্ত তিনটি গ্রুপের শিরোনামে ভাগ করা যায়।

১। পূঁজির মালিক ধনী ব্যক্তি, ফটকাবাজ সুবিধাবাদী শ্রেণী এবং বহুজাতিক কোম্পানী সমূহ জনগণের সকল কল্যাণ হরণ করে নিয়েছে।

২। জাতি সমূহের মধ্যে বৈষম্য গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। সমাজ ক্রমবর্ধমানভাবে মেরুকরণ হচ্ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে প্রধানতঃ নারী ও শিশুদের উপর।

৩। সামাজিক অবিচার এবং গণতন্ত্রের প্রধান অন্তরায়ের বিরুদ্ধে যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হচ্ছে সর্বশেষ অস্ত্র তা আজ অধিকতর আক্রমণের শিকার যা অতীতে কখন ও তার ইতিহাসে দেখেনি।

৪। এমতাবস্থায় এবং বিতর্কিত পরিবেশ ও সমস্যায় প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেকেই এই পরিবর্তিত আন্দোলন তাদের ইতিবাচক ভূমিকা এবং শক্তিশালী অবস্থানের অনুসন্ধান এবং তা নিশ্চিত করার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত। সুতরাং এ দিকটায় আমাদেরকে এ ধরণের পরিবর্তিত পৃথিবীতে প্রশ্ন করার এবং আমাদের অবস্থান বিবেচনা করার দিকে ধাবিত করছে।

এ পর্যায়ে আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত আমরা কোথায় অবস্থান করছি এবং কোথায় আমাদের দাঁড়াতে হবে।

অতএব আমরা দেশে দেশে এ পরিস্থিতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি এবং বিদ্যমান তীব্র সমস্যাগুলোর তড়িৎ সমাধানের উপায় খুঁজছিঃ

- আমাদের দেশগুলো যথেষ্ট উন্নত নয়।
- অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এখনও একটা মৌলিক দাবী।
- আমরা রকেটীয় মুদ্রাস্ফীতির নীচে বাস করছি।
- আমাদের বিদেশী ঋন অত্যধিক।
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত সমস্যাবলীতে আমাদের জনগণ সমস্যা গ্রস্ত।
- আয় বন্টন এখনও একটা মৌলিক সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান।
- জাতীয় আয় এখনও খুব নীচে।
- সার্বিক মৌলিক অধিকার এবং ব্যাপকভাবে স্বাধীনতা ভোগ করার সমস্যা এখনও বিদ্যমান।
- শিল্পায়ন সম্পর্ক এবং শ্রমজীবি মানুষের কাংখিত জীবন এতই গভীরে যে, সত্যিকার অর্থে তা প্রাতিষ্ঠানিক এবং স্থিতিশীল নয়।
- গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার এবং স্বাধীনতার সমস্যা বিদ্যমান।

শান্তি নিশ্চিতকরণ এবং একে অর্থবহ করার জন্য জনগণকে মৌলিক জীবন মান প্রদান করতে হবে। এ অবস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের জন্য শৈথিল্য এবং আশাবাদী হওয়া খুবই কঠিন। এখানে আই এল ও এর মৌলনীতি সমূহ-আবারও স্মরণ করার জন্য উদৃত করা যেতে পারে-

দারিদ্র পৃথিবীর যে কোন স্থানেই সর্বত্র কল্যাণের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে এবং শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি ধ্বংস করে।

এ কারণে আমরা যখন অতীতের দিকে তাকাই দূর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে, আমরা তেমন কিছুই অর্জন করতে পারিনি।

আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে চাই, আবার ও দুঃখজনক ভাবে বুঝাতে চাই-আমাদেরকে আরও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। সেজন্যে এ ছবি আমাদেরকে পরিস্কার করে দিচ্ছে যে আগামী দিন আমাদেরকে কি করতে হবে।

এই পরিবর্তনশীল এবং ভূ-আঞ্চলিক পৃথিবীর সমস্ত নিকট যা অধিকতর স্থিতিশীল, অধিকতর উন্নত, মুক্ত, অধিকতর

গণতান্ত্রিক ঐশ্বৈয্যপূর্ণ তা আমাদের অর্জন করতে হবে। প্রতিযোগীতা এবং সংগ্রাম থেকে আমাদের পেছনে যাওয়া চলবেনা। আজকে আমাদেরকে আমাদের এ সংকল্পে অবিচল থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগীতা ও সংহতি হচ্ছে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পথ। গ্লোবালাইজিং পৃথিবীর এ-ধারণাকে আরও অর্থবহ করে তুলছে। আধুনিক পৃথিবীতে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের ব্যবহার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এবং আমাদেরকে অবশ্যই ওগুলোর প্রতি আরও অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

আমাদের সকলকে দায়িত্বশীলতা এবং অধিকার সমভাবে এবং নির্বিশেষে এই পৃথিবীতে ভাগ করে নিতে হবে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ সমস্ত ক্রমবর্ধমান মুল্যবোধ সম্পর্কে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে এবং সেগুলো থেকে ফায়দা নেয়ার জন্য ব্যাপকভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে।

শ্রমজীবি মানুষকে সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন সমূহে নতুন নীতিমালার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহকে সকল শ্রমজীবি মানুষের সমস্যাসমূহ এবং তাদের জীবনের সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, পরিবহন সকল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাবলীর দিকে আলোকপাত করতে হবে। সেগুলো যেহেতু নাগরিক সমাজের সংগঠন সেহেতু তাদের ভূমিকা পুণর্বিশ্লেষণ করতে হবে। তাদেরকে তাদের সার্ভিস এবং অংশীদারীত্বের ক্ষেত্র সুশোভিত করতে হবে, ছড়িয়ে দিতে হবে এবং বর্ধিত করতে হবে। সমাজে বিদ্যমান অন্যান্য অংশীদারদের এবং দল গুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক এবং সংলাপ উন্নয়ন ও শক্তিশালী করতে হবে।

ভাষান্তরঃ মুহাম্মদ নওশাদ আলী ফরহাদ

ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রাম জোরদার হোক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের সফলতা কামনা করছি

অর্থনৈতিক উন্নয়নে

শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক অপরিহার্য

দেশের অর্থনীতির সাথে যারা জড়িত তারা সকলেই অর্থনীতি শাস্ত্রের এই সংজ্ঞাটির সাথে পরিচিত যে, উৎপাদনের প্রধান উপাদান ৪টি, যথা– ভূমি, পুঁজি, শ্রম ও ব্যবস্থাপনা। এর কোন একটিকে বাদ দিয়ে উৎপাদন কল্পনা করা যায় না। দেশের উন্নয়নের জন্য কৃষি ও শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য্য। তাছাড়া রাস্তা-ঘাট, ব্যবসা-বানিজ্য, সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, টেলিযোগাযোগ ও বিদ্যুৎ, যানবাহন, রেল, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল ক্ষেত্রেও অর্থনীতির উক্ত বিধানটি প্রযোজ্য, কারণ দেশের অর্থনীতির উন্নতির জন্য উল্লেখিত চারটি উপাদানের উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য্য।

বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে দুনিয়ার সকল ক্ষেত্রেই নতুন নতুন সংজ্ঞা আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন পুঁজিবাদকে বাদ দিয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতির শ্লোগান উঠেছে। তেমনি গরীব ও উন্নয়নশীল দেশে উন্নত দেশ বা সংস্থা যে অর্থনৈতিক সাহায্য দেয় তাকে আগে যেমন Donation বা দান এবং যারা দিত তাদেরকে Doner বা দাতা বলা হত, আজকাল সেখানে দাতাদেরকে বলা হয় Development Partner বা উন্নয়নের অংশীদার। এই যে অর্থ বা সংজ্ঞার বা পরিভাষার পরিবর্তন ঘটলো এর পিছনে একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে। যেমন- পুঁজিবাদ বললে বুঝা যায় পুঁজিপতিরা পুঁজি সংগ্রহ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে, সে যে কোন অবস্থায় বা প্রকারে হোক না কেন। কিন্তু মুক্তবাজার বললে মনে হয় সকলের জন্য বাজার খুলে দেয়া হয়েছে সমানভাবে এবং একজন আর একজনকে ঠকাতে পারে না। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। কারণ যাদের বাজারে কিছু বিক্রয় করার মত পণ্য নেই তাদের জন্য মুক্তবাজার বিপদজনক এবং বিক্রয়যোগ্য পণ্য উৎপাদনে যে দেশ যোগ্য নয় সে দেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হলে তার শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্য বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। গরীব দেশে ধনী দেশ বা সংস্থা যখন সাহায্য দেয় তখন গরীব দেশের নেতা ও জনগণের লজ্জা অনুভব হয়। কিন্তু ঐ সাহায্য উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে দিলে তখন ঐরূপ অনুভব হয় না। উক্ত ২টি উদাহরণ যদি আমরা চিন্তা করি তবে দেশের উৎপাদনের ২টি উপাদান পুঁজি (মালিক) ও শ্রম (মালিক) এর মধ্যে কি সম্পর্ক হওয়া উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন তা উপলব্ধি করা যায় এবং সেটা মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক নয় উৎপাদনের ২টি অংশীদার বা উন্নয়নের ২জন শরীকের সম্পর্ক। এই উপলব্ধি যদি শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বা ব্যবস্থাপক ও কর্মচারীর মধ্যে আসে তবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে। শুধু উন্নয়নের শরীক বা অংশীদার- এই উপলব্ধি আসলেই চলবে না। শ্রমিক ও মালিক উভয়ের মধ্যে নৈতিকতা সৃষ্টি হতে হবে। এই কারণে একজন দার্শনিক বলেছেন– No economic development is possible without moral development, অর্থাৎ নৈতিক উন্নতি ব্যতিত কোন রকম অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উৎপাদনের ৪টি উপাদানের যথাযথ প্রয়োগ ও সদ্ব্যবহার এবং শ্রমিক বা কর্মচারী, মালিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুসম্পর্ক অপরিহার্য।

এখন দেখা যাক মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিত? আমার মতে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক কখনো প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক হওয়া উচিত নয়। আর মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে এরূপ সুসম্পর্ক গড়ে উঠার জন্য প্রধানত মালিকের মানসিকতার উপরই নির্ভর করে।

মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টির উপায় ঃ

১। মানসিকতার পরিবর্তন ঃ

মানুষের জীবন অস্থায়ী। মানুষ মৃত্যুর সময় কোন সম্পদ সাথে করে নিতে পারে না। মানুষ কিছু সৃষ্টি করতে পারে না বা মানুষ কোন কিছুর স্রষ্টা নয়। স্রষ্টাই কেবল মালিক হতে পারে। দুনিয়ার সকল কিছুর স্রষ্টা একজন এবং তিনি হলেন আল্লাহ। মানুষ শুধু আল্লাহর দেয়া সম্পদের পাহারাদার ও জিম্মাদার। ফলে ধনী ও শিল্পপতির মনে যদি মালিকানার চিন্তার পরিবর্তে পাহারাদারিত্ব ও জিম্মাদারি মানসিকতার সৃষ্টি হয় তবে তার মনে মালিক হিসেবে গর্ব, অহংকার বা বড়ত্ব ও ধনীত্বের ভাব সৃষ্টি হতে পারে না। অন্যদিকে সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। এই বিশ্বাস যদি মনের ভিতরে বদ্ধমূল হয়ে যায় তবে ছোট বড় এর ভেদাভেদ ভুলে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। উল্লেখ্য আল্লাহর নবী শ্রমিক এবং মালিকের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন। নবী পাক (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের অধীনে যারা কাজ করে তারা তোমাদের ভাই। গরীব মেহনতি শ্রমিকের মনেও হীনমন্যতা হওয়া উচিত নয়। তাদের এই চিন্তা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যাওয়া উচিত যে, সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। ধনী ও গরীব সাময়িক ব্যাপার মাত্র। এই অবস্থা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা। ফলে কখনো তার মনে হীনমন্যতা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় এবং কর্মস্থলে উল্লিখিত সম্পদের মালিকানা কোন ব্যক্তির মনে না করে আল্লাহর মনে করা উচিত। উভয় পক্ষের এরূপ মানসিকতা সৃষ্টি হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে ও অর্থনৈতিক উন্নতি হতে পারে।

২। দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুভূতি ঃ

উপরোক্ত মানসিকতা নিয়ে মালিক ও শ্রমিক যখন কাজ করবে তখন তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুভূতি হবে এক রকম, প্রভূ ও ভৃত্যের মানসিকতা নিয়ে কাজ করলে উভয়েই শুধু তাদের অধিকার পেতে চাইবে এবং দায়িত্বের অনুভূতি বিলুপ্ত হবে। মালিক যখন জিম্মাদার ও পাহারাদার বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের অনুভূতি নিয়ে কাজ করে তখন তার মধ্যে সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের যেমন চিন্তা জাগবে, তেমনি শ্রমিকদের উপযুক্ত বেতন-ভাতা নির্ধারণ, তাদের খাওয়া-পরা, বাসস্থান, চিকিৎসা ও তাদের সন্তান-সন্ততির লেখাপড়া শিক্ষাদানের চিন্তাও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করবে। এই ব্যাপারে নবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) বলেছেন, 'যারা তোমাদের অধীনে কাজ করে তারা তোমাদের ভাই। তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ দিওনা। যদি দাও, তবে সে কাজে তুমিও হাত লাগাও। আল্লাহ শ্রমিকদের সম্পর্কে বলেছেন, "ঐ শ্রমিক উত্তম যে কর্মঠ ও আমানতদার। আল্লাহ এবং রাসুল (সাঃ) এর উক্ত কথাদ্বয় থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় মালিক ও শ্রমিকের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য উভয়েরই দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এই দায়িত্ব এবং কর্তব্যের সঠিক অনুভূতির অভাবে শ্রমিক ও মালিকের সুসম্পর্ক নষ্ট হয়। আর সুসম্পর্ক নষ্ট হলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কাজের উৎসাহ উদ্দীপনা হ্রাস পায়। উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

৩। ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থের গুরুত্ব দান ঃ

শ্রমিকের অধিকার রক্ষা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানে মালিকের ব্যক্তিগত স্বার্থের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে কিন্তু শ্রমিকের মনে শান্তি থাকলে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উৎপাদান বৃদ্ধি পায় এবং এতে মালিকের ব্যক্তিগত ক্ষতি পুষিয়ে যেতে পারে, সর্বোপরি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারে। অন্যদিকে শ্রমিক ন্যায্য অধিকার আদায়ে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সর্বাত্মক চেষ্টা চালানোর সাথে সাথে উৎপাদন অব্যাহত রাখলে ব্যক্তি স্বার্থের বাহ্যত কিছু ক্ষতি হলেও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন সম্ভব হবে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে এই ক্ষেত্রে সরকারকে নিরপেক্ষভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। নতুবা অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হবে।

৪। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ঃ

শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে এবং উভয় পক্ষের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে এবং উভয় পক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য আঞ্জাম দেওয়ার সুবিধার্থে দেশের শ্রম ও শিল্প আইন কার্যকর আছে। উক্ত শ্রম ও শিল্প আইন সম্পর্কে উভয় পক্ষের যথাযথ জ্ঞান ও উহার প্রতি শ্রদ্ধা এবং উহা মেনে চলার মানসিকতা শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্ব বহন করে। শিল্প-শ্রম আইনের ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে একদিকে মালিকের অর্থনৈতিক শক্তি বা অন্যদিকে শ্রমিকের ঐক্যের শক্তির প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে অনেক সময় শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক ঘাটতি দেখা দেয় ও উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৫। নৈতিকতা সৃষ্টি ঃ

পূর্বেই বলেছি নৈতিকতার উন্নতি ছাড়া কোন প্রকার অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। এই নৈতিকতা শুধু এক পক্ষের সৃষ্টি হলে চলবে না। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত সকল পক্ষের ও সকলের মধ্যে নৈতিকতা সৃষ্টির একমাত্র উপায় হচ্ছে এ বিশ্বাস স্থাপন যে- সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ, মানুষের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ সব কিছু দেখেন, সব কিছু শুনেন, সব কিছু বুঝেন। যত গোপনেই কেহ কিছু করুক না কেন এবং যত চুপেই কেউ কিছু বলুক না কেন তা আল্লাহ দেখতে পান ও শুনতে পান। এমনকি মানুষের মাথার মধ্যে যে চিন্তার সৃষ্টি হয় তাও আল্লাহ জানতে পারেন। আল্লাহ এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ দর্শন হিসেবে মানুষের সকল কাজের ও কথার বিচার করবেন রোজ হাশরের দিনে। ফলে আল্লাহর বিচারের হাত থেকে কেউই রেহাই পেতে পারবে না। এই জ্ঞান বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে উৎপাদনের সকল পক্ষ বিশেষ করে শ্রমিক এবং মালিক পক্ষ যদি সকল কার্য পরিচালনা করে তবে শিল্প কারখানা তথা উৎপাদন ও উন্নয়নের কোন ক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না এবং কেহ কাউকে প্রকাশ্য ও গোপনে ক্ষতি করার কল্পনাও করতে পারবে না। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

৬। দূর্নীতি মুক্ত হওয়া ঃ

যেখানে নৈতিকতা থাকে না সেখানে দূর্নীতি জেঁকে বসে। আর দুর্নীতি অর্থনৈতিক উন্নতির পথে গুরুতর বাধা। মালিক ব্যাংক থেকে প্রচুর টাকা নিয়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যয় না করে অন্যক্ষেত্রে ব্যয় করে। রাস্তা -ঘাটের জন্য কর্তৃপক্ষ ও কন্ট্রাক্টরের যোগসাজসে পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ না করে নিম্নমানের কাজ করলে উন্নয়নের পরিবর্তে জটিল সমস্যা সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে শ্রমিকের দূর্নীতি, কাজে ফাঁকি, অলসতা, অদক্ষতার কারণেও উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সর্বস্তরে দূনীতি মুক্ত হওয়া আবশ্যক। এজন্য প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে এটা পরিস্কার হয়েছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শ্রমিক মালিকের মধ্যে সুম্পর্ক এবং সেই সুসম্পর্ক সৃষ্টি ও বজায় রাখার লক্ষ্যে উভয় পক্ষকেই স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। 'ব্যক্তি ও দলের চেয়ে দেশ ও জাতি অনেক উর্ধ্বে, এই ধারণাকে বদ্ধমূল করে নিয়ে শ্রমিক সকলের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসা অপরিহার্য।

প্রবন্ধকার

এডভোকেট শেখ আনছার আলী

(সাবেক এমপি)

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্রমবিকাশ
প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা

কাজী জাহাঙ্গীর হোসাইন
সেক্রেটারী, চট্টগ্রাম বন্দর ইসলামী শ্রমিক সংঘ

ট্রেড ইউনিয়ন কি?

ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে শ্রমিক দ্বারা গঠিত, শ্রমিক দ্বারা পরিচালিত, শ্রমিকদেরই সংগঠন। যে সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিক সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়, নিজদেরকে অধিকার সম্পর্কে সজাগ করে তোলে।

মালিক-সরকার বা প্রশাসনের কাছ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের স্বতঃস্ফুর্ত সংগ্রামের আধুনিক পরিভাষার নামই হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘ।

শ্রমিক ও মালিক

উৎপাদনের চালিকাশক্তি হচ্ছে দু'টি। একটি হচ্ছে শ্রমিক আর অন্যটির নাম হচ্ছে মালিক। উৎপাদনের জন্য যিনি নিজে সরাসরি শ্রম বিক্রি করেন, তাকেই বলে শ্রমিক। আর যে বা যারা উৎপাদনের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করেন, শ্রমিক সহ সকল উপায় উপকরণ সংগ্রহ করেন, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও মজুরী পরিশোধ করেন, সে বা তারাই হচ্ছে মালিক বা প্রশাসন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ট্রেড ইউনিয়ন

বিছিন্নভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের স্পন্দন মিশরের রাজা ফেরাউনের রাজত্বে সর্ব প্রথম আন্দোলিত হয় কিবতীদের সমর্থনে সপ্তাহে ৬ দিন কাজ, ১ দিন কাজ বন্ধের দাবীতে। আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত মুছা (আঃ) এ দাবীর রূপকার ও আন্দোলনের সফল নেতা।

হযরত মুছা (আঃ) ফেরাউনের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে এ মর্মে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, সপ্তাহে ৭দিন পুরো কাজ করলে কিবতীরা ক্রমাগত তাদের জীবনী শক্তি হারাতে থাকবে, ফলে রাজন্যবর্গের আরামে আয়েশে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। তাদেরকে যদি ৬দিন কাজ, ১দিন বিশ্রাম দেয়া হয়, তবে ১ দিনের বিশ্রামে তাদের শরীরও মন প্রফুল্ল হয়ে নতুন উদ্যমে বাকী ৬দিন কাজ অব্যাহত থাকবে। এতে তারা যেরূপ শান্তি পাবে, রাজন্যবর্গও ঈপ্সিত সুখ ভোগ করতে পারবে। হযরত মুছা (আঃ) এর ক্ষুরধার যুক্তিতে ফেরাউন তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো-৬দিন কাজ ১ দিন বিশ্রাম। ফলে শ্রমিক জনতা দুনিয়ার ইতিহাসে প্রথম সাপ্তাহিক ১ দিন ছুটির সুযোগ পেল ফেরাউনের রাজ দরবার থেকে। প্রকৃত পক্ষে দুনিয়ার ইতিহাসে এটাই প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। যদিও এটি ছিল একটি অনানুষ্ঠনিক ও অঘোষিত আন্দোলন। তথাপিও আজকের প্রেক্ষাপটে এটিই কিন্তু মাইল ফলক।

মজুরী এবং শ্রমিকের মৌলিক অধিকারঃ

হযরত মুছা (আঃ) ফেরাউনের অত্যাচার-অনাচার ও জুলুমের প্রতিরোধ করতে গিয়ে হত্যা মামলায় আসামী হয়ে যখন মাদায়ূনে ফেরার হয়ে যান, সেখানে আল্লাহর নবী হযরত শোয়াইব (আঃ) এর খামারে ছাগলের পাল দেখাশুনার চাকুরীতে নিয়োজিত হন এই শর্তে-

অন্ন বস্ত্র বাসস্থান-এ ৩টি মৌলিক ব্যবস্থা ছাড়াও তিনি প্রতিমাসে ১টি নির্ধারিত মজুরী পাবেন।

এমনিভাবে আল্লাহর দুইজন নবী প্রাগৈতিহাসিক যুগেই হযরত মুছা (আঃ) ফেরাউনের রাজদরবারে এবং শোয়াইব (আঃ) এর ব্যবসায়ীক কাজে শ্রমিকের মজুরী-মৌলিক অধিকার-সাপ্তাহিক ছুটি আদায় করে দিয়ে শ্রমিক সমাজকে সংগঠিত করার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তোলার পথ উম্মোচন করে গেছেন।

শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর যুগেঃ

শ্রমিক জনতার অকৃত্রিম বন্ধু বিশ্বমানবতার মুক্তির মহানদূত শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)ই শ্রমিকের মুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ সনদ ঘোষণা করেছেন। নবী মুহাম্মদ (সঃ) নিজেই হযরত খাদিজা (রাঃ) এর ব্যবসায়ীক কর্মচারী হিসেবে এই শর্তে নিয়োজিত হন যে, তিনি ভরণ-পোষণ ছাড়াও মূল লাভের (Net profit) অর্ধাংশ ভোগ করবেন।

আধুনিক বিশ্বে শিল্প-বানিজ্যিক শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রদত্ব ইনসেনটিভ বোনাস নবী (সঃ) ও খাজিদা (রাঃ) এর সম্পাদিত চুক্তিরই আধুনিক সংস্করণ। নবী (সঃ) নিজেই ছিলেন একজন নির্ধারিত শ্রমিক। ইহুদী ব্যবসায়ীর কুয়া থেকে ১টি খোরমার বিনিময়ে ১ বালতি পানি তোলার চাকুরীকালে দড়ি ছিড়ে বালতি কুয়ায় তলিয়ে যাওয়ায় মহানবী (সঃ) নিজেই ইহুদী মালিকের নির্যাতন সয়ে ছিলেন। মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে তিনিই ঘোষণা করলেন–

১। সৎ উপার্জনশীল শ্রমিক আল্লাহর বন্ধু।

২। মালিক ও শ্রমিক পরস্পর ভাই-ভাই, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের ক্ষেত্রে উভয়েই ভোগ করবে সমান সুবিধা। সাধ্যের বাইরে কাজ চাপাতে হলে, সে কাজে মালিকেরও থাকতে হবে অংশীদারীত্ব।

৩। উৎপাদনকালে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির অনিচ্ছাকৃত বিনষ্টের জন্য শ্রমিক দায়ী নয়।

৪। অল্প অপরাধের জন্য অধিক তিরস্কার আল্লাহর অপছন্দনীয়।

৫। ছোট খাট অপরাধের জন্য অধঃস্তনদেরকে দৈনিক ৭০ বার ক্ষমা কর।

৬। শ্রমিক-কর্মচারীরাও ব্যবস্থাপনার বা মালিকানায় অন্যতম অংশীদার।

হযরত সালমান ফারসী, হযরত বেলাল, যায়েদ বিন সাবিত প্রমুখ শ্রমিক-শ্রেণীর সাহাবা (রাঃ)দেরকে গভর্ণর, মুসলিম জাহানের প্রথম মুয়াজ্জিন, ওহী লেখক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানীত পদস্থ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করে শ্রমজীবি মানুষদেরকে মর্যাদার নবদিগন্তে এনে দাঁড় করিয়েছেন রাসূল (সাঃ)।

আধুনিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনঃ

আধুনিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হয় বৃটেন থেকেই এতে কোন দ্বিমত নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব পুরনো ধাঁচের সমাজ জীবনে আঘাত হেনে জন্ম দেয় শিল্পতান্ত্রিক প্রগতিশীল সমাজের। প্রবল হয়ে উঠে দু'টো শ্রেণী-শিল্পের পুঁজি বিনিয়োগী-মালিক এবং শ্রম বিনিয়োগী শ্রমিক। ক্ষেত-খামার ছেড়ে অভাবী লোকেরা এসে শহরে যোগ দেয় শিল্পে, হয়ে যায় শ্রমিক। নারী পুরুষ নির্বিশেষে নামমাত্র মজুরীতে অমানুষিক খাটুনীতে নিয়োজিত হয় শিল্পে।

শিল্প সংলগ্ন নোংরা শহরগুলিতে গাদাগাদি হয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘিঞ্জি হয়ে বসবাস করতে থাকে।

দীর্ঘকাল এ মানবেতর জীবন যাপনে অতিষ্ঠ শ্রমিক সমাজ মাথা তোলার চেষ্টা করে, সংঘবদ্ধভাবে ক্লাব-সমিতি গঠনের সুচিন্তার মাঝে। কিন্তু মালিকদের রক্তচক্ষু গড়তে দিলোনা তাদেরকে ক্লাব-সমিতি, হতে দিলোনা সংঘবদ্দ্ব হবার। ফরাসী বিপ্লবের রক্তাক্ত ঘটনায় সন্ত্রস্ত মালিক সমাজ। তারা ভাবল সংঘবদ্ধ শ্রমিক সমাজ তাদের কল-কারখানাগুলোকে করবে বিকল এবং লন্ডভন্ড হবে তাদের সুখের বালাখানা।

তাই শাসক ও মালিক শ্রেণী এক হয়ে পাশ করলো এক কালো আইন, যার নাম "কমবিনেশন এ্যাক্ট"। বলা হলো দুঃখ দুর্দশার আলোচনার জন্যও শ্রমিক সমাজ কোথাও এক সাথ হতে পারবে না।

ফলাফল দেখা দিলো উল্টো ক্ষেপে গেলো শ্রমিক সমাজ। ইংল্যান্ডের ক্ষেপা শ্রমিকরা মরিয়া হয়ে গোপনে গড়ে তুলল সমিতি। ক্রোধান্বিত শ্রমিক সমাজ জেল-জুলুম-হুলীয়া-নিপীড়নকে উপেক্ষা করে কল-কারখানায় আগুন ধরিয়ে দিলো, মেশিনারীজ তছনছ করলো। ফলে সরকার খানিকটা দমে গেলো এবং শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার উপর নিষেধজ্ঞা শিথিল করলো। **লড়াই ও সংগ্রামের মাঝে ১৮২৫ সালে ইংল্যান্ডের বুকে গড়ে উঠলো দুনিয়ার প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন।**

ম্যানচেষ্টারের মানবতাবাদী কারখানার মালিক-রবার্ট উয়েন নিজে মালিক হয়েও শ্রমিক দরদী হিসেবে আবির্ভূত হন। অন্যান্য মালিকদের প্রতিও শ্রমিকের শ্রমের যথাযথ মর্যাদার দাবী তুলে তিনি গণ-আন্দোলন শুরু করেন।

মালিকদের সীমাহীন লোভ ও স্বার্থপরতার হাত থেকে শ্রমিক সমাজকে বাঁচানোর জন্য পরিচালিত এ আন্দোলন সফল

হয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে "ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট" পাশের মাধ্যমে। এটাই হলো "ফ্যাক্টরী অর্ডিন্যান্স-১৮১৯"। এই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে শ্রমিক নির্যাতনের পথ কিছুটা রুদ্ধ হয়ে যায় এবং শ্রমিক সমাজও এ পথ ধরে আরো ব্যাপক সংগঠিত হবার সুযোগ পায়।

এমনিভাবে দুনিয়ার দেশে দেশে শ্রমিক সমাজ নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলে। মালিকের জুলুমের বিরুদ্ধে মজলুমানেরা ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। ঐক্যবদ্ধ মজলুম জনতার কাছে আবারো হার মানে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের জুতা শ্রমিকদের ৮ ঘন্টা কাজের দাবীর কাছে। মালিকের গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় শ্রমিক নেতা "থাই, "পারসন" এর মতো আত্মত্যাগী শ্রমিক নেতার বুক। যারা ইতিহাসে জন্ম দিয়ে যায় মহান মে দিবসের। সারা দুনিয়ার এই ১ টি মাত্র দিনে একযোগে সাধারণ ছুটি পালিত হচ্ছে এ আত্মত্যাগের স্মরণে।

সেই সংগ্রামী পথের ধারাবাহিকতা সারা দুনিয়ার শ্রমিক সমাজকে করে দিলো আরো ঐক্যবদ্ধ এবং গঠিত হলো (ILO) তথা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং ১৯২১ সালে সুইজারল্যান্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার ও মালিকরা এক চুক্তিতে আবদ্ধ হলো-ইতিহাসে যা আই-এল-ও কনভেনশন নামে পরিচিত। ১৮৮৬ সালের ১লা মেকে স্মরণ করে ৮ ঘন্টা কাজের দাবীকে করা হলো আই, এল, ও কনভেনশন নং ১ যা কার্যকর হলো ১৩ই জুন, ১৯২১ সাল থেকে।

এমনি ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অনিবার্য পরিনতির ফসল ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট-১৯২৬ জারীর মাধ্যমে ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়নের সুত্রপাত। আর একইভাবে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক সরকার আই-আর ও অর্ডিন্যান্স বা শিল্প-সম্পর্কিত অধ্যাদেশ/১৯৬৯ জারীর মাধ্যমে আমাদের দেশেও ট্রেড ইউনিয়ন আইনগত ভিত্তি লাভ করে।

প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনাঃ

আধুনিক বিশ্বের অবয়বে রেজিষ্টার্ড কোন শ্রম সংগঠন বা রাষ্ট্রীয় শ্রম সংস্থার অস্তিত্ব তদানিন্তন যুগে না থাকলেও আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত শোয়াইব (আঃ) মুছা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর যুগ থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যাত্রা শুরু করে তা অনেক মৌলিক অধিকার আইনের প্রবর্তনের মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রমিক সমাজকে বাঁচার পথ দেখিয়ে মানুষের মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

শেষ নবীর প্রিয় সাহাবা ২য় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) মক্কা থেকে জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে, মরুপথে একবার তিনি উটের পিঠে, আরেকবার তাঁর খাদেম উটের পিঠে-এমনিভাবে খলীফা ওমর (রাঃ) উটের রশি হাতে জেরুজালেমে প্রবেশ করেন। ফলে নগরীর খৃষ্টান মহানায়ক আরোহী খাদেমকে খলীফা ভেবে সম্বর্ধনা দিচ্ছিলো। শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার এমন নজীর দুনিয়ার কোন শ্রমনীতি দিতে পেরেছে?

শ্রমিকের মজুরী পরিশোধের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সাঃ) এই ঘোষণা করেছেন "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার ন্যায্য মজুরী পরিশোধ কর"। মজুরী পরিশোধের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড়ো কথা দুনিয়ার আর কেউ বলেনি। বস্তুত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে নিয়ে যদি আমরা একটি সমীক্ষা করি, তবে দেখা যাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই আল্লাহর প্রিয় নবী ও রাসূল (সঃ) গণ শ্রমজীবি মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন এবং নবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর মাধ্যমে প্রেরিত আল-কোরআনে যে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যুগে যুগে খোলাফায়ে রাশেদা মুসলীম রাষ্ট্র নায়ক ও শাসকদের মাধ্যমে তা বাস্তবে মূর্ত হয়ে উঠে শ্রমিকের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে তা মাইলষ্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

এমতাবস্থায় শ্রমজীবি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ক্রম বিকাশ ও সঠিক ইতিহাস আজকের বিশ্বের শ্রমজীবি মানুষের মাঝে স্পষ্ট করে তোলার মাধ্যমে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আওয়াজ আরো বেগবান করা যায় এবং এ পথেই সংগঠিত করার মাধ্যমে শ্রমিক ও মালিকের ব্যবধান কমে গিয়ে একটি সৌহার্দ্যমূলক শ্রমাঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ফলে যার অনিবার্য পরিণতি হবে শিল্প বানিজ্য দ্রুত সম্প্রসারণ, শ্রমবিরোধ-ধর্মঘট-লক-আউট লে-অফ ইত্যাদি হবে তিরোহিত। প্রশাসন ও মালিক সমাজ বিনিয়োগ এবং শিল্প সম্প্রসারণে পাবে নতুন গতি। এমনিভাবে একটি ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব হবে দারিদ্র বিমোচন এবং গোটা সমাজে নেমে আসবে জান্নাতী সুবাতাস।

International Islamic Confederation of Labour (IICL)

আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রম সংস্থা (আই, আই, সি এল)

শ্রমজীবি মানুষ আল্লাহর বন্ধু। সকল নবীরাই পৃথিবীতে এসে মানুষকে সৎ কর্মের দিকে উৎসাহিত করেছেন। সৎ কর্মের মাধ্যমেই মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যের ভিত্তি রচনা করেছেন। ইসলামী কর্মকে ইবাদত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। শুধু কথাই নয় বরং কথাকে যারা কর্মে পরিণত করতো তারাই সফল। নবী করিম (সঃ) বলেছেন " আল্লাহ কোন নবী পাঠাননি যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন। আপনি কি? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আমি কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম। নবীরা নিজেরা নগণ্য কাজ করে মেহনতি মানুষের অধিকার ও মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। আজকের যুগে সারা বিশ্বে শ্রমজীবি মানুষের সমস্যা খুবই তীব্র। নবীদের আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমেই অসহায় মানুষের মুক্তি আসতে পারে।

আধুনিক বিশ্বের শ্রমজীবি মানুষকে পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করে শাসক ও শোষকদের গোলামে পরিণত করেছে। বিখ্যাত পুঁজিবাদী রবার্ট ওয়ান তার নিউলানার্ক কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা দেখে মন্তব্য করেছিলেন, "এরা আমার দাস, এদের জীবনের সব কিছু আমার উপর নির্ভরশীল।"

সমাজতন্ত্রের সমর্থক প্রখ্যাত রুশ লেখক ডঃ একনভ বলেন, "আমাদের দেশের মিল-কারখানার উৎপাদন এক বিরাট কয়েদী বাহিনীর উপর নির্ভরশীল।"

সমাজতন্ত্র দুনিয়ার শ্রমজীবি মানুষকে নিজদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য গঠন করেছে ১৯৪৫ সনে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (WFTU) এবং পুঁজিবাদী সমাজ গঠন করেছে ১৯৪৯ সনে আন্তর্জাতিক স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (ICFTU)। এছাড়াও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী লোকেরা গঠন করে ছিল ক্রিসিয়ান ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন (CFTU) ইসলামের শত্রুরা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা গঠন করে সারা বিশ্বের শ্রমজীবি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তাদের মতাদর্শ গ্রহণ করার জন্য ও তাদের সত্তাকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শ্রমজীবি মানুষকে ব্যবহার করেছে অমানবিক ভাবে। তাদেরকে পরিণত করেছে মানুষের গোলামে এরা বঞ্চিত করেছে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে।

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের জুলুম-শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে বিশ্বের শ্রমজীবি মানুষকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসলেন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নন্দিত নেতা মিশরের ইখ্ওয়ানুল মুসলিমিনের মুরশিদে আম শহীদ হাসানুল বান্নার ছোট ভাই জামানুল বান্না। এ লক্ষ্যে তিনি ১৯৮১ সালের ১২ই জুন জেনেভাতে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনে গঠিত হয় আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রমসংস্থা আই, আই, সি, এল (IICL) সম্মেলনে সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হন জামালুল বান্না। এ প্রথম প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে যে সব দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন সুদান, মরক্কো, জর্দান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ।

IICL এর উদ্দেশ্য

ক) মুসলিম শ্রমজীবি মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং তাদের ন্যায় সংগত অধিকার সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান। যে সব মুসলিম শ্রমজীবি মানুষ নিজের দেশে অথবা বিদেশে চাকুরীরত আছে সবাই এ সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত।

খ) সে সব প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন যোগাবে যে সব প্রতিষ্ঠান শ্রমিক কর্মচারীদের জীবন মান উন্নয়নের বস্তুগত, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির এবং মেহনতী মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত নিরাপত্তার জন্য সংগ্রাম করছে।

গ) সংগঠন করার অধিকার রক্ষা করা এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে সহযোগিতা করা।

ঘ) শ্রমজীবি মানুষের ওপর সকল ধরণের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, ইসলামী নৈতিকতা ও ন্যায়নীতির দিকে আহ্বান করা এবং বর্তমান শ্রমনীতি ও আইনকে ইসলামী ন্যায়নীতির ভিত্তিতে সংশোধন করা। ইসলামের

ন্যায়নীতির শ্লোগানকে সকলের মধ্যে পরিচিত করা সততার ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন এবং ন্যায় নীতির ভিত্তিতে অধিকার আদায়।

ঙ) জ্ঞান ও শিক্ষাকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া বিশেষ করে বয়স্ক ও শ্রমজীবি মানুষকে সাধারণ জ্ঞান ও পেশাগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা। পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে যৌক্তিক ভিত্তির উপর স্থাপন করা। জ্ঞানই হচ্ছে শক্তি আর অজ্ঞতা হচ্ছে হীনতা। ইসলাম সর্ব প্রথম গুরুত্ব প্রদান করেছে জ্ঞানার্জনের উপর। তাই কনফেডারেশন প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে জ্ঞান বিস্তারের জন্য আল-কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক "ইকরা" পড়।

চ) আরবী ভাষার বিস্তার ও শিক্ষার জন্য আহ্বান করা কেননা ইহা কুরআনের ভাষা, মুসলমানদের ভাষা।

ছ) স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থন করা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদান।

আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রম সংস্থার প্রধান কার্য্যালয় জেনেভায় অবস্থিত। এর কাজ প্রাথমিকভাবে আরব দেশ গুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯৯ সনের ১০ ও ১১ই জুন জেনেভায় সম্মেলন আহবান করা হয়। সম্মেলনে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর ও লেটিন আমেরিকার ২০টি দেশের বিভিন্ন শ্রমিক ফেডারেশন, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন ইসলামী সংস্থা থেকে ৬০ জন প্রতিনিধি যোগাদান করেন। বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক সংসদীয় দলের সচিব এডভোকেট শেখ আনছার আলী সম্মেলনে যোগাদান করেন এবং তিনি কনফেভারেশনের অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এ সম্মেলনে নির্বাচিত কর্মকর্তাগণ হচ্ছেন ঃ

ক্রমিক	নাম	পদবী	দেশ
১।	জনাব জামানুল বান্না	সভাপতি	মিশর
২।	জনাব মোঃ শরীফ	সহ-সভাপতি	পাকিস্তান
৩।	প্রফেসর শফি মালিক	সহ-সভাপতি	পাকিস্তান
৪।	এডভোকেট শেখ আনছার আলী	সহ-সভাপতি	বাংলাদেশ
৪।	প্রফেসর ইব্রাহীম গানডোর	সহ-সভাপতি	সুদান
৫।	জনাব খশীদা মাইথা	সহ-সভাপতি	জর্দান
৬।	জনাব সামি ষ্টিথ	সহ-সভাপতি(ট্রেজারার)	আমেরিকা
৭।	জনাব আনোয়ার আব্বাস	সহ-সভাপতি	ইন্দোনেশিয়া
৮।	জনাব মতি বিন আঃ ছালাম	সহ-সভাপতি	মরক্কো
৯।	জনাব সাঈদ আল-হাসান	মহা-সচিব	মরক্কো
১০।	জনাব রফিক আহমেদ	উপ-মহাসচিব	পাকিস্তান

কনফেডারেশন ১৯৯৯ সালের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে একটি আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। আমরা আশাবাদী আগামী দিন গুলোতে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কন্‌ফেডারেশন অব লেবার একটি প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক সংস্থায় পরিণত হবে। ইসলামী শ্রমনীতির কল্যাণ বিশ্বের সকল শ্রমিক মালিক ভোগ করবে এবং সারা বিশ্বে মালিক-শ্রমিকের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠবে। এমনিভাবে ফেডারেশন বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। মালিক--শ্রমিক সকলেই তাদের নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করবে এবং সকলেই তাদের ন্যায় সংগত অধিকার আদায় করবে।বিশ্বময় আওয়াজ উঠবে-

দায়িত্ব পালন কর নিষ্ঠার সাথে
অধিকার লাভ কর ন্যায় সংগত ভাবে

অবিস্মরণীয় একটি জীবন

মরহুম আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খান গত ৩রা অক্টোবর '৯৯ রবিবার বেলা ১ টা ১৫ মিনিটে ঢাকার ইবনে সিনা ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ লিবার সিরোসিসে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি একমাত্র কন্যা, ১ নাতি, ৩ নাতনী ও তাদের ১২ জন ছেলেমেয়েসহ অসংখ্য সহকর্মী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

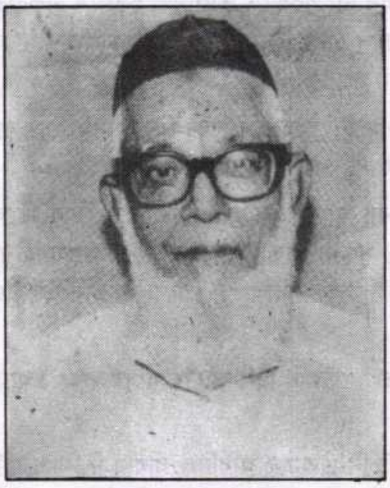

ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহ্সালার প্রবীণ রাজনীতিবিদ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এই মহান ব্যক্তিত্ব ১৯১৪ সালে জয়পুরহাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপরুষেরা বহুকাল পূর্বে আফগানিস্তান থেকে এদেশে আগমন করেন। তাঁরা ছিলেন আফগানিস্তানের পাখতুন (পাঠান) বংশোদ্ভুত এই সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি ধর্মীয় পরিবেশে বড় হয়ে উঠেন। তিনি হুগলী নিউস্কীম মদ্রাসা থেকে ১৯৩০ সালে মেট্রিক পাশ করেন। অতঃপর ১৯৩৫ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিষ্টিংশনসহ বি, এ পাশ করেন। অতঃপর তিনি বি. টি. পড়েন।

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি সরকারী চাকরী করেন। সরকারী চাকরীর সুবাদে তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের ব্যক্তিগত সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৫২ সাল থেকে ৬২ সাল পর্যন্ত তিনি প্রথমে জয়পুরহাট হাইস্কুল ও পরে হিলি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যুব সমাজকে জ্ঞানের আলো বিতরণের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখেন।

সে সময় তিনি ফুরফুরার মরহুম পীর আব্দুল সিদ্দিকীর সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর মুরীদ হন। পীর সাহেব তাঁর দ্বীনি এলেম ও আধ্যাত্বিক উন্নতিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে খলিফা নিযুক্ত করেন।

এরই মধ্যে ১৯৫৫ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পান এবং মাওলানা মওদুদীর গ্রন্থাবলী পড়ে ঐ সালেই জামায়াতে ইসলামীতে যোগাদান করেন। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের খবর তিনি পীর সাহেবকে জানান এবং তাঁকে জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং দাওয়াত ও কর্মসূচী সম্পর্কেও অবহিত করেন। পীর সাহেব তাঁর বক্তব্য শুনে বলেনঃ "বাবা! এটাইতো দ্বীনের আসল কাজ। আমিতো এই উদ্দেশ্যেই লোক তৈরী করছি। আপনি জান প্রাণ দিয়ে এই কাজ করে যান।"

১৯৫৭ সাল থেকে ৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি জামায়াতে ইসলামী রাজশাহী বিভাগীয় আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। জনাব খান ১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এসময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর পার্লামেন্টারী গ্রুপের নেতৃত্ব দেন এবং জাতীয় পরিষদে ইসলাম ও গণতন্ত্রের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে 'কপ', পিডিএম, এবং ডাক নামে জোটগুলোর তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। স্বাধীনতার পর থেকে মৃত্যুর আগ-পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর এবং ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জামায়াতে

ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।

আশির দশকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তাঁকে কয়েকবার জেলে আটক করা হয়। জনাব আব্বাস আলী খান ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন তিনি। নিয়মিত তাহাজ্জুদ গুজার ছিলেন তিনি। সপ্তাহে একদিন রোজা রাখতেন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন আদর্শ চরিত্রের উত্তম নমুনা।

লেখনীর মাধ্যমেও ইসলামের আলো ছড়িয়েছেন। তিনি রচনা ও অনুবাদ করেছেন দুই ডজনেরও অধিক মূল্যবান গ্রন্থ। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে ১. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ২. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, ৩. মৃত্যু যবনিকার ওপারে, ৪. স্মৃতি সাগরের ঢেউ, ৫. মাওলানা মওদুদী ৬. সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক ৭. বিশ্বের মনিষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী (রাঃ)। তাঁর অনুদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে ১. সীরাতে (সরওয়ারে আলম), ২. পর্দা ইসলাম, ৩. সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, ৪. আদর্শ মানব প্রভৃতি। বাংলা, ইংরেজী ও উর্দূ ভাষায় পারদর্শী। জনাব আব্বাস আলী খান ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। শিক্ষা ক্ষেত্রে রয়েছে তাঁর বিরাট অবদান। তিনি জয়পুরহাটে তালীমুল ইসলাম একাডেমী এ্যান্ড কলেজ নামে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। ১৯৭৯ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি ঢাকাস্থ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী রিসার্চ একাডেমীর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি একাধিকবার হজ্জ ও ওমরা পালন করেন। ইসলামী সংগঠন ও সংস্থাসমূহের আহ্বানে তিনি বিভিন্ন সময় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, সৌদি আরব, পাকিস্তান, ভারত ও নেপাল সফর করেন।

আব্বাস আলী খান একটি আন্দোলন একটি ইতিহাসের নাম। ৮৫ বছরের ঘটনাবহুল বর্ণাঢ্য জীবনে তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা, ন্যায়ের প্রশ্নে আপোষহীনতা সর্বোপরী আল্লাহভীরুতার গুণাবলীর প্রশংসা না করে কেউ পারেনি। তিনি ছিলেন সদালাপী, প্রাণোচ্ছলতায় ভরা এক জিন্দাদিল মর্দে মমীন।

মরহুম আব্বাস আলী খান সাহেবের ভাষণে যেমন ছিল গভীর পান্ডিত্যের ছাপ তেমনি ছিল ভাষার মাধুর্য এবং উম্মতের জন্য সঠিক দিক দর্শন।

মরহুম খানের বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় দখল ছিল ঈর্ষা করার মত। তিনি একজন আধুনিক ধারায় শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে অনেক ভালো আরবী জানতেন।

তার হাতে লেখা ছিল অতি চমৎকার। কী বাংলা কী ইংরেজী এবং উর্দু! অল্প যে দু'চারজন লোকের বাংলা বানান বিভ্রম হয় না আব্বাস আলী খান তাদের একজন। তিনি নিজে তাঁর লেখার প্রুফ দেখতেন যাতে লেখাটি বিশুদ্ধভাবে ছাপা হয়।

জুমআর নামাজের খুতবা দেয়ার জন্য কোন কিতাব হাতে নেয়া ছাড়াই খুতবা দিতেন। পবিত্র কুরআন মজিদ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক অগ্র সৈনিক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে আদায় করার ব্যাপারে তাঁর একাগ্রতা এবং সেই সাথে সিরিয়াসনেস ছিল সত্যিই উৎসাহব্যঞ্জক।

মরহুম আব্বাস আলী খান শুধু বক্তৃতা বিবৃতি দিয়েই শেষ করেননি বরং জ্ঞান তাপশ এই বয়োবৃদ্ধ নেতা জ্ঞানের সাধনা করেছেন, গবেষণা করেছেন এবং সৃষ্টিশীল রচনা উপহার দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর লেখা "মাওলানা মওদুদী একটি জীবন একটি ইতিহাস"। মরহুমের দীর্ঘ আন্দোলনী জীবনের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সর্বশেষ লেখা পুস্তিকা "একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ"। গভীর পন্ডিতমনা ব্যক্তি হয়েও তিনি ছিলেন একজন রসিক মানুষ। তাঁর লেখা স্মৃতি সাগরের ঢেউ পড়লেই এই রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মাওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী (রাঃ) রিসার্চ একাডেমীর চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি একাডেমীর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই। সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদীর

তাফহিমূল কুরআন ও অন্যান্য গ্রন্থাবলীর অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজে তিনি ছিলেন সদাতৎপর ও সক্রিয়।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদী (রঃ) যে ধরনের লোকদের সমন্বয়ে একটি সত্যনিষ্ঠ জামায়াত গঠনের আকাংখা ব্যক্ত করেছিলেন আমাদের ধারণা মতে আব্বাস আলী খান ছিলেন ঠিক তেমন একজন ছালেহ ব্যক্তিত্ব। বলতে দ্বিধা নেই তিনি ছিলেন মাওলানা মওদুদী (রঃ) এর এক স্বার্থক উত্তরসুরি।

ইন্তেকালের পূর্বে কয়েকদিন যাবত তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতির খবরে এমনিতেই সকলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলেন। অনেকেই তাঁর সর্বশেষ অবস্থা জানার জন্য ছিলেন উদগ্রীব। অপরাহ্ন ১.১৫ মিনিটে মৃত্যুর খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় হাজার হাজার মানুষ তাকে এক নজর দেখার জন্য হাসপাতাল ও জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভিড় জমায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় তাঁর লাশ এ্যাম্বুলেন্স যোগে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আনা হলে এক হৃদমবিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। পরদিন বেলা ১ টায় জনাব খানের লাশ মহাখালীর আইসিডিডিআরবির হিমাগার থেকে ঢাকা মহানগর জামায়াত অফিসে নেয়া হয়। ১ টা ৩৫ মিনিটে মরহুম জননেতার লাশ জানাযার জন্য পল্টন ময়দানে নেয়ার আগে আরেকবার মরহুম জননেতার কফিন খোলা হলে জাতীয় নেতৃবৃন্দ প্রিয়তম নেতার মুখ দেখে হু হু করে কেঁদে ফেলেন। আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের চশমার ফাঁক গলিয়ে অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। গভীর শোকের দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে কাঁপা কাঁপা ঠোঁট নামিয়ে চুমু দেন ইসলামী আন্দোলনের প্রিয়তম সহযোদ্ধার কপালে।

যোহরের নামাজের পর পরই ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। বেলা ২-১০ মিনিটে মরহুমের অন্তিম বাসনা মুতাবিক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম নামাজে জানাযায় ইমামতি করেন।

রাত সাড়ে ৮ টায় মরহুমের লাশবাহী গাড়ি জয়পুরহাটের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়। বগুড়ার বনানী চত্বরে দ্বিতীয় বারের মত নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ জানাযায় ইমামতি করেন বগুড়ার ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি ফকির আবদুর রহমান।

বগুড়া হইতে মরহুমের লাশ রাত্রি ৩ টায় জয়পুরহাট নিয়ে পৌছানো হয়।

পরদিন সকাল ১০টায় জানাযার ঘোষণা থাকলেও দূর-দুরান্তের লোকদের জানাযায় অংশ নেয়ার সুবিধার্থে বেলা সাড়ে ১০ টায় মাওলানা নিজামীর ইমামতিতে নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় লক্ষাধিক লোক অংশ গ্রহণ করেন এবং নিজামী সাহেব বেলা ১১টায় ৪০ মিনিটে মহান নেতাকে চিরদিনের মত কবরে শায়িত করান। এই সময় উচ্চস্বরে আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লালাহু । মিনহা খালাকনাকুম অফিহা নুয়িদুকুম অমিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা"।

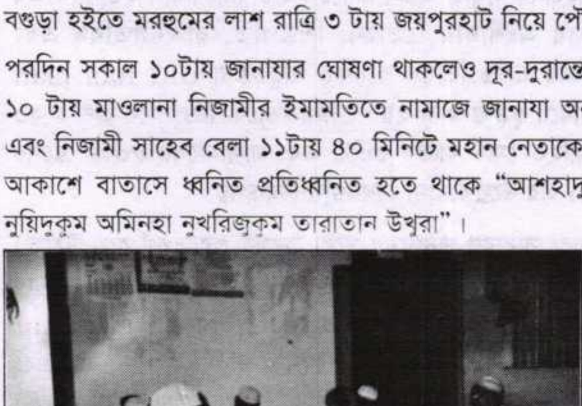

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কুরআনখানি

মাওলানা নিজামী যখন বলেন, "আয় আল্লাহ তোমার এক প্রিয় মুরুব্বীকে এখানেই রেখে গেলাম। আয় আল্লাহ তুমি তাঁর কবরকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দিও...।

আবেগাপ্লুত কণ্ঠে মাওলানা নিজামী পবিত্র কুরআনের আয়াত "ইয়া আইয়াতুহান্নাফসুল মুতমাইন্নাহ তুরজেয়ী ....(অর্থাৎ হে প্রশান্ত আত্মা ফিরে যাও তোমার রবের দিকে সন্তুষ্টি সহকারে) উচ্চারণ করছিলেন জনতা আমিন! আমিন! বলে কাতর কণ্ঠে কবুলের জন্যই কাঁদছিলেন। মুনাজাতের সে দৃশ্য সেখানে অভাবিত এক জান্নাতী আবহের সৃষ্টি করে।

বিশ্বজুড়ে বিকাশমান পরিবহন রেলওয়েঃ
বাংলাদেশের করণীয়

এ, কে, এম, আবদুল ওয়াদুদ
কার্যকরী সভাপতি, বি, আর, ই, এল

উৎপাদন স্থান বা উৎসস্থান বা পর্যাপ্ত সরবরাহস্থান থেকে ব্যবহার বা ভোগের স্থানে বা গন্তব্য স্থানে বা অপর্যাপ্ত সরবরাহ স্থানে দ্রব্য সামগ্রী বা মানব সম্পদ স্থানান্তর করাকে পরিবহন বলে। পরিবহনের ইতিহাস মানব ইতিহাসের মতই পুরাতন। স্থান হতে স্থানান্তর দেশ হতে দেশান্তরে মানব সম্পদ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি গমন ও প্রেরণে নিঃসন্দেহে পরিবহন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

স্থল পরিবহনের মধ্যে রেল পরিবহন পরিবারের তুলনামূলক নবীন সদস্য। শিল্প বিপ্লবের পর শিল্পায়নের সাথে সাথে রেল পরিবহনও সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৮২৫ সাল থেকে ১৮৮৫ সালে পেট্রোল মোটরগাড়ী চালু এবং ১৮৯৭ সালে ডিজেল ইঞ্জিন চালুর পূর্ব পর্যন্ত রেল পরিবহনই স্থল পথে একক প্রাধান্য বিস্তার করে। বর্তমান দশকের গোড়ার দিকে সড়ক পথে বিরক্তিকর যানজট, অধিক জ্বালানী খরচ ও কোলাহলপূর্ণ পরিবেশের কারণে পরিবহন ব্যবস্থা আবার রেলের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। অত্যাধুনিক দ্রুতগামী রেলইঞ্জিন উদ্ভাবনের কারণে জাপানে বিমান পরিবহনই রেল পরিবহনের নিকট মার খাচ্ছে।

রেলগাড়ীর জন্মভূমি ইউরোপসহ পৃথিবীর সর্বত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব রূপান্তর প্রক্রিয়া চলছে। পরিবহনবাজারে রেলওয়েগুলি পূর্বের স্থবির অবস্থা কিছুটা কেটে উঠে উৎসাহজনক সমৃদ্ধি অর্জন করছে। ইন্টারন্যাশানাল ইউনিয়ন অব রেলওয়ে UIC এ কাজ বিপুল সংখ্যক রেলওয়েগুলির অংশীদার, ভোক্তা, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ এবং অর্থনীতিবিদদের এই সংগে জড়িত করেছে। সর্বোচ্চ সীমার প্রশস্ত ভিত্তির কার্যকর পরিকল্পনা UIC Rail plan প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলগত দলিল '৯৭ সালের অক্টোবরে চূড়ান্ত করা হয়। মৌলিকভাবে '৯৬ সালে প্রণীত ২০ সালা পরিকল্পনায় ২০১০ সালের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী পরিবাহিত মোট যাত্রীর ৩০% এবং মালামালের ৫০% রেলের মাধ্যমে পরিবহনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এই Plan এর উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি নিম্নরূপঃ

পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জীবনমান নিয়ন্ত্রণ নীতি নির্ধারক এবং সাধারণ জনগনের মধ্যে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। রেল পরিবহন নিরাপত্তা, শক্তির মিতব্যয়, পরিবেশের বন্ধুত্বপূর্ণতা ইত্যাদি বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে আত্মতৃপ্ত হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হবে। UIC এবং CER এর বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত Group of Environment Co-ordinator দের ৯৭ সালে বুদাপেষ্ট সম্মেলনে বাহ্যিক খরচ, শব্দ, বিপদজনক পণ্যের পরিবহন, শক্তি ব্যয় এবং আগাছা নাশক এর ব্যবহার। জীবাশ্ম জাতীয় জ্বালানী ব্যবহারের সাথে পরিবেশের পরিবর্তন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিল্প ও পরিবহন সেক্টরে সর্বাধিক জ্বালানী ব্যবহার হয়। পরিবহন মাধ্যম নির্বাচনে দূর্ঘটনা, শব্দ, বায়ু দূষণ ও আবহাওয়া পরিবর্তন এ চারটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। দূর্ঘটনা ও দূষণ পরিবহন ব্যবহারকারীরা উৎপন্ন করলেও অধিকাংশ খরচ গোটা সমাজইকেই বহন করতে হয়। আই ডব্লিউ ডব্লিউ IWW এবং আই এন এফ আর এ এস (INFRAS) এর যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ডসহ ১৭টি ইউরোপীয় দেশের এই খরচ (যা বাহ্যিক খরচ বা eaternal cost হিসেবে পরিচিত) ২৭২০০ কোটি ইউরো এর ৯২% ভাগের জন্যই সড়ক পরিবহন দায়ী। রেল পরিবহন মাত্র ১.৭% ভাগের জন্য দায়ী। এই খরচ মোট ইউরোপীয় জি.ডি. পি (GDP) এর ৪.৬%।

দূষণ ও দুর্ঘটনা , অজ্ঞাত খরচের কারণ সহজে বুঝা যায় না। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্রের মতে বৎসরে ঢাকার বায়ু দূষনের কারণে বৎসরে ১৫ হাজার লোক মারা যায় শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে কালো ধোঁয়ামিশ্রিত দূষিত বাতাসের সাথে সীসা অন্যান্য কণা বাতাসে প্রবেশ করে রক্তের সাথে মিশে যাচ্ছে। এতে নানা ধরনের ফুসফুসীয় রোগ, হৃদরোগ, এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে।

এমতাবস্থায় পরিবহন বাজারে এমন একটি মাধ্যমের দ্রুত উন্নয়নকে উৎসাহিত করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে যার দূষণ তুলনামূলকভাবে কম। এক্ষেত্রে রেলওয়ে পরিবহন ভাল সুযোগ দিতে পারে দ্রুত, নিরাপদ, অধিক যাত্রী বা মালামাল পরিবহনে এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশের নিশ্চয়তা দিতে পারে। RTRI রেলওয়েজ-এন্ড ক্লাইমেটিক চেঞ্জ নামক বইতে এ বিষয় বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছে।

চীন বেইজিং সাংহাই রুটে ১২০০ কোটি ডলার ব্যয়ে ১৩০০ কিঃমিঃ হাইস্পিড রেল লাইন নির্মাণ কর্মসুচী নিয়েছে। গুয়াংঝু (Guangzheu) হংকং রুটে ২০০ কিঃমিঃ ঘন্টা গতিতে চালার উপযোগী X-২০০০ নামে একটি টিল্টিং ট্রেন চালু করেছে।

ইন্দোনেশিয়া জাকার্তা-সিমারাং সুরাবিয়া ৬২০ কিঃমিঃ মেইন লাইন বিদ্যুতায়ন কর্মসূচী নিয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) এর পরিবেশ এবং উপশহর পরিকল্পনা সেক্টর কমিটি রেলপথ নির্মাণের সুপারিশ করেছে। উল্লেখ্য যে আরব আমিরাতে কোন রেলপথ নেই।

বৃটেন ২০০৬ সালের মধ্যে ওয়েষ্ট কোষ্ট মেইন লাইন (WCML) এ ৮০০ কিঃমিঃ রেলপথের উন্নয়ন করে লন্ডন-বার্মিংহাম লিভারপুল-ম্যানচেষ্টার গ্লাসগো রুটে ২২৫ কিঃমিঃ ঘন্টা গতির টিল্টিং ট্রেন চালুর উদ্যোগ নিয়েছে।

জার্মানীতে ক্লোলন-ফ্রাঙ্কফুট এবং নরেনবাগ-লিপজিগ/হেল (Liepgig/Halle) হাইস্পীড লাইন আগামী শতাব্দীর প্রথম দিকে চালু হবে।

স্পেনে মাদ্রিদ সেভিল (Siville) ৪৭১ কিঃমিঃ দীর্ঘ হাইস্পীড রেলপথ চালুর ফলে ভ্রমণ সময় ২ ঘন্টা ১০মিঃ হওয়ায় বিমানযাত্রী কমে গেছে। জারাগোজা (Zaragoza) অত্যন্ত পর্বত সংকুল এলাকা দিয়ে মাদ্রিদ বার্সিলোনা রেলপথ নির্মীত হচ্ছে।

অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড রেলওয়ে ব্রিসবেন রকহ্যাম্পটন ৬২২ কিঃমিঃ মেইন লাইনে টিল্টিং ট্রেন চালু করেছে। এতে ভ্রমন সময় ১৪ ঘন্টা থেকে ৯/.৫০ ঘন্টায় নেমে এসেছে।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতেও রেলওয়ে উন্নয়ন সম্প্রসারণ এবং বাজার সম্প্রসারণে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিভিন্ন দেশের নগর মহানগরগুলিতে সড়ক পরিবহনে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মেট্রো রেলপথ নির্মাণ করছে। থাইল্যান্ড ব্যাঙ্কক নগরীতে ২৩৭ কিঃমিঃ গ্রীনলাইন হেভী মেট্রো নেটওয়ার্ক নির্মাণ করছে।

ব্রাজিলের বৃহৎ নগরী এবং বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম নগরী সাওপাওলো (Sao Paulo) ২০০৪ সালের মধ্যে ৮৫কিঃমিঃ মেট্রো রেল লাইন নির্মাণ করবে এবং ২০২০ সাল পর্যন্ত বর্তমান ৪৯ কিঃমিঃ সহ ৩৪০ কিমিঃ লাইন নির্মাণ করবে।

আগামী সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য UIC ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপঃ

উচ্চ শব্দ (Noise) স্পন্দন (Vibration) নিয়ন্ত্রণ, শান্তভাবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রেল সম্প্রসারণ, ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ রক্ষায় রেলওয়ের ভূমিকা ইত্যাদি

বিষয়ে মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে। এবারে বাংলাদেশের রেল পরিবহনের দিকে দৃষ্টি দেয়া থাক। দেশে অবকাঠামোর চিত্র নিম্নরূপঃ

ছক-১

বিভিন্ন সময়ে রেলওয়ের অবকাঠামোর অবস্থাঃ

বৎসর	রেল পথ কিঃ মিঃ	লোক মোটিভ	যাত্রীবাহী কোচ	ওয়াগন
১৯৬৯-৭০	২৮৫৮	৪৮৬	১৬৪৩	১৬৮৩৩
১৯৯৭-৯৮	২৭৩৩	২৭৫	১৪১০	১১২৪৩

উল্লেখিত ছক বিবেচনায় দেখা যায় বিভিন্ন সুবিধা থাকার পরও স্বাধীনতা পরবর্তী সকল সরকার রেল সম্প্রসারণের ব্যাপারে কোন নজর দেয়নি বললেই চলে। অপর দিকে সড়ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। ফলে যানবাহন সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছি। নিম্নে সড়ক উন্নয়নের একটি বিবরণী দেওয়া হলঃ

বৎসর	পাকা সড়ক কিঃমি	মোট সড়ক কিঃমিঃ	প্রতি ১০০ বঃকিঃমিঃ
১৯৪৭	৬০	৩৮৬	০.২৭
১৯৯৪	৮৮৬২	১৫,৬০৪	১০.৬০
১৯৯৬	-	১৭২৭৭	১১.৬০

আমাদের রেলওয়ের প্রধান সমস্যা অবকাঠামো গত সমস্যা বর্তমান রেল ব্যবস্থা বাংলাদেশের পরিবহন কার্যক্রম চালানোর জন্য বিশেষ ভাবে নির্মীত হয়নি। উপনিবেশিক আমলে বৃটিশরা দু,টি প্রধান করিডোর পাট রপ্তানীর সংযোগ এবং অপরটি প্রধানতঃ আসামের পাহাড়ী এলাকায় উৎপাদিত পন্য রপ্তানীর জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে সংযোগ দু,'টি করিডোরের মধ্যে ১৮৯৫ সাল থেকে লাকসাম চাঁদপুর Rly এর মাধ্যমে গোয়ালন্দ হয়ে আন্তঃ সংযোগ এবং বঙ্গ ভঙ্গের পর টঙ্গী আখোউড়ার মাধ্যমে নারায়নগঞ্জ গোয়ালন্দ হয়ে আন্তঃ সংযোগও চালু ছিল। রেল ব্যবস্থাকে বর্তমান প্রেক্ষিত বিবেচনা ঢাকামুখী না করায় পরিবহনের ক্ষেত্রে Rly কার্যকর ভূমিকা রাখছেনা।

আগামী শতাব্দীতে ও বিশেষত পরিবেশ দূষণ ও বর্ধিত পরিবহন চাহিদা বিবেচনা করে উল্লেখিত করিডোরগুলির উন্নয়ন প্রয়োজন। ঢাকা চট্টগ্রাম করিডোর সর্বাধিক যাত্রী ও মালামাল পরিবাহিত হয়। চট্টগ্রামের প্রধান সড়ক বন্দর থাকায় আমদানী ও রপ্তানী পণ্য এই করিডোরের মাধ্যমেই পরিবাহিত হয়। দাউদকান্দি সেতু চালুর পর থেকে যানবাহন বৃদ্ধি এবং যমুনা সেতু চালুর মাধ্যমে সেই বৃদ্ধি আরও ত্বরানিত হয়। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহা সড়ককে বিভিন্নস্থানে দিনভর যানজট লেগে থাকে। তাছাড়া জ্বালানী ব্যয় ও পরিবেশ দূষণ তো থাকেই। এসব বিষয় বিবেচনা করে ঢাকা লাকসাম কর্ড রেলপথ ডাবল লাইনসহ নির্মাণের কর্মসূচী এখনই নেয়া প্রয়োজন। নিম্নে ২০১০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের মালামাল হ্যান্ডলিং এর পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

ছক-২

বৎসর	আমদানি হাঃমেঃ টন	রপ্তানী হাঃ মেঃ টন	মোট হা ,মো	কন্টেনার
১৯৯৪-৯৫	৮৯২৫	১৩৫৪	১০,২৭৯ ,,	১,৬৫৬৫০
১৯৯৯-২০০০	৯৩২৮	২৩২৭	১১,৬৫৫ ,,	৪,৫৮,০০০
২০০৪-২০০৫	১০,৭৬১	২৭৫৯	১৩,৫২০ ,,	৭,৬৫০০০
২০০৯-২০১০	১২,৮১৭	৩৫১৬	১৬,৩৩৩ ,,	

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে চট্টগ্রাম বন্দরে হ্যান্ডলিংকৃত কন্টেইনারের ৭০ ভাগ ঢাকামুখী। তা হলে ২০০৫ সালে ঢাকামুখী কন্টেইনারের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫,৩৫৫০০ টি ই ইউ এস (TEUS) বর্তমান রেল ও সড়ক অবকাঠামো এই বিপুল পরিমাণ কন্টেটনার পরিবহনে সক্ষম নয়। চিনকী আস্তানা-লাকসাম ডাবল লাইন বাস্তবায়ন এবং ডাবল লাইনসহ লাকসাম ঢাকা কর্ড রেলপথ বাস্তবায়নই এর কার্যকর সমাধান হতে পারে। রেলওয়ে প্রকাশিত তথ্যবলী বলা থেকে জানা যায় প্রতি (TEUS) কন্টেটনার পরিবহনে বিগত বৎসর গুলিতে প্রায় ৫০০০/= কেটি টাকা আয় করেছে। এই মান স্থির ধরা হলেও রেল যদি ৪,০০,০০০ টি ই ইউ কন্টেইনার পরিবহন করলে এ খাতে বার্ষিক আয় হবে প্রায় ২০০ কোটি টাকা। যাত্রী পরিবহন পার্শ্বেল এবং গুডস বাবদ আয় আছেই।

ঢাকা-খুলনা করিডোর দেশের ২য় গুরুত্বপুর্ণ করিডোর। এই করিডোরের খুলনা অঞ্চলের জেলাগুলির সাথে রেল পথে দূরত্ব অনেক বেশী। অন্যদিকে ফেরী হয়ে সড়ক পথের দূরত্ব অনেক কম। নিম্নের ছক থেকে এটা সহজে বুঝা যাবে।

ছক-৩

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শহর ও বন্দরের সাথে সড়ক ও রেলপথে দূরত্বের তুলনা

শহর/বন্দর	রেলপথে দূরত্ব কিঃমি	সড়ক পথে দূরত্ব কিঃ মিঃ
যশোহর	৫৭১	২৭৩
খুলনা	৬২৮	৩৩৫
মংলা	সংযোগ নাই	৩৯০

প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুতে রেলপথ নির্মাণ। সেতুর উভয় পারে ঢাকা ও খুলনার সাথে সংযোগ রেলপথ নির্মাণ এবং বরিশার্লের সাথে সংযোগ রেলপথ নির্মাণ দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী পরির্তন সাধন করবে। প্রস্তাবিত রূপসা সেতু রেলপথসহ নির্মাণ এবং খুলনা মংলা রেলপথ নির্মাণ করলে দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দরের সাথে রাজধানীর রেলযোগাযোগ স্থাপিত হবে। উল্লেখিত সবকটি মিলে বড়জোর ৩০০ কিঃমিঃ রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে এই করিডোরে রেল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

এবার ৩য় গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা-উত্তর পশ্চিম করিডোর প্রসঙ্গে আসছি। ঢাকা করিডোরে দেশের বৃহত্তম রেল ও সড়ক সেত যমুনা সেতু অবস্থিত। রেলের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণের কারণে একই সাথে এই রুটে রেলপথ চালু হয়নি। তাই এ করিডোরের রেল ব্যবস্থাকে ঢাকামুখী করার জন্য বগুড়া যমুনা সেতু বাইপাস রেলপথ এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের সাথে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে সংযোগ স্থাপনের জন্য তারাকান্দি যমুনা সেতু রেলপথ বাস্তবায়ন কর্মসূচী দেয়া প্রয়োজন।

ঢাকা-সিলেট দেশের ৪র্থ গুরুত্বপূর্ণ করিডোর। এ করিডোরে অচিরেই ভৈরব সেতু নির্মীত হচ্ছে। আমরা ইতোপূর্বে এই সেতু রেলপথসহ নির্মাণ প্রস্তাব করেছি এবং সেতু-ছাতিয়ান বাইপাস রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব করেছি। রেলপথটি নির্মাণ করলে এ রুটে আখাউড়া ইঞ্জিন পরিবর্তনের সমস্যা দূর হওয়া সহ প্রায় ৫০ কিঃমিঃ দুরত্ব কমবে। রেলপথ নির্মাণ করতে হবে মাত্র ৪০/৪৫ কিঃমিঃ।

খুলনা-উত্তর পশ্চিম করিডোর দেশের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ করিডোর। এ করিডোরে পঞ্চগড় বাংলাবান্ধা সংযোগ রেলপথ নির্মাণকরা গেলে মংলা বন্দর থেকে নেপাল ও ভূটানের মালামাল পরিবহন করা যাবে।

সর্বশেষ চট্টগ্রাম-সিলেট ৬ষ্ঠ করিডোর প্রসঙ্গ। এ করিডোরে কুশিয়ারা সেতুতে রেলপথসহ শ্রীমঙ্গল-মৌলভীবাজার-সিলেট বাইপাস রেলপথ নির্মাণ করা গেলে শ্রীমঙ্গল-সিলেটের বর্তমান দুরত্ব ৯০ কিঃমিঃ থেকে কমে ৫০ কিঃমিঃ এ

দাঁড়াবে। ফলে ভ্রমণ সময় এবং ভাড়া কমবে। শ্রীমঙ্গলে একটি রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে (EPZ) BICD স্থাপনের মাধ্যমে এ এলাকার ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

উল্লেখিত ৬টি করিডোর ছাড়াও চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া এটি ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে রুটের অংশ দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ নির্মাণ করা গেলে পৃথিবীর সুন্দরতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার পর্যটন শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। এছাড়া কুতুবদিয়া বা মহেশখালীও প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের পর রেল সংযোগ সহজ হবে।

৬টি করিডোর এবং দোহাজারী কক্সবাজার রেলপথের ব্যাপারে এখানে শুধু কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিটি রেলপথের যৌক্তিকতা স্বল্প পরিসরে বর্ণনা সম্ভব নয়। উল্লেখিত করিডোর গুলির প্রস্তাবিত রেলপথগুলি বাস্তবায়ন করলে অবকাঠামোগত সমস্যা লাঘব হবে এবং রেল ব্যবস্থা ঢাকামুখী হবে। সবকটি মিলে মাত্র ৮০০ কিঃমিঃ রেলপথ নির্মাণ আমাদেরকে লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে।

রেলপথ সম্প্রসারণ কার্যক্রম ছাড়াও আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

রেলপথ আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ১২০ কিঃমিঃ এর অধিক গতিতে ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করা।

বৈদ্যুতিক ট্রেন চালুর ব্যবস্থা করা। বিশেষতঃ ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালুর মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ও যানজট সমস্যার মোকাবেলা করা।

কারখানাগুলির উৎপাদন সামর্থ্য বৃদ্ধি করা এবং আভ্যন্তরীণ ভাবে লোকোমোটিভ কোঁচ এবং ওয়াগন উৎপাদানের ব্যবস্থা করা।

এক্ষেত্রে সরকার বা নীতি নির্ধারকরা পদক্ষেপ না নিলে দেশের বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিবিদ, পরিবেশবিদ, অর্থনীতিবিদসহ সর্বস্তরের জনগনকে সজাগ হতে হবে।

তথ্য সূত্রঃ

১। Annual report 1997, International Union of Railways. (UIC)

২। Final report, Bangladesh Integrated Transport Sistem Study (BITSS)

৩। International Rdilway Journal, বিভিন্ন সংখ্যা।

৪। Prograsive Railroading বিভিন্ন সংখ্যা

৫। সাম্প্রতিক পত্র পত্রিকা।

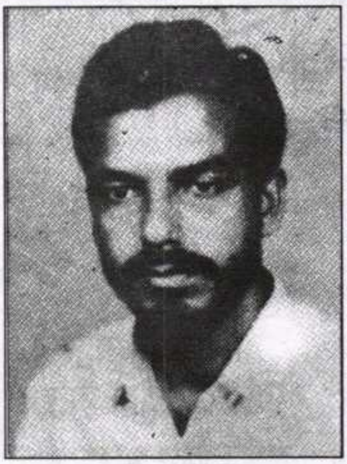

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী প্রচার সম্পাদক

মোঃ আনিছুর রহমানের ইন্তেকাল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী প্রচার সম্পাদক, ইসলামী ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ ইউনিয়ন সভাপতি ও ইসলামী ব্যাংকের লোকাল অফিসের (মতিঝিল) টেলিফোন অপারেটর মোঃ আনিসুর রহমান গত ১৭ই অক্টোবর'৯৯ রোববার বেলা ২টায় ব্যাংকে কর্মরত অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আকস্মিকভাবে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৩৭ বছর। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধ পিতা-মাতা, স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আনিসুর রহমান ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সংগঠক।

ছাত্রজীবনে তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সভাপতি ছিলেন। ইসলামী ব্যাংক লোকাল অফিসে মরহুমের নামাযে জানাযা শেষে তাকে পরদিন সোমবার মোমেনশাহী জেলার গফরগাঁও থানার নিজ গ্রামে দাফন করা হয়।

জামায়াতের শোক প্রকাশ

আনিসুর রহমানের আকস্মিক ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগীর আমীর এটিএম আজহারুল ইসলাম নিম্নোক্ত শোকবাণী দিয়েছেন। এদেশে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি দীর্ঘদিন যাবত তার মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে নিরলসভাবে ইসলামী ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

দ্বীন-প্রতিষ্ঠায় তার যাবতীয় নেক আমলসমূহ কবুল করে আল্লাহ যেনো তাকে জান্নাত নসীব করেন।

আজহারুল ইসলাম মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং তার অকাল মৃত্যুতে পরিবারের যে অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে মহান আল্লাহ যেন তাদের ধৈর্য ও মনোবল দান করেন সে জন্য দোয়া করেন।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক প্রকাশ

বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আনিসুর রহমানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ, তার মাগফিরাত কামনা এবং পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে পৃথক পৃথক বিবৃতি দিয়েছেন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী ও সেক্রেটারী অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান ঢাকা মহানগরী প্রজার সম্পাদক আনিসুর রহমানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বিবৃতিতে বলেন, ইসলামী আদর্শ ও কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে এ দেশে শ্রমজীবি ও মেহনতী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মরহুম যেভাবে কাজ করে গেছেন, তা কবুল করে আল্লাহ যেনো তাকে জান্নাত নসীব করেন। ইসলামী ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে কর্মচারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অধিকার আদায়ে তার ভূমিকা সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহানগরী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মাওঃ আনিছুর রহমান ও সেক্রেটারী মির্জা মিজানুর রহমান অনুরূপ শোক বানীতে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

এ ছাড়া শোকবাণী প্রদান করেন ব্যাংকার্স কল্যাণ পরিষদ, ইসলামী ব্যাংক কল্যাণ সমিতি এবং ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ শাখার বায়তুল মাল সম্পাদক ও ইসলামী ছাত্র শিবির জগন্নাথ কলেজের সাবেক সভাপতি নূরে আলম প্রমুখ।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ তালিকা

১৯৯৭-'৯৯ সেশন

০১।	সভাপতি	এডভোকেট শেখ আনছার আলী	কেন্দ্র
০২।	সহ-সভাপতি	জনাব এম, এ, তাহের	চট্টগ্রাম বিভাগ
০৩।	সহ-সভাপতি	জনাব আবুল কালাম আজাদ	রাজশাহী বিভাগ
০৪।	সহ-সভাপতি	জনাব মোঃ আরকান আলী	বি, আর, ই, এল
০৫।	সহ-সভাপতি	জনাব কবীর আহমদ মজুমদার	ঢাকা বিভাগ
০৬।	সহ-সভাপতি	জনাব মিয়া মোহাম্মদ গোলাম পরোয়ার	খুলনা বিভাগ
০৭।	সাধারণ সম্পাদক	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	কেন্দ্র
০৮।	সহ-সাধারণ সম্পাদক	জনাব মাওলানা আনিছুর রহমান চৌধুরী	ঢাকা মহানগরী
০৯।	সহ-সাধারণ সম্পাদক	জনাব আবু মোহাম্মাদ সেলিম (এডভোকেট)	রাজশাহী বিভাগ
১০।	সহ-সাধারণ সম্পাদক	জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ	ঢাকা বিভাগ
১১।	সহ-সাধারণ সম্পাদক	জনাব আমিনুল ইসলাম খসরু	বরিশাল বিভাগ
১২।	সাংগঠনিক সম্পাদক	জনাব ইকবাল হোসাইন খান পাঠান	চট্টগ্রাম বিভাগ
১৩।	প্রচার সম্পাদক	জনাব মুস্তাফিজুর রহমান	ঢাকা মহানগরী
১৪।	শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	জনাব খান মহিব্বুর রসুল	খুলনা বিভাগ
১৫।	দপ্তর সম্পাদক	জনাব আবুল হাসেম	কেন্দ্র
১৬।	কোষাধ্যক্ষ	জনাব খায়রুল ইসলাম	কেন্দ্র
১৭।	আইন আদালত সম্পাদক	জনাব এডভোকেট এস এম আব্দুল হাই	ঢাকা মহানগরী
১৮।	সাহায্য ও পূর্ণবাসন সম্পাদক	জনাব আবু তাহের খান	

সদস্য

১৯।	জনাব মুহাম্মদ শফিকুল আলম	খুলনা বিভাগ
২০।	জনাব শফিকুল ইসলাম	ঢাকা বিভাগ
২১।	জনাব আজহার আলী	রাজশাহী বিভাগ
২২।	জনাব কাজী জাহাংগীর হোসাইন	চট্টগ্রাম বিভাগ
২৩।	জনাব নুরুজ্জামান আজাদ	ঢাকা বিভাগ
২৪।	জনাব মির্জা মিজানুর রহমান	ঢাকা মহানগরী
২৫।	জনাব আব্দুস সাত্তার	চট্টগ্রাম বিভাগ
২৬।	জনাব হাজী আব্দুর রাজ্জাক	ঢাকা মহানগরী
২৭।	জনাব সাইদুর রহমান	চট্টগ্রাম বিভাগ
২৮।	জনাব হাবীবুর রহমান	রাজশাহী বিভাগ
২৯।	জনাব আফতাব উদ্দিন হাওলাদার	খুলনা বিভাগ
৩০।	জনাব মোঃ মহিউদ্দিন	খুলনা বিভাগ
৩১।	জনাব, গোলাম কবির	রাজশাহী বিভাগ
৩২।	জনাব হাফেজ আবুল হাই হারুন	সিলেট বিভাগ

সংবাদ পরিক্রমা

রাসূলের (সাঃ) শিক্ষা বাস্তবায়নেই শ্রমিকদের মুক্তি নিহিত

গোলাম আযম

জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম মে দিবস উপলক্ষে বাণী প্রদান করেছেন।

বাণীতে তিনি বলেন, মহান মে দিবসে শ্রমিক সমাজ তাদের অধিকার কায়েমের জন্যে আত্মত্যাগের উদাহরণ স্থাপন করেছিল। বিশ্বের শ্রমিক সমাজ তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অধিকার আদায়ের আন্দোলন করে কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হলেও পুঁজিবাদী অর্থনীতির মৌলিক ত্রুটির দরুন শ্রমিক-মালিক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করা আজও সম্ভব হয়নি।

সমাজতন্ত্র শ্রমিক-রাজের ধুঁয়া তুলে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ কায়েম করে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনটুকু বন্ধ করা এবং শ্রমিকদের সরকারের গোলামে পরিণত করা ছাড়া আর কোন সমাধানই পেশ করতে পারেনি। ফলে শ্রমিক রাজ কায়েমের ব্যর্থতা বুকে নিয়ে সমাজতন্ত্র তার পিতৃভূমি রাশিয়াতেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।

একথা আজ দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট যে, মানবরচিত কোন মতবাদই মানব সমস্যার সত্যিকার সমাধান দিতে সক্ষম নয়। শ্রমিকদের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করার জন্য রাসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জোর তাগিদ দিয়েছেন। শ্রমিকদের মর্যাদা রক্ষার জন্যে রাসূলের (সাঃ) তাগিদ বাস্তবায়নের মধ্যেই শ্রমিকদের প্রকৃত মুক্তি নিহিত।

বর্তমানে কলে-কারখানায় শ্রমিক মালিকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে, তার অবসান ঘটানোর জন্যে শ্রমিকদেরকে হিতকামী বানাতে হবে। তাহলে কলে-কারখানায় উৎপাদনের সত্যিকার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। তখন কারখানার উন্নতি ও শ্রমিকদের অধিকারের মধ্যে আর দ্বন্দ্ব থাকবে না। কলে-কারখানায় শ্রেণী সংগ্রামের বদলে সহযোগিতার শ্রমনীতি চালু করতে হবে। আর কোন উপায়েই কখনো শ্রমিক সমাজের মুক্তি আসবে না।

দেশের সকল স্তরে কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত শ্রমনীতি কায়েমের দৃপ্ত অংগীকারের মাধ্যমে মহান মে দিবস পালন করার জন্য আমি সকল শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ৫ই মে '৯৮ইং)

<u>শ্রমিক কল্যাণের সিবিএ প্রতিনিধি সমাবেশ</u>

সরকার দেশের কলকারখানা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে

আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর বর্ষীয়ান জননেতা আব্বাস আলী খান বলেছেন, দেশের কলকারখানা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষায় এ সরকার ব্যথ হয়েছে। এ জন্য এ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে তাদের পদত্যাগে বাধ্য করতে হবে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু না হলে শ্রমিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না।

গতকাল শুক্রবার সকালে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত পাট ও বস্ত্রকল সিবিএ প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। পাট ও বস্ত্র শিল্পে বিরাজমান সমস্যা ও তা সমা ধানের পথ উন্মোচনের লক্ষ্যে জাতীয় প্রেসক্লাব

সিবিএ প্রতিনিধি সম্মেলনে আব্বাস আলী খান

মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি এডভোকেট শেখ আনছার আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। ইন্ডষ্ট্রিয়ালিষ্ট এন্ড বিজনেসম্যান এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইউনুছ, জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক মজিবুর রহমান, ঢাকা মহানগরী জামায়াতে আমীর এ টি এম আজহারুল ইসলাম, সেক্রেটারী ডাঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের ও ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি এডভোকেট আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

শ্রমিক কল্যাণের শিক্ষা শিবির

দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মজুরি কমিশন গঠন করুন

নিজামী

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক সংসদীয় দলনেতা মওলানা মতিউর রহমান নিজামী বর্তমান দ্রব্যমূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে মজুরি কমিশন গঠনের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানিয়েছেন।

তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার মগবাজার আল-ফালাহ মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দু'দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করছিলেন।

ফেডারেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি এম, এ, তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা শিবিরের প্রথম দিবসে বিশেষ অতিথি হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন ফেডারেশনের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি ব্যারিষ্টার কোরবান আলী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট এ বি এম আনোয়ার হোসেন, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, কবির আহমদ মজুমদার, আনিছুর রহমান চৌধুরী, এডভোকেট আবু মোঃ সেলিম, খায়রুল ইসলাম, আবু তাহের খান, মহিব্বুল রসুল খান প্রমুখ।

প্রধান অতিথি জনাব নিজামী শিক্ষা শিবিরে আগত শ্রমিক নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি বলেন, শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত মুক্তি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম ছাড়া সম্ভব নয়। তিনি দ্রব্যমূল্যের সাথে সংগতি রেখে শ্রমজীবী মানুষের প্রাণের দাবী মজুরী কমিশন গঠন করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানান।

বিশেষ অতিথি ব্যারিষ্টার কোরবান আলী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নেতৃবৃন্দকে অসহায় শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ১৩ই মার্চ '৯৮ইং)

চট্টগ্রামে শ্রমিক সমাবেশে আনছার আলী

মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য ইসলামী শ্রমনীতি চাই

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি এডাভোকেট শেখ আনছার আলী বলেছেন, ১৮৮৬ সালে মে দিবসের আন্দোলন ছিলো শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার আন্দোলন। ১১২ বছর পরও শ্রমিকদের ১২ ঘন্টা, ১৮ ঘন্টা, ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতে হচ্ছে। মালিকরা শ্রমিকদেরকে মানুষ হিসেবেও গণ্য করতে চায় না। রিকশা শ্রমিকদের উপর চলছে নির্যাতন-নিপীড়ন। তাদের জন্য এখনও কোনো ভালো আইন প্রণয়ন করতে সরকার ব্যর্থ হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সরকার শ্রমিক নেতাদের সথে বৈঠক করেন কিন্তু বন্ধ-কারখানা চালু করেন না। তিনি প্রকৃত মানুষ হিসেবে মুক্তি পেতে হলে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম রিক্সা শ্রমিক আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগ ১১২তম মে দিবস পালন উপলক্ষে স্থানীয় বড়পুল চত্বরে অনুষ্ঠিত শ্রমিক জনসভায় শেখ আনছার আলী প্রধান অতিথি হিসেবে এ আহ্বান জানান। বিশিষ্ট সমাজকর্মী মুহাম্মদ আনোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী মাওঃ মুহাম্মদ শামসুদ্দিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এম এ তাহের, সহ সভাপতি ডাঃ আবদুল ওয়াছি, চট্টগ্রামে বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইকবাল হোসেন খান পাঠান, বন্দর ইসলামী শ্রমিক সংঘের সাধারণ সম্পাদক কাজী মুহাঃ জাহাঙ্গীর হোসাইন, ডবলমুড়িং থানা জামায়াতের সভাপতি বেলাল উদ্দিন

আহম্মদ ও রিকশাচালক কল্যাণ ইউনিয়নের সভাপতি হোসেন মুঃ নূরুল আলম, রিকশা শ্রমিক নেতা আনোয়ারুল আজিম ভুইয়া, এমরাত হোসেন, আবদুল মান্নান, রহমত আলী ও ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর আলম। (সোনার বাংলা ঃ ২২শে মে'৯৮)

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

পাট শিল্প রক্ষাকল্পে সরকারের নিকট দাবী সম্বলিত সুপারিশ পেশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ধ্বংসপ্রায় পাট ও বস্ত্র শিল্পকে রক্ষা করার জন্য সরকারের নিকট ১১ দফা সুপারিশ পেশ করেছে এবং এই সুপারিশমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী ৫ জুলাই ফেডারেশন দেশব্যাপী দাবী দিবস পালন করবে। গতকাল বুধবার ফেডারেশনের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ঐ ঘোষনা দেয়া হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য এডভোকেট শেখ আনছার আলী অনুষ্ঠিত হয়। এতে সি বি এ নির্বাচিত সভাপতি ও সেক্রেটারীসহ প্রায় ৪৯ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। তার উপর ভিত্তি করে ১১ দফা সুপারিশ প্রণয়ন ও গৃহীত হয়। সুপারিশমালার মধ্যে রয়েছেঃ ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ বন্ধ করতে হবে। উন্নত কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানীর ক্ষেত্রে কর মওকুফ করে, বিদেশী কাপড় ও অন্যান্য বস্ত্র এবং পাটজাত দ্রব্য আমদানীর উপর শুল্ক আরোপ করে দেশীয় পাট ও বস্ত্র খাতকে বাঁচাতে হবে।

অধিকতর কার্যকর, সক্ষম, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় প্রশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বোর্ডে শ্রমিক-কর্মচারীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। বস্ত্র ও পাটজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজার বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে সরকারকে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

তিনি বলেন, একশ্রেণীর অসৎ নেতৃত্ব সরকারী দল ও প্রভাবশালী দলের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে ইউনিয়নের নীতিমালাকে উপেক্ষা করে ট্রেড ইউনিয়ন সেক্টরকে কলুষিত করেছে। তাই সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বকে উৎসাহিত করে মালিক শ্রমিক ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে সুষ্ঠ শিল্প বিকাশের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য পুরাতন মেশিনারী অপসারণ করে আধুনিক মেশিনারী প্রতিস্থাপন করতে হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য মজুরী কমিশন বাস্তবায়ন করতে হবে। বস্ত্র ও পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেনঃ ৫৪টি বস্ত্রকলের মধ্যে ১১টি বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৮টি বন্ধ হয়ে গেছে। ৭৮টি পাটকলের মধ্যে ৬টি বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ফেডারেশন লেবার কোড ৯৪-এর শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ধারাসমূহ বাতিল, মজুরী কমিশন গঠন ও বিভিন্ন শ্রমিক স্বার্থে আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। ফেডারেশনের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলানায়তনে গত ১২ জুন পাট ও বস্ত্রকল সিবিএ প্রতিনিধি সম্মেলন করা হয়। (আল-মোজাদ্দেদ ঃ ২রা জুলাই '৯৮ইং)

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে দাবী দিবস পালিত

ধ্বংস প্রায় পাট ও বস্ত্র শিল্পকে রক্ষাকল্পে ১১ দফা সুপারিশমালা বাস্তবায়নের দাবীতে গতকাল রোববার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে সারাদেশব্যাপী দাবী দিবস পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে ঢাকায় ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ও ঢাকা বিভাগীয় সভাপতি কবির আহমদ মজুমদার এবং ঢাকা মহানগরী সভাপতি মুঃ আনিছুর রহমানের নেতৃত্বে শ্রম পরিচালক, যুগ্ম শ্রম পরিচালক ঢাকা, চেয়ারম্যান বিজেএমসি ও বিটি এমসির সমীপে ১১ দফা সুপারিশমালা প্রদান করা হয়।

এদিকে বিকালে দাবী দিবস উপলক্ষে ফেডারেশনের ঘোড়াশালের শিল্পাঞ্চলের অফিস চত্বরে আঞ্চলিক সভাপতি নুরুজ্জামান আজাদের সভাপতিত্বে এক শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতা

করেন ঢাকা বিভাগীয় সভাপতি কবির আহমদ মজুমদার সেক্রেটারী মোহাম্মদ উল্লাহ এবং শ্রমিক নেতা কাসেম আলী মোল্লা, মহিউদ্দিন, নূর আলম প্রমুখ। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ৬ই জুলাই '৯৮ইং)

পাট ও বস্ত্রকল শ্রমিকদের ১১ দফা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করুন

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন স্বাধীনতা লাভের পরে সরকার একটি স্বাধীন জাতির উপযোগী করে কোন শিল্পনীতি প্রণয়ন করতে পারেনি। ফলে বিদেশী প্রভূদের পরামর্শে স্বাধীনতার পর থেকে সকল মিল কারখানা ঢালাওভাবে রাষ্ট্রীয়করণ করে ধ্বংসের ধারপ্রান্তে পৌছে দিয়েছে। অশুভ পরিণতি হিসাবে আজকে সরকার সকল মিল-কারখানা ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ করার জন্য অন্ধ হয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছেন। তিনি বলেন, সম্পূর্ণ বিদেশী প্রভাব মুক্ত হয়ে জাতীয় স্বার্থে, শিল্পের স্বার্থে মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থে সুষ্ঠু শ্রমনীতি প্রনয়ন করতে হবে। বিশ্বব্যাংক আই এম এফ, ই ই সি ইত্যাদির খবরদারী মুক্ত হয়ে জাতীয় স্বার্থ ভিত্তিক শিল্পনীতি অনুযায়ী দেশীয় শিল্প কারখানা বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে হবে। অধ্যাপক খান আরও বলেন, ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণের নামে কলকারখানা বন্ধের ষড়যন্ত্র রোধ করা, লে-অফ ও বন্ধকৃত কল কারখানা চালু পরিকল্পিতভাবে পাট বস্ত্রকল বন্ধ ও ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র বন্ধ করা এবং মজুরী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করে অবিলম্বে তা সরকারী ও বেসরকারী মিলে বাস্তবায়নের দাবী জানান। তিনি গতকাল বিকাল ৪ ঘটিকার সময় ঐতিহাসিক অলংকার চত্বরে পাট ও বস্ত্রকল শ্রমিকদের ১১ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে আয়োজিত শ্রমিক জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পাহাড়তলী আঞ্চলিক শাখার সভাপতি জালাল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় অন্যতম বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগরীর নায়েবে আমীর অধ্যাপক আহসান উল্লাহ, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এম এ তাহের, সহসভাপতি ডাঃ ওয়াছি, সেক্রেটারী ইকবাল হোসাইন খান পাঠান, ভিক্টোরীয়া জুট এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এমাম উদ্দীন পি, টি, এম, এর নন সি, এর সেক্রেটারী ফয়েজ আহমদ জসীম, বি, আর, ই, এল এর জেনারেল সেক্রেটারী আব তাহের খান, আনোয়ারা জুটের সিবিএ এর সেক্রেটারী আবুল হোসেন, গালফ্রা হাবিবের সভাপতি আজিজ আহমদ চৌধুরী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বাড়বকুন্ড অঞ্চলের সেক্রেটারী মশিউর রহমান, গুল আহমদ জুট মিলের সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক, আমিন টেক্সটাইল এর আব্দুস সোবহান, জামাত নেতা নুরুন্নবী, ছাত্র নেতা ইউছুফ বাহার চৌধুরী, পাহাড়তলী অঞ্চলের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা আবুল হোসেন প্রমুখ। জনসভায় বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজার হাজার শ্রমিক জনতা উপস্থিত হয়ে তাদের ন্যায্য দাবী ১১ দফা বাস্তবায়নের ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। (দৈনিক কর্ণফুলী ঃ ৬ই জুলাই '৯৮ইং)

সরকার মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে দেশের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিচ্ছে

শেখ আনছার আলী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি, জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সংসদীয় দলের সচিব শেখ আনছার আলী বলেছেন, ভারতীয় আগ্রাসন থেকে দেশের শিল্প কলকারখানা রক্ষা করতে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নেই। ঢালাওভাবে শিল্প কলকারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণ করে বর্তমান সরকার দলীয় লোকদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেশ ভারতের হাতে তুলে দেবার পাঁয়তারা চালাচ্ছে।

তিনি গত ১০ জুলাই নগরীর খালিশপুর পিপলস গোল চত্বরে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা বিভাগীয় শাখা আয়োজিত এক শ্রমিক জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

সংগঠনের খুলনা বিভাগীয় কার্যকরী সভাপতি মাষ্টার শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য

সাবেক এমপি অধ্যক্ষ শাহ মোঃ রুহুল কুদ্দুস, সংগঠনের বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বক্তৃতা করেন এবিএম হাবিবুর রহমান, খান মুহিব্বুর রসুল আফতাব উদ্দিন।

বেসরকারী টার্মিনাল নির্মাণ করা হলে চট্টগ্রাম বন্দর ধ্বংস হয়ে যাবে

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনসার আলী সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান এবং ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এম, এ তাহের ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসাইন খান পাঠান গতকাল রোববার এক যুক্ত বিবৃতিতে বিদেশী কোম্পানীর মাধ্যমে কর্ণফুলির মোহনায় বেসরকারী টার্মিনাল নির্মাণের অনুমতি দানে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, বেসরকারী টার্মিনাল নির্মাণের আড়ালে আলাদা বন্দর প্রতিষ্ঠা চট্টগ্রাম বন্দরের অস্তিত্বকেই-কেবল হুমকির সম্মুখীন করবে না বরং জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিতে পারে। তারা বলেন, এ টার্মিনাল নির্মাণ করা হলে চট্রগ্রাম সমুদ্র বন্দর ধ্বংস হয়ে যাবে। বেসরকারীখাতে টার্মিনাল হলে বন্দর লোকস্যানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়ে পড়বে। নেতৃবৃন্দ এ ধরনের হঠকারী এবং আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানান। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ৩রা আগষ্ট '৯৮ই)

রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি এডভোকেট শেখ আনছার আলী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান এবং ফেডারেশনের রাজশাহী বিভাগীয় সভাপতি আবুল কালাম আযাদ ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আবু মোঃ সেলিম গতকাল মঙ্গলবার এক যুক্ত বিবৃতিতে রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের শ্রমিক-কর্মচারীদের ৫ মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ ও মিলটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর জোর দাবী জানিয়েছেন। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ১৯শে আগষ্ট '৯৮ইং)

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বন্যার্ত কর্মচারীদের মাঝে রিলিফ বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে গতকাল রোববার,বিকেলে মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রিলিফ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। রিলিফ বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আনিছুর রহমান চৌধুরী, মির্জা মিজানুর রহমান, কবির আহমদ মজুমদার, মোহাম্মদ উল্লাহ, খায়রুল ইসলাম ও এডভোকেট এস এম আব্দুল হাই প্রমুখ। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ২১-৯-৯৮ইং)

ইসলামই শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক বজায় রাখে

মাওলানা সাঈদী

জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি বলেছেন, শুধুমাত্র ইসলামই শ্রমিক-মালিক সুসর্ম্পক সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে। তিনি বলেন, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক অসম্ভব।

মওলানা সাঈদী গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত "অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক অপরিহার্য" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন জামায়াতের সাবেক এমপি অধ্যাপক মজিবুর রহমান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফেডারেশনের সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী

সেমিনার '৯৭-এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীএমপি

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি বলেন, রাসূল (সঃ) নিজ চাচাতো বোনকে জায়েদের নিকট বিয়ে দিয়ে প্রমাণ করেছেন মালিক-শ্রমিক ভাই ভাই। এতে কোন বৈষম্য নেই। কিন্তু আজ ব্যক্তি স্বার্থ বড় হয়ে যাওয়ায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে তীব্র বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। মালিক-শ্রমিকের মধ্যে বিরাজিত সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন আজ বড় বেশী প্রয়োজন। তিনি বলেন সকলে ইসলাম মেনে চললে এবং সৎ চরিত্রবান নেতৃত্ব সৃষ্টি হলে কোন বৈষম্য অবশিষ্ট থাকবে না।

সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সাপ্তাহিক সোনার বাংলা এবং নতুনপত্রের সম্পাদক মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

বলেন, বঞ্চনা এবং অসম্মান এখন শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ বাড়িয়ে দিয়েছে।

তিনি বলেন, সুন্দর কথার ফুলঝুরি দিয়ে এই দুঃসম্পর্ক দূর করা সম্ভব নয়। বরং মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে কাংখিত সম্পর্ক নিশ্চিত করা সম্ভব।

সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কনফেডারেশন অব তার্কী রিয়েল ট্রেড ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট হুসাইন তানরিভর্দি, পাকিস্তান ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক শফি মালিক প্রমুখ।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনাকালে এডভোকেট শেখ আনছার আলী বলেন, শিল্প ক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে। এ সম্পর্ক কখনোই প্রভু-ভৃত্যের সম্পক হওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, মানসিকতার পরিবর্তন, দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুভূতি, ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থের গুরুত্বদান, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, নৈতিকতা সৃষ্টি, শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সুসম্পর্ক ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ২৮-৯-৯৮ইং)

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

হাকীম সাঈদ হত্যার তীব্র নিন্দা ও শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি এডভোকেট শেখ আনছার আলী এবং কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হাকীম ও পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের সাবেক গবর্নর, হামদর্দ দাওয়াখানা ও হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হাকীম মুহাম্মদ সাঈদ আততায়ীর গুলীতে নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে গতকাল মঙ্গলবার এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, হাকীম মুহাম্মদ সাঈদ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব। তিনি তাঁর সহায় সম্বল আর্তমানবতার সেবায় উৎসর্গ করে গেছেন। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের মানুষ এই মহান ব্যক্তির অবদানের কথা যুগ যুগ ধরে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখবে। নেতৃদ্বয় হাকীম সাঈদের হন্তাদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট দাবী জানান এবং মরহুমের শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ২১-১০-৯৮ইং)

রাজশাহী বিভাগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম

দেশকে সিকিম ভুটানের অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই সরকারের পতন ঘটানো দরকার

গোলাম আযম

জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, বর্তমান সরকার যতবেশী দিন ক্ষমতায় আসীন থাকবে দেশের ততো সর্বনাশ হবে। দেশকে সিকিম ভুটানের অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই এই সরকারের পতন ঘটানো দরকার।

গতকাল শনিবার সকালে রাজশাহী জেলা পরিষদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজশাহী বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে অধ্যাপক গোলাম আযম একথা বলেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি এডভোকেট শেখ আনছার আলী এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন। কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান মূলবক্তা ছিলেন। রাজশাহী বিভাগীয় ফেডারেশন সভাপতি আবুল কালাম আজাদ সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্যের মধ্যে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, রাজশাহী মহানগরী জামায়াতের আমীর আতাউর রহমান, সেক্রেটারী তাসনীম আলম, শ্রমিক কল্যাণ বিভাগীয় সেক্রেটারী এডভোকেট আবু মোহাম্মদ সেলিম এবং সংগঠনের রাজশাহী পশ্চিম জেলা দিনাজপুর পাবনা, নওগা ও বগুড়া জেলা সভাপতিগণ বক্তৃতা করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, একমাত্র আল-কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে শ্রমিক-মজুরসহ সকল মানুষের সম ও ন্যায্য অধিকার এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হতে পারে। পাশ্চত্য মানবাধিকার নিয়ে চিৎকার করে, কিন্তু তারাই শিশুকে মায়ের বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করেছে। প্রাসাদের মহিলা কর্মীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছে। তাদের দ্বারা কখনোই শ্রমিক-মজুরের অধিকার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

তিনি বলেন, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা হয়নি। বরং অনেকগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। গ্যাস-বিদ্যুতের অভাবেও শিল্প-কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভারত থেকে অবাধে পণ্য আমদানির ফলে শিল্প মার খাচ্ছে। অথচ গ্যাস ভারতকে দেবার পাঁয়তারা হচ্ছে।

মজুরি কমিশন গঠন, শ্রমিক ছাঁটাই ও নির্যাতন বন্ধের দাবী

গতকাল শনিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির এক সভা ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রাক্তন এমপি এডভোকেট শেখ আনছার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বাংলাদেশে বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিভিন্ন দিক এবং আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী নির্ধারণ প্রশ্নে আলোচনা পেশ করেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এম এ তাহের, ঢাকা বিভাগীয় সভাপতি কবির আহমদ মজুমদার, রাজশাহী বিভাগীয় সভাপতি আবুল কালাম আযাদ, ঢাকা মহানগরী সভাপতি মওলানা আনিছুর রহমান চৌধুরী এবং রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের সভাপতি আরকান আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সভায় মজুরি কমিশন গঠন ও দ্রুত বাস্তবায়ন, শ্রমিক ছাঁটাই ও শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ করা, বন্ধ মিল কল-কারখানা চালু, সর্বনিম্ন মজুরি ৩২০০ টাকা নির্ধারণ, ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ বন্ধকরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম এবং

চট্টগ্রামে জামায়াত ও ছাত্রশিবির নেতা ও কর্মী হত্যাকারীদের অনতিবিলম্বে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করা হয়। সভায় চাল, ডাল, পেয়াজ, মরিচসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূলের উর্ধগতি রোধ, সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে দুই মাসের সমপরিমাণ বেতন অনুদান হিসেবে প্রদান, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের গ্রাচ্যুয়িটি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ যাবতীয় বকেয়া পাওনা অনতিবিলম্বে পরিশোধের দাবী জানানো হয়। সভার অন্য এক প্রস্তাবে শিল্প সেক্টর এবং শিক্ষাঙ্গনে সরকারী পেটোয়া বাহিনীর সন্ত্রাস বন্ধ করা, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বন্ধের ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়ানোর জন্য শ্রমিক-কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধআন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ৮-১১-৯৮ইং)

চট্রগ্রাম বিভাগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সম্মেলনে গোলাম আযম

আড়াই বছরের দুঃশাসন আ'লীগকে অন্ততঃ ৩০ বছর পিছিয়ে দেবে

ক্ষমতাসীন সরকারকে ভারতের তাবেদার ও দেশ পরিচালনায় অযোগ্য আখ্যায়িত করে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন আড়াই বছরের দুঃশাসনের জন্য আওয়ামী লীগ ভবিষ্যতে ৩০ বছরেও ক্ষমতায় আসতে পারবে না। তিনি বলেন, শেখ মুজিবের সাড়ে ৩ বছরের কু-শাসনের ফলে ২১ পছর পর্যন্ত ক্ষমতায় আসতে পারেনি তারা। এজন্যে ভারতের সহায়তায় ক্ষমতায় টিকে থাকতে আওয়ামী লীগ সরকার ভারতকে খুশী করার জন্য সব কিছুই করছে।

প্রবীণ জননেতা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর, ভাষা সৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম গতকাল সকালে লালদীঘি ময়দানে এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের বিভাগীয় সভাপতি এম এ তাহের। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি এডভোকেট শেখ আনছার আলী, জামায়াতের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ আবু তাহের, নায়েবে আমীর আলহাজ্ব আফসার উদ্দিন চৌধুরী, উত্তর জেলা আমীর অধ্যাপক মফিজুর রহমান ও ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। (দৈনিক কর্ণফুলী ঃ ১৪ই নভেম্বর '৯৮)

ঢাকা বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

বৃহত্তর জনস্বার্থে শ্রমিক আন্দোলনের প্রচলিত ধারার পরিবর্তন দরকার

নিজামী

দেশ ও জনগণের স্বার্থেই শ্রমিক আন্দোলনের প্রচলিত ধারার পরিবর্তন হওয়া দরকার। শ্রমিক আন্দোলনের নামে অতীতের সকল রাজনৈতিক দল ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করেছে। শ্রমিক আন্দোলন করে অনেকেই গুলশান, বারিধারায় বাড়ী গাড়ী করেছে। অনেকে ক্ষমতার মসনদেও বসেছেন, কিন্তু শ্রমিকদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি।

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এ মন্তব্য করেন।

তিনি গত শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রধান অতিথি

হিসেবে বক্তৃতাকালে উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগীয় সভাপতি কবির আহমদ মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতের নির্বাহী কমিটির সদস্য মাষ্টার সফিকউল্লাহ ও ফেডারেশনের সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী । এ ছাড়াও বক্তব্য করেন মহানগরীর জামায়াতের আমীর এটিএম আজহারুল ইসলাম, ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, খুলনা বিভাগীয় সভাপতি শফিকুল আলম, চট্টগ্রামের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল খান পাঠান ও ঢাকা মহানগরী সভাপতি মাওলানা আনিছুর রহমান চৌধুরী প্রমূখ।

মাওলানা নিজামী বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন বেড়েছে। বর্তমানে চলছে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পালা। দেশের বড় বড় শিল্প কারখানাসমূহ বিরাষ্ট্রীয়করণের নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। তিনি মজুরী কমিশন গঠনসহ শ্রমিকদের সকল ন্যায্য দাবী মেনে নেয়ার জন্যে সরকারের নিকট জোর দাবী জানান। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ৬ই ডিসেম্বর '৯৮)

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ব্যাংকে ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধের সিদ্ধান্তের নিন্দা ও প্রতিবাদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি এডভোকেট শেখ আনছার আলী এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ব্যাংকে ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধের সরকারী সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে গতকাল মঙ্গলবার এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন।

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধ করা মৌলিক অধিকার হরণ ও আই এল ও কনভেনশন বিরোধী। আওয়ামী সরকার ৭৪ সনে সকল রাজনৈতিক দল ও পত্রপত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে বাকশাল গঠন করেছিল। আর বর্তমান ক্ষমতায় থেকে ব্যাংকগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধ করা বাকশালী চরিত্রের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।

ব্যাংকগুলোতে ট্রেড ইউনিয়নের নামে অসৎ নেতৃত্ব, সমাজতান্ত্রিক নেতৃত্ব, দ্বান্দ্বিক মতবাদ সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এ ব্যাপারে সাধারণ শ্রমিক-কর্মচারীদের দায়ী করা যায় না। যেসব কারণ দেখিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধ করার ষড়যন্ত্র চলছে তা-ত্রিপক্ষীয় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংশোধন করা সরকারের, দেশ ও ব্যাংকের অগ্রগতির জন্য উত্তম। তারা ব্যাংকগুলোতে ইউনিয়ন বন্ধ করার আত্মঘাতি পদক্ষেপ নেয়া থেকে সরকারকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ১৬ই ডিসেম্বর'৯৮)

হোটেল শ্রমিকদের দুই মাস বেতনের সমপরিমান ঈদ বোনাস প্রদান করুন

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

দিনের বেলায় হোটেল-রেঁস্তোরা বন্ধ, রমযানের পবিত্রতা রক্ষা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ এবং রমযান উপলক্ষে হোটেল শ্রমিকদের দু'মাসের বেতনের সমপরিমাণ ঈদ বোনাস প্রদানের দাবী জানিয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাবেক এমপি শেখ আনছার আলী এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান গতকাল বুধবার এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় রমযান মাসের শুরুতেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য লাগামহীনভাবে বেড়ে যাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে অসহায় শ্রমিক-কর্মচারীরা অনাহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। পবিত্র রমযানের পবিত্রতা রক্ষা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি রোধ এবং হোটেল শ্রমিকদের দু'মাসের বেতনের সমপরিমাণ ঈদবোনাস প্রদানের জন্য তারা জোর দাবী জানান। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ২৪শে ডিসেম্বর'৯৮)

আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হলেই শ্রমিকদের কল্যাণ আসবে

কামারুজ্জামান

সিলেট অফিসঃ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেছেন, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল শ্রমিকদের সত্যিকারের কল্যাণ আসবে।

জনাব কামারুজ্জামান গতকাল শুক্রবার বিকেলে সিলেট শহরের ঐতিহাসিক শারদা হলে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে একথা বলেন।

জনাব কামারুজ্জামান আরও বলেন, দীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ের মধ্যদিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হলেও শ্রমিক-মজুর-মেহনতি মানুষের সরকার বদল হয়েছে কিন্ত শ্রমিকরা যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। ইসলামী শ্রমনীতিই কেবল পারে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। তাই আসুন আমরা সকলে মিলে আল্লাহ প্রদত্ত আইন কায়েম করে সুখী-সমৃদ্ধ কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় একযোগে কাজ করলে ইনশাআল্লাহ একদিন শান্তি আসবেই।

সম্মেলনের ১ম অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনসার আলী, সিলেট মহানগর জামায়াতের আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বক্তৃতা করেন শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নাহ, শাহ আলম, মিজানুর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক, আবদুল ওয়াহেদ, খুরশেদ আলম, ময়েন মিয়া, জয়নাল আবেদীন প্রমুখ।

পরে হাফেজ আবদুল হাই হারুনকে সভাপতি এবং জয়নুল আবেদীনকে সেক্রেটারী করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট সিলেট বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতিত করেন বিভাগীয় বিদায়ী আহ্বায়ক আহমদ হোসাইন। (দৈনিক সংগ্রামঃ ২০শে মার্চ '৯৯ইং)

আদমজী জুট মিলে হতাহতের ঘটনায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ

বিগত কয়েকদিন যাবত আদমজী জুট মিলে ক্ষমতাসীন সিবিএ এর সাথে অব্যাহত সংঘর্ষে কয়েকজন নিরীহ শ্রমিক নিহত এবং বহু সংখ্যক শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান এবং ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগীয় সভাপতি কবির আহমদ মজুমদার ও সেক্রেটারী মোহাম্মদ উল্লাহ গতকাল শনিবার এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আওয়ামী বাকশালী চক্রের ছত্রছায়ায় বর্তমানে পরাজিত সিবিএ সমর্থিত শ্রমিকরা কাজ না করে বেতন ভাতা গ্রহণ করে দীর্ঘ ৮/৯ বছর যাবত মিলের কোটি কোটি টাকা লোকসান করেছে। তাদের অব্যাহত সন্ত্রাসে আদমজী অঞ্চলের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হয়েছিল। বর্তমানেও তারা আদমজী জুট মিলে দলীয় আধিপত্য বিস্তারকল্পে হানাহানিতে লিপ্ত রয়েছে। তারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদান করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানান। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ১৮ মার্চ '৯৯ইং)

সাপ্তাহিক ছুটির দিনে যথানিয়মে দোকান ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখুন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম সদর আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ ইউনুছ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক এসএম লুৎফর রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে ১৯৬৫ সালের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন অনুযায়ী সাপ্তাহিক ছুটির দিনে যথানিয়মে দোকান ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার জন্য সর্বস্তরের দোকান মালিক ও মালিক সমিতির প্রতি দাবী জানিয়েছেন। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ৬ই এপ্রিল '৯৯)

ভারতীয় বাস এদেশে চললে আমাদের পরিবহণ শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি এডভোকেট শেখ আনছার আলী এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ঢাকা কলকাতা বাস সার্ভিস চালুর নামে দিল্লীর চানক্য কুটনীতিকরা সুকৌশলে দীর্ঘদিনের কাঙ্খিত ট্রানজিট সুবিধা আদায়ের যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন।

নেতৃদ্বয় বলেন, তিনদিক দিয়ে ভারতীয় সীমান্তবেষ্টিত বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থানে রয়েছে। তাই ভারতীয় পণ্যের অবাধ বাণিজ্যের দেশ বাংলাদেশে যদি ভারতীয় গাড়ী সরাসরি চলাচল করে তাহলে ভারতীয় আগ্রাসনের কারণে পাট, বস্ত্র ও চিনিসহ আমাদের পরিবহন শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে লাখ লাখ পরিবহন শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে। তারা সরকারকে সড়ক পরিবহন শিল্প ধ্বংসকারী আত্মঘাতী এই অসম চুক্তি বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ১২ এপ্রিল'৯৯ইং)

মহান মে দিবসে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের আলোচনা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে মহান মে দিবস উপলক্ষে শাহজাহানপুরস্থ মাহবুব আলী মিলনায়তনে মহানগরীর সভাপতি মাওলানা আনিছুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী ও জামায়াতের মহানগীর আমীর এ, টি, এম আজহারুল ইসলাম।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জামায়াতের ঢাকা মহানগরীর সহকারী সেক্রেটারী রফিকুল ইসলাম খান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগীয় সভাপতি কবীর আহমদ মজুমদার, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট এস এম আবদুল হাই, টি এন্ড টি আদর্শ ফেডারেল ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ মহির উদ্দীন, লতিফ বাওয়ানী জুট মিল শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের সভাপতি মিয়া মাহবুবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইলিয়াস, ব্র্যাক প্রিন্টার্স কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) সভাপতি মকবুল হোসেন, রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সৈয়দ মোঃ শরীফ, ডেমরা করিম জুট মিলের শ্রমিক নেতা আব্দুল বারী প্রমূখ নেতৃবৃন্দ। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন ফেডারেশন মহানগরীর সেক্রেটারী মির্জা মিজানুর রহমান।

মহানগরী আমীর, এ, টি, এম, আজহারুল ইসলাম বলেন, আমাদের দূর্ভাগ্য যে, আমরা ১৮৮৬ সালের সিকাগো শহরের আন্দোলন এবং ৮ ঘন্টা কর্মঘন্টা হিসেবে নির্ধারণের কথা স্মরণ করলেও আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) ১৪শত বৎসর পূর্বে শ্রমিকদের যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন তা বেমালুম ভুলে গেছি। তিনি বলেন, শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক ভাইয়ের সম্পর্ক একথা ইসলামের নবী শিখিয়ে গেছেন। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার শ্রমিকদের জন্য কিছুই করছে না। বরং প্রায় দুই হাজার শিল্পকে রুগ্ন ঘোষণা করে হাজার হাজার শ্রমিকের ওপর বেকারত্বের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে।

তিনি উল্লেখ করেন, গোটা সমাজে পচন ধরেছে। তাই সমাজকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে ইসলামী আইন কায়েম করতে হবে। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ৩রা মে '৯৯ইং)

শেখ আনছার আলী ইন্টারন্যাশানাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার এর সহ সভাপতি নির্বাচিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য এডভোকেট শেখ আনছার আলী "ইন্টারন্যাশানাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার" এর অন্যতম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১০ ও ১১ই জুন জেনেভায় অনুষ্ঠিত কনফেডারেশনের সম্মেলনে

এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ আনছার আলী দীর্ঘদিন থেকে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে জড়িত আছেন। ১৯৬৮ সালে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা লগ্নে খুলনা বিভাগের সভাপতি, ১৯৭৭-৭৯ সাল থেকে ঢাকা বিভাগীয় সভাপতি এবং ১৯৮৯ সাল থেকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ১৯৭০-৭১ সালে তিনি খুলনা এজক্স জুট মিলস সিবিএ-এর সভাপতি এবং পিপলস জুট মিলস সিবিএ-এর সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৯০-৯৫ পর্যন্ত জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফেডারেশনের উক্ত সম্মেলনে মিশরের জামাল আল বান্না প্রেসিডেন্ট এবং মরক্কোর সাঈদ আল হাসান সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হয়েছেন। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ১৫ই জুন'৯৯ইং)

সকল শিল্প-কারখানায় মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন করুন

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

গত শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ডেমরা আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ডেমরা আঞ্চলিক শাখার সেক্রেটারী মুহাম্মদ খলিলুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা বৈঠকে বিভিন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর সহকারী সেক্রেটারী রফিকুল ইসলাম খান, ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী সভাপতি আনিছুর রহমান চৌধুরী, ডেমরা আঞ্চলিক শাখার সভাপতি আলী আহমদ, লতিফ বাওয়ানী পাটকল শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের সভাপতি মিয়া মাহবুবুর রহমান প্রমূখ।

ডেমরা শিক্ষা বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন জামায়াত নেতা রফিকুল ইসলাম খান

রফিকুল ইসলাম খান বলেন, দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। তিনি রাষ্ট্রয়াত্ত ও বেসরকারী সকল শিল্প-কারখানায় মজুরি কমিশন বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানান। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ৪ঠা জুলাই '৯৯ইং)

অসৎ নেতৃত্বের কারণে শ্রমিক সমস্যা বাড়ছে

শেখ আনছার আলী

গতকাল শুক্রবার শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে ৪৮/১, পুরানা পল্টনস্থ মহানগরী মিলনায়তনে টি এন্ড টি শ্রমিক কর্মচারীদের এক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি এডভোকেট শেখ আনছার আলী। সম্মেলনে সারাদেশের টি এন্ড টি শ্রমিক কর্মচারীদের একশত প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করে। এতে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, শ্রমিক নেতা কবির আহমদ মজুমদার, মুঃ আনিছুর রহমান চৌধুরী, মোঃ শফিকুল আলম, ইকবাল হোসাইন খান পাঠান, রফিকুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক। এছাড়া মকবুল হোসেন, মহিরুদ্দিন, জহিরুল হক আকন্দ, উজির আলী, রফিকুল ইসলাম, শেখ আনসার উদ্দিন, শেখ মোশাররফ হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, লিয়াকত আলী প্রমুখ প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে সারাদেশব্যাপী টি এন্ড টিকে বিরাষ্ট্রীয়করণ ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা, উন্নয়ন খাতে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দকরণসহ আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন করে গ্রাহক

সেবার মান উন্নয়ন করার জোর দাবী জানিয়ে কতিপয় প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়।

সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্যে শেখ আনসার আলী বলেন, শ্রমিক ময়দানে অসৎ নেতৃত্বের কারণে শ্রমিক সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শ্রমজীবী মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই সৎ যোগ্য ও আল্লাহভীরুর নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন একমাত্র ইসলামী শ্রমনীতিই শ্রমিকদের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে।

হোটেল শ্রমিক সম্মেলনে শেখ আনছার আলী

শ্রমিক অঙ্গনে অশান্তি দূর করতে ইসলামের বিকল্প নেই

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনছার আলী বলেছেন, শ্রমিক অংগনে অশান্তি দূর করতে ইসলামের বিকল্প নেই। সৎ যোগ্য ও খোদাভীরু লোকদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত না হওয়া পর্যন্ত জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হবে না। শুক্রবার রাতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন হোটেল রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক সম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

ফেডারেশনের বিভাগীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি মুহাম্মদ নুরন্নবী। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরী আমীর জননেতা অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের।

বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এম, এ, তাহের ও সেক্রেটারী ইকবাল হোসাইন খান পাঠান, হোটেল শ্রমিক নেতা তোফাজ্জল হোসেন মুকুল, মোঃ সেলিম, হাজী আবদুল কাশেম, ফয়েজ আহমদ ও জসীম উদ্দিন প্রমূখ।

প্রধান অতিথি শেখ আনছার আলী বলেন, সমাজের সর্বস্তরে অশান্তির কারণ হচ্ছে সত্য মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ্ব। শ্রমিক অংগনও এই বিষবাষ্প হতে মুক্ত নয় বলে মত প্রকাশ করে তিনি শ্রমিক অংগনে অশান্তি দূরীকরণে সৎ যোগ্য ও খোদা ভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত জীবনে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন ও ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি হোটেল রেষ্টুরেন্ট শ্রমিকদের মজুরী কমিশনে অন্তর্ভূক্তির দাবী সহ অন্যান্য ন্যায্যদাবী সমূহের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে উক্ত দাবী সমূহ আদায়ে টি, সি, সিতে বলিষ্ঠ বক্তব্য পেশ করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। (দৈনিক কুর্ণফূলি ঃ ১১ই মে '৯৯ইং)

সীরাত মাহফিলে আল্লামা মাদানী

কোরআন মানলে আমাদের দূরবস্থা আর থাকবে না

আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের খতীব আওলাদে রাসূল সাইয়েদ আনোয়ার হোসাইন তাহির জাবিরী আল মাদানী বলেছেন, আল কোরআন ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে মুসলমানরা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতায় নিমজ্জিত রয়েছে। কোরআন ও সুন্নাহকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবে অনুসরণ অনুকরণ করে চললে মুসলমানদের এই চরম দূরবস্থা আর থাকবে না। তিনি বলেন, মুসলমানদের বর্তমান দূরবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী মনগড়া মতবাদ। তিনি বলেন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফের ঘোষণার দাবী জানান। তিনি বলেন, কোন কিছু চাইতে হলে একমাত্র আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। মাজারে গিয়ে মানত করা, ছেলে সন্তান চাওয়া শিরক। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরককে উৎখাত করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেন, সর্বক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুকরণ করতে হবে এবং তারই নেতৃত্ব মেনে চলতে

হবে। তিনি আল্লাহর দ্বীন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার জন্য সর্বস্তরের তাওহিদী জনতার প্রতি উদ্যত্ত জানান। তিনি গত বুধবার রাতে আন্দরকিল্লা দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন আয়োজিত এক বিশাল সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলে প্রধান অতিথির আলোচনা করতে গিয়ে একথা বলেন। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি শফি চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন আন্দরকিল্লা দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি এম লুৎফর রহমান। মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এম এ তাহের, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের আলকোরআন বিভাগের অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন তালুকদার, বি এফ আই ডিসি জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবুল হাশেম জিহাদী, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি মোহাম্মদ ইউনুছ চৌধুরী, ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাবেক মহানগর সভাপতি জয়নুল আবেদীন চৌধুরী জামসেদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুর হোছাইন, আহমদ ছফা প্রমুখ।(দৈনিক কর্ণফুলি ঃ ২৩শে জুলাই '৯৯ইং)

পর্দা মেনে চলায় এহেন আচরণ ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্য তৎপরতা

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং ইন্টারন্যাশানাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এডভোকেট শেখ আনছার আলী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান এবং ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এম, এ তাহের ও সেক্রেটারী ইকবাল হোসাইন খান পাঠান, চট্টগ্রাম ইস্পাহানি স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষা হাসিনা জাকারিয়ার ইসলাম বিরোধী ভীমিকার তীব্র নিন্দা ও তার অপসারণ দাবী করে বিবৃতি প্রদান করেছেন। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ২০শে সেপ্টেম্বর '৯৯ইং)

ভারতকে করিডোর দেয়ার সিদ্ধান্ত জনগণ মানে না

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি এডভোকেট শেখ আনসার আলী বলেছেন, বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতকে ট্রানজিটের নামে করিডোর দেয়ার আওয়ামী লীগ সরকারের সিদ্ধান্ত দেশের জনগণ মানে না। অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য তিনি সরকারের নিকট জোর দাবী জানান।

তিনি গতকাল শুক্রবার সকালে সিরাজগঞ্জে আয়োজিত এক শ্রমিক সমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন। এতে আরো বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা কবির আহমদ মজুমদার, সিরাজগঞ্জ জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর জনাব আলী আলম, নায়েবে আমীর মাওলানা আবদুস সালাম, সেক্রেটারী এডঃ খন্দকার হাফিজুর রহমান। এতে সভাপতিত্ব করেন এডঃ আবদুল লতিফ। শেখ আনছার আলী সিরাজগঞ্জ সুতাকল ও কওমী জুটমিলের শ্রমিকদের দাবী মেনে নেয়ার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানিয়ে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আন্দোলনের মাধ্যমে এ সরকারকে বিদায় দেয়ার জন্য তিনি শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ২০শে সেপ্টেম্বর '৯৯ইং)

রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে নিজামী

প্রচুর সম্পাদ থাকা সত্ত্বেও আমাদেরকে কৃত্রিমভাবে গরীব বানিয়ে রাখা হয়েছে

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ কোনকালেই গরীব ছিলো না। প্রচুর সম্পদ ছিলো বলেই অতীতে এদেশে বিদেশীরা আক্রমণ চালিয়েছে ও দখলে নেয়ার চেষ্টা করেছে। প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমাদেরকে কৃত্রিমভাবে গরীব বানিয়ে রাখা হয়েছে। সৎ যোগ্য লোকদের হাতে নেতৃত্ব তুলে না দেয়া

পর্যন্ত এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, শ্রমিকরা এদেশের বহু আন্দোলনের প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। অতীতে বহুবার শ্রমিকদেরকে আন্দোলন-সংগ্রামে ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রমিকদেরকে আর কোন গোষ্ঠী যেন ক্ষমতা লাভের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার শাহজাহানপুরের মাহবুব আলী মিলনায়তনে রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোহাম্মদ আরকান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন, ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর এ টি এম আজহারুল ইসলাম।

আরো বক্তৃতা করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান, এমপ্লয়ীজ লীগ নেতা আবু তাহের খান, ইকবাল হোসেন খান পাঠান, আনিছুর রহমান চৌধুরী, ওবায়দুল হক মজুমদার, তাওয়াল্লাদ হোসেন, এ কে এম আব্দুল ওয়াদুদ, শ্রমিক নেতা কবির হোসেন, আজহার আলী, শফিকুল আলম, জাহাঙ্গীর হোসাইন, শাহাদাত হোসেন স্বপন, সেলিম পাটোয়ারী, গোলাম কবীর, মোশারফ হোসেন নিয়োগী, এ বি এম এহতেশাম উদ্দীন, মির্জা মিজানুর রহমান, এস এম শরীফ, শহিদুর রহমান প্রমুখ। (দৈনিক সংগ্রাম ঃ ৪-১২-৯৮ইং)

বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতিনিধি সম্মেলন

গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারীদের এক প্রতিনিধি সম্মেলন মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি এডভোকেট শেখ আনছার আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা হারুন-উর-রশীদ খান। বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, বিভাগীয় সভাপতিত্বয় যথাক্রমে এম এ তাহের, কবির আহমদ মজুমদার এবং শফিকুল আলম। আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগরী সভাপতি মাওলানা আনিছুর রহমান এবং রাজশাহী বিভাগীয় সেক্রেটারী এডভোকেট আবু মোহাম্মদ সেলিম।

সম্মেলনে দাতা সংস্থাসমূহের অযৌক্তিক শর্তের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের উন্নয়নের নামে বিচ্ছিন্নভাবে সংস্কারের পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। আর ও এম ব্যবস্থাপনায় খুলনা, শিকলবাহা, সিলেট ও সৈয়দপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে লিজ আউট কর এবং আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল ও হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্পোরাটাইজ করার প্রক্রিয়া অবিলম্বে বাতিল করণ,বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সঞ্চলেন স্থাপন। পিজিসিবিতে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করন বিদ্যুৎ সরবরাহসমূহ কন্ট্রাক্ট আউটকরণ বাতিলের দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পুলিশের গুলিতে শ্রমিক নেতা হাসেম আহত

গত ১২ই সেপ্টেম্বর সচিবালয় ঘেরাও অভিযানের সময় পুলিশের ছররা গুলিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মোঃ আবুল হাসেম মারাত্মক ভাবে আহত হন।

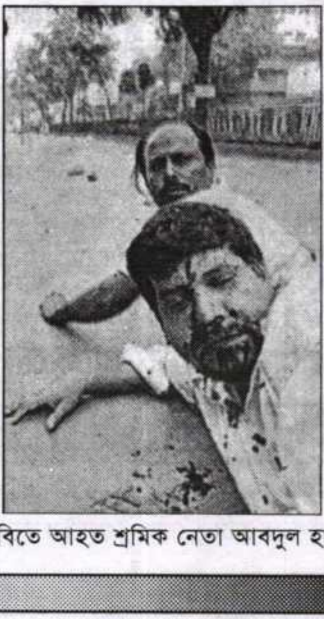

ছবিতে আহত শ্রমিক নেতা আবদুল হাশেম

ঢাকা মহানগরীর শিক্ষা শিবিরে বক্তব্য রাখছেন
আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম

টংগীতে মে দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন
সেক্রেটারী জেনারেল মাওঃ মতিউর রহমান নিজামী

সিলেট বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন
জননেতা মুহাঃ কামারুজ্জামান

চট্টগ্রামে দোকান কর্মচারী সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন
কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনছার আলী

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '৯৭-এ বক্তব্য রাখছেন
তুরস্কের প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা হোসাইন তানব্রি ভর্দি

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '৯৭ -এ বক্তব্য রাখছেন
পাকিস্তানের এন,এল,এফ নেতা প্রফেসর শফি মালিক

বিদ্যুৎ প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী

মরহুম আব্বাস আলী খানের রোগ মুক্তির জন্য মুনাজাত করছেন ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ

ঢাকা মহানগরী দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এম.পি.

ঢাকা বিভাগীয় শিক্ষা শিবিরে বক্তব্য রাখছেন আলহাজ্ব মুঃ মাষ্টার শফিকুল্লাহ

খুলনায় বন্ধকৃত মিল-কারখানা খুলে দেয়ার দাবীতে আয়োজিত মিছিলের একাংশ

হাইকোর্ট থেকে জামিন পাওয়ায় বন্দর শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন চট্টগ্রাম মহানগরী আমীর মাওঃ আবু তাহের

ডেমরায় বন্যাদুর্গত লোকদের চিকিৎসা প্রদানে
শ্রমিক কল্যাণের চিকিৎসা টিম

খুলনা বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন
প্রধান অতিথী মাওঃ দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী

ঢাকায় দাবি দিবসের বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন
সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান

বি.আর.ই.এল এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির বৈঠকে
বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনছার আলী

দাবী দিবস উপলক্ষে রাজশাহী বিভাগে আয়োজিত
বিক্ষোভ মিছিলের একাংশ

খুলনা বিভাগীয় শিক্ষা শিবিরে বক্তব্য রাখছেন
কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনছার আলী

কবিতা

শ্রমিক

মিয়া মোঃ মাহাবুবর রহমান
ডেমরা

আমরা শ্রমিক আমরা কর্মী
আমরা কাজের বেশ,
মোদের হাতের ছোঁয়া পেলে
গড়ে উঠে দেশ।

মোদের হাতের ছোঁয়া পেলে
কলের চাকা ঘুরে,
নানা পণ্য তৈরি হয়
দেশের প্রয়োজনে।

মিলের মাঝে শ্রমিকের তুলনা নাই
বিদেশী মানের পণ্য তৈরি করি তাই,
বিদেশে রপ্তানী করে
বিদেশী মুদ্রা পাই।

শ্রমিক গড়ে অট্রালিকা বানায় উড়োজাহাজ
থাকা চড়ার ভাগ্য হয় না
ধনীরা করে আরাম আয়েস
শ্রমিকদের এই তো ভাগ্যের পরিহাস।

গড়ে না যারা লুটেরা তারা দেশ করে সর্বনাশ
এ জামানায় তাদেরই লেখে ইতিহাস,
গড়ে যারা ভোগ করতে পারে না তারা শোষকের ইশারায়
তাই তো শ্রমিক দেশের তরে জীবন দিয়ে যায়।

আল্লাহ ও কোরআন

নেয়ামত উল্লাহ

আল্লাহ মোদের প্রভু
তিনি ছাড়া এই দুনিয়ায়
মা'বুদ হয়না কভু
তিনি মোদের সৃষ্টি কর্তা
আমরা মানব তাহার বার্তা
হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান
তারই কাছে সবাই সমান।

প্রিয় নবী

সুরাইয়া আক্তার (রুমু)

ও আমার প্রিয় নবী
আছো কোথায় লুকাইয়া,
মরিতে যেন পারি আমি
তোমায় স্বপ্নে দেখিয়া।

তোমার মতন এত প্রিয়
ত্রিভূবনে কেহ নাই,
মরণের পরে যেন
তোমারই সাফায়াত পাই।

সুখশান্তি চাহিনা আমি
বেহেস্ত নাহি চাই,
মরণের আগে যেন আমি
স্বপ্নে তোমার দেখা পাই।
তুমি আল্লাহর প্রিয় বন্ধু
সর্বশ্রেষ্ঠ নবী,
অন্তরে এঁকে দাও আমার
তোমার নুরের ছবি।

ইসলামী ব্যাংকের
গৃহ সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প

সম্মানিত গ্রাহকদের অভূতপূর্ব সাড়ার প্রেক্ষিতে বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সকল শাখায় গৃহ সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, বহুজাতিক, স্থানীয় সুপ্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে ফ্রিজ, ডিপফ্রিজ, টেলিভিশন, রেডিও, টু-ইন-ওয়ান, থ্রি-ইন-ওয়ান, মোটর সাইকেল, বাই-সাইকেল, এয়ারকুলার, এয়ারকন্ডিশনার, পার্সোনাল কম্পিউটার (পিসি), ওয়াশিং মেশিন, খাট, আলমিরা, সোফাসেট, ওয়ারড্রোব, কার্পেট ইত্যাদি আসবাবপত্র, সেলাই মেশিন, ওভেন, টোষ্টার, ব্লেন্ডার, প্রেসার কুকার ইত্যাদি রান্নাঘরে ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী এবং গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য প্রয়োজনীয় গৃহ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য সহজ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে।

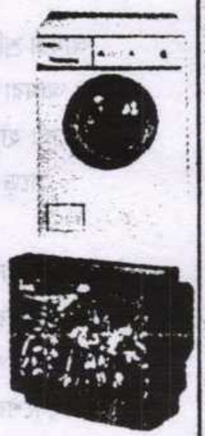

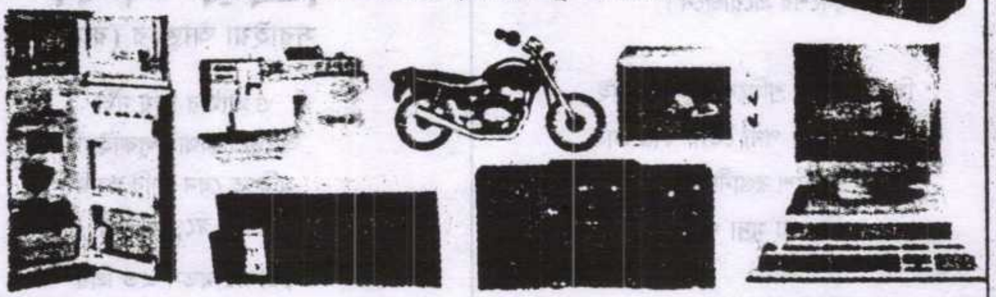

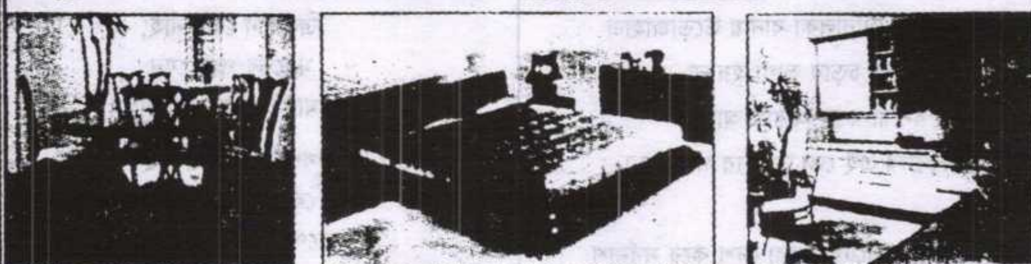

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রাম জোরদার হোক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক

সম্মেলনের সফলতা কামনায়–

আলমানার হাসপাতাল (প্রাঃ) লিমিটেড

(একটি সেবাধর্মী স্বল্পব্যয়ী ক্লিনিক)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- নগরীর কেন্দ্রস্থল লালমাটিয়ার অভিজাত এলাকার মনোরম পরিবেশ।
- প্রায় সব ধরণের রোগ নির্ণয় ব্যবস্থাসহ আধুনিক ল্যাবরেটরী।
- সকল রোগের আধুনিক চিকিৎসার সুব্যবস্থা।
- সুসজ্জিত বিভিন্ন মাপের কেবিন ও সেমি-কেবিন।
- সার্বক্ষণিক এম্বুলেন্স, ইমার্জেন্সী ও বহির্বিভাগের সুবিধা।
- আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত দু'টি প্রশস্ত অপারেশন থিয়েটার।
- ব্যতিক্রমধর্মী সেবা, উন্নত নৈতিক আচরণ এবং আন্তরিক পরিবেশ।
- আপনাদের সকল ধরণের স্বাস্থ্য সেবায় আমরা সর্বদা নিয়োজিত।

ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের

চেয়ারম্যান

আলমানার হাসপাতাল (প্রাঃ) লিমিটেড

৫/৪ ব্লক-এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা (কাজী অফিসের সাথে)

ফোন ঃ ৯১২১৩৮৭, ৯১২১৫৮৮

৫/

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, রাজশাহী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন -এর কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি

- পানি, সড়ক বাতি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত সমস্যা লিপিবদ্ধ করার জন্য যে কোন সময় ৭৭৫৮০০ নং টেলিফোনে যোগাযোগ করুন।
- সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত আবর্জনা ডাষ্টবিনে ফেলুন।
- শিশুর জন্ম নিবন্ধীকরণ করুন।
- আপনার শিশুকে টিকা দিন।
- আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান।
- পানির অপচয় রোধ করুন।
- রাস্তার উপরে নির্মাণ সামগ্রী রাখবেন না।

এই মহানগরী আপনার একে সুন্দর রাখার দায়িত্বও আপনার

মোঃ মিজানুর রহমান মিনু
মেয়র
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

ঐতিহ্যবাহী শিল্প প্রতিষ্ঠান কেরু এ্যান্ড কোং (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর উৎপাদিত ভিনেগার কিনুন।

ভিনেগার ঃ

❑ গুণে - মানে অদ্বিতীয়, ❑ স্বাদে - রুচিতে অনন্য,
❑ আচার-সস্ সংরক্ষণে অতুলনীয়, ❑ পরিপাকে সাহায্যকারী,
❑ বাজারের সেরা ❑ কেরুজ মলটেড ভিনেগার ❑ কেরুজ সাদা ভিনেগার।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড

দরশনা, চুয়াডাঙ্গা, বাংলাদেশ

ফোন ঃ দরশনা- ১৭, চুয়াডাঙ্গা -২৩০২

সম্মেলনের সফলতা কামনায়–

২৫আপ/২৬ডাউন নক্সীকাথা এক্সপ্রেস ট্রেনে খুলনা-গোয়ালন্দ -খুলনা সেক্সনে ভ্রমণের জন্য আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত।

রেইনবো সাপ্লাইয়ার্স

বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় ট্রেন পরিচালনা সংস্থা

ঢাকা অফিস ঃ
৪৩, পূর্ব বাসাবো (কদম তলা)
ঢাকা-১২১৪ ফোন ঃ ৪০০৯২৬

রাজশাহী অফিস ঃ
৩০/৩, উপশহর
ফোন ঃ ৭৬১২২৫, ৭৬১০৩৭

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '৯৯ সফল হোক–

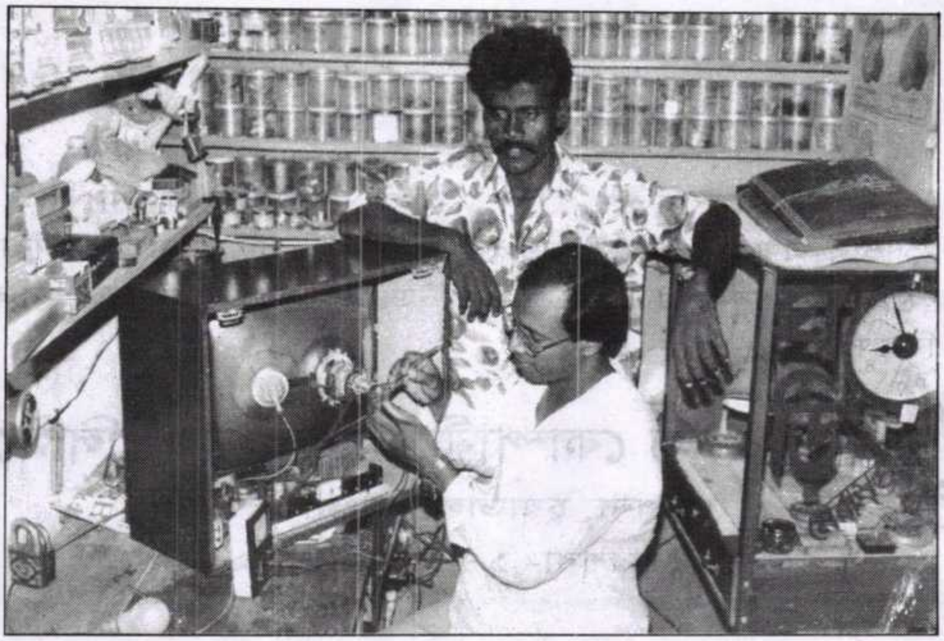

সাজু ইলেকট্রনিক্স

প্রোঃ মোঃ শাহজাহান হাওলাদার (সাজু)

- টেলিভিশন, ক্যাসেট, টেপ রেকর্ডার, রেডিও, এ্যামপ্লিফায়ার ও সকল প্রকার ইলেকট্রিক সরঞ্জাম সুদক্ষ কারিগর দ্বারা মেরামত করা হয়।
- মাইক সেট ভাড়া দেওয়া হয়।

টুটপাড়া মেইন রোড,

(খেতোয়াত অয়েল মিলের সামনে)

খুলনা।

বিঃ দ্রঃ খুলনা বিভাগে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সকল অনুষ্ঠানে মাইক ভাড়া অর্ধেক

শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের সফলতার
জন্য আমরা আন্তরিক দোয়া করছি।

যাবতীয় সার, সিমেন্ট ও চাউল আমদানীকারক ও বিক্রয়ের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

মেসার্স জয়েন্ট এন্টারপ্রাইজ

ষ্টেশন বাজার, নওয়াপাড়া, যশোহর

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন'৯৯ এর সফলতা কামনা করছি।

ডক শ্রমিক
ব্যবস্থাপনা বোর্ড
চট্টগ্রাম

Dock Worker's Management Board, Chittagong.

বন্দর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
পি. ও, বক্স - ২০৪২
ডাকঘর-বন্দর, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সৌদি আরব, কুয়েতসহ মধ্যপ্রাচ্যের এবং পৃথিবীর যে কোন দেশের ভিসা, ওকালা ও এন.ও.সি **আল-মানারাত ওভারসীজ** এর নামে করলে আমরা আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সহিত দ্রুত ভিসা প্রসেসিং করে দেব ইনশাআল্লাহ।

আল-মানারাত ওভারসীজ

লাইসেন্স নং - আর, এল - ৪১৭

স্বত্বাধিকারী ঃ মোঃ আলী হোসেন

৮৯, বিজয় নগর (৩য় তলা), আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ,	ফোন-৯৬৬৭৭৩২, ৯৫৫২৭০৮ মোবাইল-০১৭-৫৩০৪২১ ফ্যাক্স - ৮৮০-২-৮৩৩৫১০

المنارات اوفرسيز

ترخيص رقم- أر ال-٤١٧

صاحب مكتب- محمد علي حسين

AL-MANARAT OVERSEAS

Licence No. R. L. 417

PROP. MOHD. ALI HOSSAIN

89, Bijoynagar (2nd Floor), Aziz Co-Operative Market, Dhaka-1000, Bangladesh.	Tel. 9667732, 9552708 Mobail-017-530421 Fax-880-2-833510(Attn.AMO)

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন সফল হোক-

স্বদেশী ও প্রবাসী ভাইয়েরা! আমাদের আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতার সাথে অতি দ্রুত কম খরচে সরকার অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট ও রিক্রুটিং এজেন্সীর মাধ্যমে সৌদী আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান, আবুধাবী সহ পৃথিবীর যে কোন দেশের ভিসা প্রসেসিং ও টিকেটিং করে থাকি।

আমাদের এজেন্সীর নামে ভিসা এনে স্বচ্ছন্দে অতি দ্রুত প্রবাসের কর্মস্থলে যোগদানের নিশ্চয়তা নিন।

AL-NOOR INTERNATIONAL	النور انترناشيونال
Govt. Approved Travelling & Recruiting Agent	وكالة استقدام العمال المعتمدة لدي الحكومة
Recruiting Licence No: RL- 689	رقم الرخصة-ار ال : ٦٨٩

DHAKA OFFICE

120 DIT, EXTN. ROAD FAKIRAPOOL
DHAKA-1000, BANGLADESH.
Tel: 404898, 018-215309, 9331582
Fax : 880-2-838937, 838568

RIYADH OFFICE

KAPATAKKHA COMPUTER HOUSE
CONT. MR. FAISAL AMIN
OFFICE NO-24, BATHA BANGLA MARKET
AL-RAJI BUILDING, RIYADH, K.S.A
Tel : 966-1-4120295 Fax: 966-1-4067295

KUWAIT OFFICE

AL-NOOR BUSINESS CENTER
IBRAHIM AL-JARAH BUIDG.
PO. BOX NO: 27197,SAFAT
MURGAB, KUWAIT,
Tel :2436949, 9058547 Fax: 2436954

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন -এর কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের সফলতা কামনা করছি-

আর্চ লিঃ

রপ্তানীমূখী গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান

টাওয়ার হ্যামলেট (৮ম তলা)
১৬, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ
বনানী, ঢাকা-১৩

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন -এর কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন সফল হোক -

মদীনা ওভারসীজ

আমরা অতি যত্ন সহকারে সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, ওমান সহ বিভিন্ন দেশের ভিসা প্রসেসিং করে থাকি ।

১৬৫ (পুরাতন) ৪৭ (নতুন) ডি, আই, টি এক্সঃ রোড (৩য় তলা) ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৩৩৬৫৫৪, ৯৩৩৪৮৮৭ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৩৩৬৫৫৪

PLOT | SHOP | FLAT

আমার প্রিয় রাজধানী ঢাকা মহানগরী যাদের প্রতি ফোঁটা ঘামের বিনিময়ে আজ তিলোত্তমা ঢাকা নগর সে শ্রমজীবি মানুষ সে নগরে আজ পরজীবি।

স্বাদের সে নগরীতে শ্রমিকের নেই আজ মাথা গোঁজার ঠাই।

হ্যাঁ– ইসলামী সমাজই কেবল দিতে পারে শ্রমজীবি মানুষের সত্যিকার মর্যাদা। আর ইসলামী বিপ্লবের দৃপ্ত শপথে বলিয়ান শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি–বার্ষিক সম্মেলন' ৯৯–এ অংশগ্রহনকারী সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

মোহাম্মদ উল্লাহ্
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আইকাব হাউজিং
৫৯/৩-২, পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৯৫৬৬৯০৩
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৭৬৩৫

রাজধানী ঢাকা মহানগরীতে আইকাব হাউজিং দিচ্ছে যে কোন আয়ের লোকদের জন্য মাথা গোঁজার ঠাই। আজই যোগাযোগ করুন।

With Best Compliments Biennial Conference of

Sramik Kalyan Federation

Get your Certificate from Singapore

SALES
SERVICING
EDUCATION

HARD WARE
&
SOFT WARE

WELKIN COMPUTERS

Yousuf Mansion
40, Elephant Road, (3rd floor)
(on The Top of Duck Chinese)
Dhaka-1205 Phone: 018224609

"ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সফল হোক"

মোস্তফা ডেকোরেটর

বিবাহ, জন্মদিন, সুন্নতে খাৎনার গেট, পেন্ডেল, ষ্টেজ ও যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য জিনিস পত্র ভাড়া দেওয়া হয়।

মোঃ মোস্তফা সরদার
প্রোপ্রাইটর
৫, উত্তর যাত্রাবাড়ী, পার্ক রোড, ঢাকা-১২০৪
ফোন ঃ ২৪৯৮৮৬

মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের বিজয় অনিবার্য

মুশফিক ট্রেডার্স

সর্ব প্রকার ঘরি মেরামত ও টেলিফোনের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

প্রোঃ মুঃ আনিছুর রহমান চৌধুরী
১৬২/৪, শান্তিনগর বাজার
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৩৩৪৬

"শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরী পরিশোধ কর" – আল হাদীস

কম্পিউটার কম্পোজ ও অফসেট ছাপার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এস. এস. প্রিন্টার্স

প্রোপ্রাইটর ঃ আব্দুল কুদ্দুস
৪৩৫, বড় মগবাজার, ঢাকা–১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৫৩৪২৩

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের
কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '৯৯ বয়ে আনুক
আর একধাপ অগ্রগতি

চট্টগ্রাম বন্দরে মালামাল দ্রুত ও নিরাপদে
উঠানামার রেকর্ড সৃষ্টিতে সকলের সার্বিক
সহযোগীতা একান্ত কাম্য

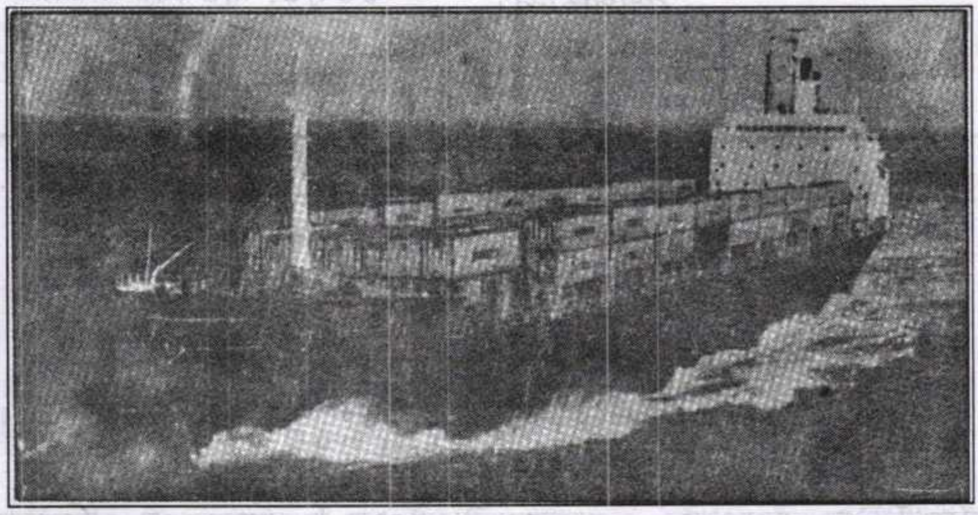

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
(জাতির সেবায় নিয়োজিত)

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের সফলতা কামনা করছি

কল্যাণ প্রকাশনী

শ্রমিক ও শ্রমের মর্যাদা সংক্রান্ত ইসলামী জ্ঞান আহরণের জন্য আমাদের প্রকাশনায় আসুন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিজেকে জানুন।

কল্যাণ প্রকাশনীর বই সমূহ

১. কুরআন ও হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন
২. ইসলামী শ্রমনীতি
৩. ছোটদের মওদূদী
৪. নামাজ কি শিখায়
৫. ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য
৬. মহানবী (সাঃ) এর ঐতিহাসিক ভাষণ
৭. কুরআন ও হাদীসের আলোকে নেতা নির্বাচন
৮. ইসলামে শ্রমনীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন
৯. ইসলামী শ্রমনীতির মূল কথা
১০. জাকাত কি শিখায়
১১. তাক্বওয়া পরহেযগারীর মর্মকথা
১২. ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব কর্তব্য
১৩. শ্রমিক আন্দোলন ও মাওলানা মওদূদী
১৪. ইসলামের সমরনীতি (দারসে কুরআন সিরিজ)

এছাড়া জামায়াত প্রকাশনী, আধুনিক প্রকাশনী, শতাব্দী প্রকাশনী, কাটাবন বুক কর্নার এবং অন্যান্য প্রকাশনীর বই পুস্তক ও খাতা কলম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

কল্যাণ প্রকাশনী

(বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পরিচালিত)
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯/৪৫

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত হার্বাল চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করুন ।। সুস্থ থাকুন

হার্বাল চিকিৎসা বিজ্ঞানে
বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ
প্রতিষ্ঠান

হামদর্দ

শতাব্দীর গবেষণালব্ধ
ওষুধের সাহায্যে
উচ্চ শিক্ষিত
চিকিৎসক দ্বারা
আধুনিক পদ্ধতিতে
শারীরিক, মানসিক ও
জৈবিক রোগের
সাফল্যজনক চিকিৎসা
প্রদান করছে

✓ হামদর্দ চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহ প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

✓ কার্যকরী উদ্ভিদের নির্যাস থেকে তৈরি হামদর্দের ওষুধ বিষক্রিয়ামুক্ত।

✓ হামদর্দ একটি ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ প্রতিষ্ঠান। এর সমুদয় অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় হয়।

আজই যোগাযোগ করুন

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয় এবং মার্কেটিং অফিস : হামদর্দ ভবন, ২৯১/১, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫। ফোন : ৯৬৬৫৯৬৫-৬

রাজধানীতে ৩টিসহ দেশব্যাপী হামদর্দের ৩৫টি চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগীদের বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা হচ্ছে

● *ঢাকা* - হামদর্দ ভবন, ২৯১/১ সোনারগাঁও রোড। ফোন : ৯৬৬৫৯৬৫-৬ ● *ঢাকা* - ৩২, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ। ফোন : ৯৫৫১৮৩৮ ● *ঢাকা* - সেকশন-১৪,মিরপুর
● *চট্টগ্রাম* - ১৯ আইসফ্যাক্টরী রোড। ফোন : ০৩১-৬১৪১১১ ● *চট্টগ্রাম* - ষ্টেশন রোড, হাটহাজারী ● *চট্টগ্রাম* - ওরিয়েন্ট কালার মার্কেট, আন্দর কিল্লা
● *নারায়ণগঞ্জ* - কুমুদিনী আর্কেড, ৭২ সিরাজ উদ্দৌলা রোড ● *মুন্সিগঞ্জ* - রেডক্রিসেন্ট মার্কেট, সদর রোড ● *নরসিংদী*- কাউরিয়াপাড়া লঞ্চঘাট রোড
● *বিঃ বাড়ীয়া* - সাবিহা ম্যানশন, ষ্টেশন রোড ● *কিশোরগঞ্জ* - ষ্টেশন রোড ● *ময়মনসিংহে* - ৩৩বি ট্রাঙ্কপট্টি। ফোন : ০৯১-৫৩২৪৬ ● *যশোর* - ১০০ জেল রোড
● *টাঙ্গাইল* - ২১২ লিয়াকত সুপার মার্কেট, মেইন রোড ● *জামালপুর* - ষ্টেশন বাজার, কলেজ রোড ● *লক্ষীপুর* - আজিমশাহ্ মার্কেট, বাজার রোড
● *সিলেট* - পুরান লেন, জিন্দা বাজার। ফোন : ০৮২১-৭২২১৭৭ ● *হবিগঞ্জ* - পুরাতন হাসপাতাল রোড ● *কুমিল্লা* - মৌচাক মার্কেট, লাকসাম রোড, কান্দিরপাড়
● *চাঁদপুর* - তালতলা, কুমিল্লা রোড ● *ফেণী* - ২৪০, এস,এস,কে, রোড ● *নোয়াখালী* - তাজ বিল্ডিং, করিমপুর রোড, চৌমুহনী। ফোন : ০৩২১-৩৪১৯
● *কক্সবাজার* - রহমান ম্যানশন, পূর্ব বাজার ঘাটা ● *দিনাজপুর* - গণেশতলা, চারুবাবুর মোড় ● *নাটোর* - উত্তর বড় গাছা ● *রংপুর* - ষ্টেশন রোড। ফোন : ০৫২১-৫০৬৭,
● *সৈয়দপুর* - ষ্টেশন রোড ● *বগুড়া* - শেরপুর রোড। ফোন : ০৫১-৭২৩১৩ ● *রাজশাহী* - এমাদুদ্দীন সড়ক, হেতেমখাঁ ● *পাবনা* - নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা রোড, গোপালপুর
● *খুলনা* - ৪১ খান জাহান আলী রোড। ফোন : ০৪১-৭২৩৯৫১ ● *ফরিদপুর* - ফরিদপুর প্লাজা, মুজিব সড়ক ● *ভোলা* - ইরানী মঞ্জিল, সদর রোড
● *বরিশাল* - ১০১, নাহার মার্কেট, সদর রোড। ফোন : ০৪৩১-৫৫৯৩৬১ ● *কুষ্টিয়া* - ৩৬/১ স্যার ইকবাল রোড